পরিচয়

৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত — সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক

New York Vol. 33, Issue 1636, Saturday, July 05, 2025 FREE www.parichoy.com

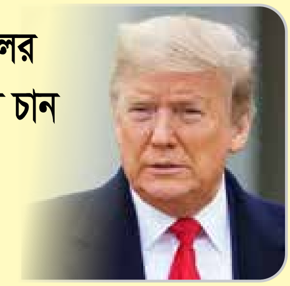

গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতার অবসান চান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

বিস্তারিত ৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- স্বাধীনতার ২৪৯তম বছরে পা রাখলো যুক্তরাষ্ট্র - ৫ম পাতায়
- ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি কি মাও সে-তুংয়ের ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’- ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তি, মতপার্থক্যে সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে বউ পেটানোর শীর্ষে বরিশাল - ৫ম পাতায়
- ইউএসএআইডি বন্ধ করায় ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করলেন ওবামা ও বুশ - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের মানবিক সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্তে ৫ বছরে প্রায় দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুর ঝুঁকিতে জানালো ল্যানসেট - ৬ষ্ঠ পাতায়
- অভিবাসন অভিযানে ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও পেনসিলভেনিয়ার কৃষিজমিতে শ্রমিক সংকট, মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ফসল - ৭ম পাতায়
- কিছু দেশের ওপর ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের - ৭ম পাতায়
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুবিধা দিয়ে ব্যাগেজ রুলস সংশোধন করলো এনবিআর - ৮ম পাতায়
- পাকিস্তানের পর এ বার বাংলাদেশ! চট্টগ্রামে অস্ত্র কারখানা নির্মাণে সক্রিয় তুরস্ক! নিশানায় কী ভারত? - ৯ম পাতায়

‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’ এ ট্রাম্পের স্বাক্ষর, সঙ্কটের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন মধ্যবিত্ত

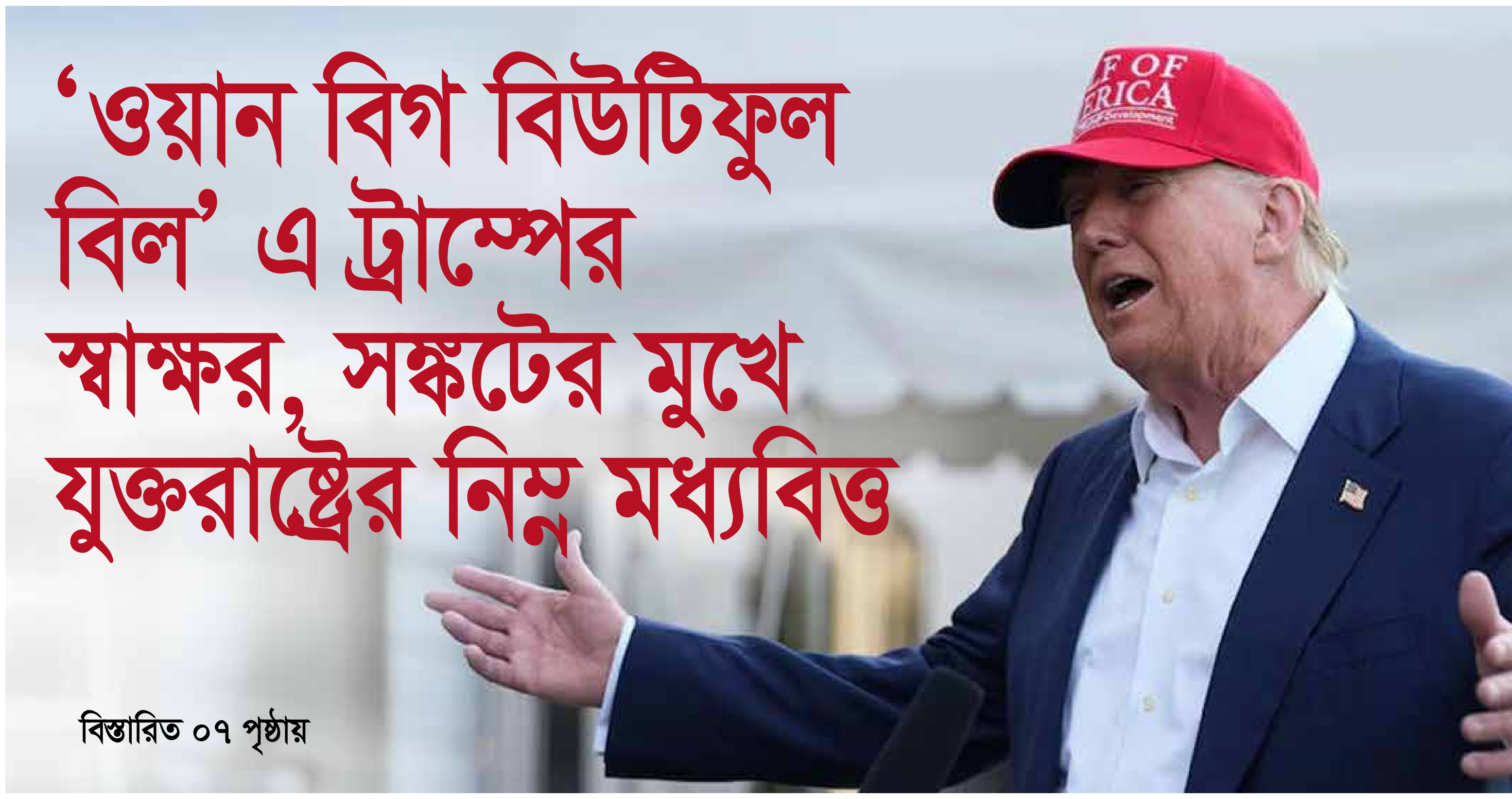

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে আইনের শাসন না থাকায় গণপিটুনি, মব তৈরি বাড়ছে

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of **KIM & ASSOCIATES P.C**
Accident cases — Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq — Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek — Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

পরিচয় এর ৩৩ বছর পূর্তি

প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা

– সম্পাদক

“ কে কি বললেন ”

● গাজার বাসিন্দারা যেন আর দুর্ভোগ না পায়, কারণ তারা ইতোমধ্যে “নরকের মধ্য দিয়ে গেছে”- প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

● “যুদ্ধে গাজা ও ইসরায়েল থেকে যেসব ছবি আসছে সেগুলো হৃদয়বিদারক। প্রেসিডেন্ট এসব আর দেখতে চান না। তিনি জীবন রক্ষা করতে চান।” - হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট।

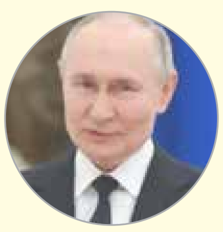

● ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধের ‘মূল কারণগুলো’ সমাধান বা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়া তার অবস্থান থেকে পিছু হটবে না। - প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

● সংস্কার নিয়ে কখনো হ্যাপি হওয়া উচিত নয়। কেননা হ্যাপি হলে আর কিছুটা করার নেই। - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন

● বাংলাদেশে গরু-ছাগলের চেয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির সংখ্যা বেশি - সাবেক সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বদিউর রহমান

● বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিএনপি দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল। বড় হলে সমস্যাও বেশি, স্যাক্রিফাইসটাও বেশি, দায়িত্ব অনেক - বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

● ভোটকেন্দ্রে মাস্তানি-কালো টাকার খেলা সহ্য করা হবে না - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

● ‘এক দলকে সরিয়ে আরেক দলকে বসাতে কেউ রক্ত দেয়নি’- জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম

স্বাধীনতার ২৪৯তম বছরে পা রাখলো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস ৪ জুলাই। ১৭৭৬ সালের এই দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন আমেরিকানরা।

২৪৯ বছর আগের এই দিনে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে ১৩টি উপনিবেশের কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস। অবশ্য এর দুই দিন আগেই ফিলাডেলফিয়ায় একত্রিত হয়ে ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় কংগ্রেস প্রতিনিধিরা।

প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আর আয়োজনে দিবসটি উদযাপন করে আমেরিকানরা। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর দেশটিতে আয়োজন করা হয় কুচকাওয়াজ এবং কনসার্ট। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা কিন্তু রাতারাতি আসেনি। ১৭৮৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে সাত বছর কেটেছিল যুদ্ধে; জীবন দিতে হয়েছিল ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান এবং ২৭ হাজার ব্রিটিশ ও জার্মান সেনা।

১৮০০ সালের শেষের দিকে, ৪ জুলাই কেবল ক্যালেন্ডারে একটি তারিখের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালে মার্কিন কংগ্রেস এটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং ১৯৩৮ সালে এটি ফেডারেল কর্মচারীদের জন্য একটি বেতনভুক্ত ছুটির দিন হয়ে ওঠে।

ফ্রান্সকে বলা হয়ে থাকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু দেশ। আমেরিকার আকাশে আজকের যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উঁচু করে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিকল্পনা, নকশা, অর্থ সংগ্রহ এগুলো সবই হয়েছে ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে।

দেশটির গৃহযুদ্ধে ও বিপ্লবে (১৭৭৫-৮৩) মার্কিনিদের বীরোচিত ভূমিকা, দাস প্রথার অবসান এবং একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্মের পর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ফ্রান্সের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি কি মাও সে-তুংয়ের ‘সাংস্কৃতিক বিপ্লব’

পরিচয় ডেস্ক : দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঘিরে যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আলোড়ন চলছে, তা অনেকেই তুলনা করছেন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে। মাও সে-তুং যেমন নিজেকে বিপ্লবী নেতার আসনে বসিয়ে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত কাঠামো ভেঙে দিয়েছিলেন, ট্রাম্পও কি ঠিক তেমনভাবেই আমেরিকার ভেতরে এক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছেন? এই প্রশ্ন এখন পশ্চিমা গণমাধ্যমে ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে এই তুলনা কি শুধুই চমকপ্রদ, না এর পেছনে রয়েছে বাস্তব কোনো ঐতিহাসিক মিল? মার্কিন সাময়িকী ফরেন পলিসি এ নিয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে।

এপ্রিল মাসে অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান লিখেন, ‘আপনি *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তি, মতপার্থক্যে সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রস্তাবিত শুল্ক চুক্তির খসড়া এখনো চূড়ান্ত হয়নি। দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকায় আপাতত আলোচনায় অগ্রগতি হয়নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সূত্র। ফলে দর-কষাকষির আলোচনাও চলমান থাকবে।

গত ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। এতে অংশ নেন অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান ও বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা। অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৮ জুলাই ইউএসটিআরের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। ওই বৈঠকে অংশ নিতে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সৌদি যুবরাজের গোপন বৈঠক

পরিচয় ডেস্ক : আঞ্চলিক দুই দেশ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেছেন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান। বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) ট্রাম্প ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একাধিক সূত্রের বরাতে এমন খবর প্রকাশ করেছে ফক্স নিউজ।

প্রিন্স খালিদ বিন সালমান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ছোট ভাই। পশ্চিমা মহলে যুবরাজ মোহাম্মদের ছোট ভাই কেবিএস নামে পরিচিত। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে বউ পেটানোর শীর্ষে বরিশাল

পরিচয় ডেস্ক : ঘর কিংবা বাইরে, প্রতিদিনই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন নারীরা। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগজনক ও মর্মান্তিক বাস্তবতা হলো, এই নির্যাতনের বড় একটি অংশ ঘটছে তাদের আপনজন, বিশেষ করে স্বামী বা সঙ্গীর হাতেই।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (ইইঝ) এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (টঘঋচঅ)-এর যৌথভাবে পরিচালিত ২০২৪ সালের এক জরিপে উঠে এসেছে নারীর প্রতি সহিংসতার একটি ভয়াবহ চিত্র।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অধিকাংশ নারী জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তাদের স্বামী বা ঘনিষ্ঠ সঙ্গীর দ্বারা শারীরিক, মানসিক, যৌন কিংবা অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

জরিপ অনুযায়ী, বরিশাল ও খুলনা বিভাগে নারীর প্রতি ঘরোয়া সহিংসতার হার সবচেয়ে বেশি। বরিশালে ৮২ শতাংশ এবং খুলনায় ৮১ শতাংশ নারী তাদের জীবনকালে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি পাঁচ নারীর *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

গাজায় ইসরায়েলের বর্বরতার অবসান চান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলের বর্বরতার অবসান চান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১লা জুলাই মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট।

তিনি বলেছেন, "এই যুদ্ধে গাজা ও ইসরায়েল থেকে যেসব ছবি আসছে সেগুলো হৃদয়বিদারক। প্রেসিডেন্ট এসব আর দেখতে চান না। তিনি জীবন রক্ষা করতে চান।"

হোয়াইট হাউসের এ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইসরায়েলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন এবং গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করাকে তারা প্রাধান্য দিচ্ছেন।

এদিকে আগামী সোমবার হোয়াইট হাউসে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করবেন। সাধারণ ইসরায়েলিদের অভিযোগ, এ দখলদারের কারণে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ইসরায়েলের কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডেরমার বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। নেতানিয়াহুর আস্থাভাজন এ দখলদার মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইরান যুদ্ধ ও গাজার যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করবেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। আড়াই বছর ধরে চলা এ যুদ্ধে শুধু সরকারি হিসেবেই ৫৬ হাজার ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। সূত্র: আলজাজিরা

মাস্কের সঙ্গে বিরোধ বাড়ল ট্রাম্পের, টেসলা, স্পেসএক্সের ভর্তুকি বন্ধের হুমকি

পরিচয় ডেস্ক : গত সোমবার (৩০ জুন) আবারও ট্রাম্পের করছাড় ও সরকারি ব্যয়ের বিলের সমালোচনা করেন মাস্ক। ওই বিলের কারণে বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনায় যে ভর্তুকি দেওয়া হতো, তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাস্কের কোম্পানি টেসলা।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার (১ জুলাই) হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইলন মাস্কের বিভিন্ন কোম্পানি ফেডারেল সরকার থেকে যে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি পায়, তা বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। বিশ্বের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বন্ধু ইলন মস্ক এখন ট্রাম্পের শত্রু

পরিচয় ডেস্ক : ইলন মাস্কের কম্পানিগুলোকে ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া বিলিয়ন ডলারের ভর্তুকি বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ১ জুলাই মঙ্গলবার এ হুমকি দেন। একসময়ের মিত্র এই দুই ব্যক্তির মধ্যে চলমান বাকযুদ্ধ আরো তীব্র হয়েছে। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ট্রাম্পের 'বিগ বিউটিফুল বিল'ড়একটি ট্যাক্স-কাট ও ব্যয়সংকোচন বিল, যা পাস হয়েছে সিনেটে।

এই বিলের ফলে বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য বরাদ্দ সরকারি ভর্তুকি ও করছাড় বাতিল হতে পারে, যা টেসলা দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে আসছিল। মাস্ক এই বিলের তীব্র সমালোচনা করেনড়এবং সেখান থেকেই ফের জ্বলে ওঠে পুরনো দ্বন্দ্ব।

মাত্র কয়েকদিন আগেও যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যক্তিগত আতিথেয়তায় রাজকীয় ভোজে অংশ নিয়েছিলেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও টেসলার প্রধান নির্বাহী ইলন মাস্ক। ফ্লোরিডার মার-এ-লাগোতে এক ডাইনিং টেবিলে বসে তারা আলোচনা করেছেন রাজনীতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত। মাস্ক তখন ছিলেন ট্রাম্পের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মানুষদের একজনড়সরকারি ব্যয় কমানোর লক্ষ্য নিয়ে গঠিত বিশেষ টাস্কফোর্স 'ডিওজিই'-এর নেতৃত্বেও ছিলেন তিনি। তবে সময় বেশি দিন সহনশীল থাকেনি। হঠাৎ করেই বন্ধুত্বে দেখা দিয়েছে ফাটল, আর এখন তা রূপ নিয়েছে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে।

বন্ধুত্ব আর আস্থার জায়গা ছেড়ে এখন তারা মুখোমুখি দুই শিবিরে।

দ্বন্দ্ব কেবল রাজনীতি নয়, জড়িয়ে পড়ছে ব্যবসা, ব্যক্তিত্ব, এমনকি সামাজিক মাধ্যমে চরম বাকবিতণ্ডায়। কেউ কাউকে ছাড় দিচ্ছেন নাড়আর এই টানাপড়েনে ঝুঁকির মুখে পড়েছে মাস্কের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ও ট্রাম্পের রাজনৈতিক কৌশল দুই-ই।

গত সোমবার মাস্ক ফের ট্রাম্পের ট্যাক্স-কাট ও ব্যয়ের বিলের সমালোচনা করেন। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, 'ও (ইলন মাস্ক) তার ইভি (ইলেকট্রিক ভেহিকল) ম্যান্ডেট হারাতে যাচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ। কিন্তু ও আরো অনেক কিছু হারাতে পারে।

ইলন মাস্ক অতীতে সরকারি ভর্তুকি তুলে দেওয়ার পক্ষে মত দিলেও, বাস্তবে তার কম্পানি টেসলা এ ধরনের সুবিধা থেকে বহু বছর ধরে লাভবান হয়েছে। ৭ হাজার ৫০০ ডলার মূল্যের *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধানকে পদত্যাগ করতে বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (ফেডারেল রিজার্ভ) প্রধান জেরোম পাওয়েলকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লিখেছেন, বেশ দেরি হয়ে গেছে। তার (জেরোম) এখনই পদত্যাগ করা উচিত।

পোস্টে তিনি একটি সংবাদ প্রতিবেদনের লিংকও শেয়ার করেন যেখানে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি আবাসন নিয়ন্ত্রক সংস্থা দাবি করেছে পাওয়েলের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া উচিত, কারণ তিনি ফেডারেল রিজার্ভের ওয়াশিংটন সদরদপ্তরের সংস্কার কাজ নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছেন।

ট্রাম্প তার প্রথম *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইউএসএআইডি বন্ধ করায় ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করলেন ওবামা ও বুশ

পরিচয় ডেস্ক : ইউএসএআইডি বন্ধের জন্য মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও জর্জ ডব্লিউ বুশ প্রকাশ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের

সমালোচনা করেছেন। এটিকে তারা একটি ভয়াবহ বিপর্যয় বলে উল্লেখ করেছেন।

একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসনের এ সিদ্ধান্তের ফলে আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি ৪০ লাখের বেশি মানুষ ঝুঁকিতে পড়তে পারে। *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের মানবিক সহায়তা কমানোর সিদ্ধান্তে ৫ বছরে প্রায় দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুর ঝুঁকিতে জানালো ল্যানসেট

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশে মানবিক সহায়তার জন্য মার্কিন তহবিলের বেশিরভাগ অংশ কমাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। দ্য ল্যানসেট মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এমন তথ্য সামনে এসেছে।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই পদক্ষেপের ফলে অকাল মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকাদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই শিশু। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও গত মার্চে জানিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, ইউএসএআইডি'র *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’ এ ট্রাম্পের স্বাক্ষর, সঙ্কটের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের নিম্ন মধ্যবিত্ত

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস প্রায় ২৯ ঘণ্টার দীর্ঘ বিতর্কের পর ট্রাম্পের সেই তথাকথিত ‘ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল’ পাস করেছে। বিশাল কর ছাড় ও ব্যয় প্যাকেজের এই বিল যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এজেন্ডার একটি মূল স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ বৃহস্পতিবার ২১৮-২১৪ ভোটে বিলটির পক্ষে রায় দেয়।

হাউসের সব ২১২ জন ডেমোক্র্যাট সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেন কেনটাকির রিপাবলিকান প্রতিনিধি থমাস ম্যাসি এবং পেনসিলভানিয়ার ব্রায়ান ফিটজপ্যাট্রিক, যারা নিজেদের দলের অবস্থান থেকে সরে এসে বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেন।

বিলটি পাস হওয়ার পর প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ও রিপাবলিকান নেতা মাইক জনসন তার দলের সহকর্মীদের প্রশংসা করেন। শুরু থেকেই কর সংস্কার ও অভিবাসন সংক্রান্ত এই বিলটি নিয়ে আপত্তি ছিল দেশটির বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টির। ট্রাম্পের নিজের দল রিপাবলিকান পার্টির কেউ কেউও বিলটির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। তবে ভোটের ফল বলছে, চার ভোটের ব্যবধানে বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আদায় করেছে। অবশ্য, বর্তমানে মার্কিন আইনসভার দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ট্রাম্পের দল। বিলটি হাউসে পাশ হওয়ার পরে উচ্ছ্বাস গোপন করেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘সবচেয়ে বড় বিলে সই করতে চলেছি। এটা দেশকে রকেট গতির উন্নতিতে পৌঁছে দেবে। দারুণ ব্যাপার হতে চলেছে।’

৪ঠা জুলাই শুক্রবার ভোরে তাতে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ঘটনাচক্রে, এ দিনটাই যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস। ট্রাম্প ইতিমধ্যে তার দলের আইনপ্রণেতাদের ৪ জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের আগেই বিলটি পাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিলটিতে যেমন কর সংস্কারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তেমনই প্রতিরক্ষা খাতে, বিশেষ করে অবৈধ অভিবাসী হটানোর কাজে বড় অঙ্কের টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। বিল পাশ হওয়ার পর ট্রাম্প নিজেও দাবি করেছেন, আমেরিকার সুরক্ষার জন্য এটা বড় পদক্ষেপ। বিলে নিম্ন আয়ের ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ফেডারেল স্বাস্থ্যবিমা কর্মসূচি থেকে বিপুল অর্থ ছাঁটাইয়ের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যেই বিলটি নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে আমেরিকাজুড়ে। নতুন আইন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের সীমা অর্থাৎ ফেডারেল সরকার যতটুকু ঋণ নিতে পারবেড় তা ৫ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়ানো হবে। এছাড়া বিলটি অভিবাসন নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে কয়েক দশক বিলিয়ন ডলার ব্যয় বরাদ্দ করেছে এবং ২০১৭ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে গৃহীত কর ছাড় স্থায়ীভাবে কার্যকর করবে। এই ব্যয়ের অর্থ জোগাতে বিলটি নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য বীমা কর্মসূচি মেডিকএইড এবং ফুড স্ট্যাম্প নামে পরিচিত নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি এসএনএপিএর মতো সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে কাটছাঁট করবে। অরাজনৈতিক কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের হিসাব অনুযায়ী, নতুন এই বিলের ফলে আগামী ১০ বছরে আরও ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ স্বাস্থ্যবিমা থেকে বঞ্চিত হবেন। তারা আরও পূর্বাভাস দিয়েছে এ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি প্রায় ৩.৩ ট্রিলিয়ন ডলার বাড়বে। ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা বিলটিকে দরিদ্রদের সম্পদ ধনী মানুষের কাছে হস্তান্তর করার উদ্যোগ বলে সমালোচনা করেছেন, কারণ এই করছাড় মূলত উচ্চ আয়ের মানুষদের বেশি উপকার করবে। অন্যদিকে ট্রাম্পসহ রিপাবলিকান সমর্থকরা বলছেন, এই বিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে এবং মেডিকএইডের মতো কর্মসূচিতে অপচয় ও জালিয়াতি কমাবে। কী আছে বিলে? দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে নেমে নির্বাচনি প্রচারে বারবার এই বিলের কথা বলেছেন ট্রাম্প। জানিয়েছেন, ক্ষমতায় এলেই তিনি এই বিল বাস্তবায়ন করবেন। অবশেষে পাস হলো সেই বিল। স্বাস্থ্য বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

কিছু দেশের ওপর ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : মাত্র ৫ দিনের আলটিমেটাম দিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ৯ জুলাইয়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি না হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ওপর ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কারোপ করা হবে। ৪ জুলাই শুক্রবার দ্য ইকোনোমিক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদারদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি ঘোষণা করেন, ৯ জুলাইয়ের মধ্যে নতুন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত না হলে ১ বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

সিনেট নির্বাচনে পুত্রবধূকে প্রার্থী করছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নির্বাচনে নিজের পুত্রবধূ লারা ট্রাম্পকে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছেন ট্রাম্প। সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী সিনেট নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি। বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

অভিবাসন অভিযানে ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস ও পেনসিলভেনিয়ার কৃষিজমিতে শ্রমিক সংকট, মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে ফসল

পরিচয় ডেস্ক : ক্যালিফোর্নিয়ার ভেনচুরা কাউন্টিতে প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ফল ও সবজি উৎপাদিত হয়। এসব ফল-সবজির বেশিরভাগই উৎপাদন ও তোলার কাজ করেন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাসকারী অভিবাসীরা।

এ অঞ্চলের ষষ্ঠ প্রজন্মের কৃষক লিসা টেট বলছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির কঠোর প্রয়োগের অংশ হিসেবে এ মাসের শুরুতে অত্র এলাকার জমিগুলোতে ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এজেন্টদের অভিযানে শ্রমিকরা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। শুধু ক্যালিফোর্নিয়া নয়, বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

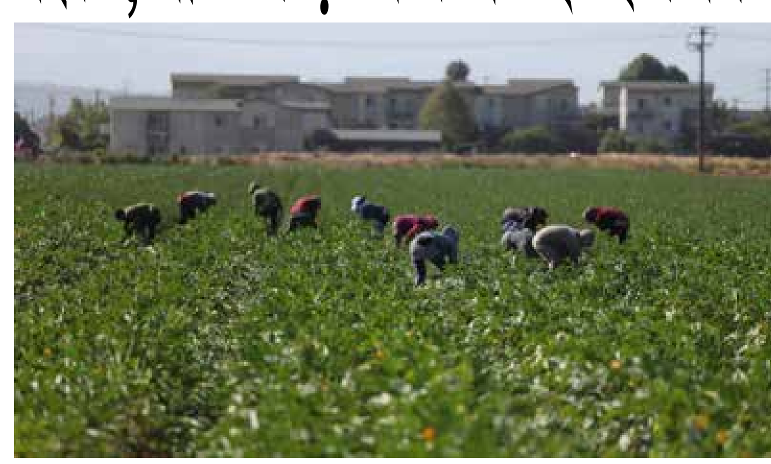

ওভাল অফিস থেকে জাকারবার্গকে ‘বের করে দেওয়া’ নিয়ে বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বাসভবন হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস থেকে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে বলে দাবি করেছে এনবিসি নিউজ।

ঘটনাটি ঘটেছে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বৈঠকের সময়। এনবিসি নিউজের বরাত দিয়ে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, ট্রাম্প যখন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে এয়ার ফোর্সের নতুন প্রজন্মের যুদ্ধবিমান প্রকল্প নিয়ে বৈঠক করছিলেন, তখনই জাকারবার্গ সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হন।

এনবিসি নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাকারবার্গ ওই আলোচনার অনুমোদিত সদস্য ছিলেন না। সেই সঙ্গে তার কাছে যথাযথ নিরাপত্তা ছাড়পত্র না থাকায় তাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কর্মকর্তারা এ সময় তার উপস্থিতিতে ‘উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত’ হয়ে পড়েন। একজন কর্মকর্তা এই ঘটনাকে ‘বিজেয়ার ওয়ার্ল্ড’ এর সঙ্গে তুলনা বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

প্রবাসী বাংলাদেশীদের সুবিধা দিয়ে ব্যাগেজ রুলস সংশোধন করলো এনবিআর

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসীদের সুবিধার্থে ব্যাগেজ রুলসে পরিবর্তন এনেছে অন্তর্বর্তী সরকার। ২ জুন ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হয়। ওইদিন নতুন ব্যাগেজ রুলস ও উপস্থাপন করা হয়। তবে ১ মাস পর আবার ব্যাগেজ রুলসে পরিবর্তন আনা হলো।

বুধবার (২ জুলাই) এক বিজ্ঞপ্তিতে এনবিআর জানায়, বিভিন্ন অংশীজন এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্যাগেজ সুবিধা বৃদ্ধিসহ কতিপয় বিষয় এসআরও এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়।

বর্শেষ সংশোধনসহ সার্বিক বিবেচনায় নতুন ব্যাগেজ রুলস এর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো আনা হয়েছে সেগুলো হল- বিদ্যমান ব্যবস্থায় শুল্ক পরিশোধ করে একজন যাত্রী একটি নতুন মোবাইলফোন আনতে পারেন। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় একজন ভ্রমণকারী যাত্রী শুল্ক পরিশোধ না করে প্রতি বছরে একবার একটি নতুন মোবাইল ফোন আনতে পারবেন। তবে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক ইস্যুকৃত বিএমইটি

কার্ডধারী এবং ন্যূনতম ৬ মাস বিদেশে অবস্থান করেছেন এমন প্রবাসী বাংলাদেশি কোনো শুল্ক-কর না দিয়ে বছরে ২টি নতুন মোবাইলফোন আনতে পারবেন।

নতুন ব্যবস্থায়, কোনোরূপ শুল্ক-কর পরিশোধ না করে একজন যাত্রী কোনো পঞ্জিকা বছরে একবার ভ্রমণে অথবা কয়েকবার ভ্রমণে সর্বমোট ১০০ গ্রাম ওজনের স্বর্ণালংকার বা ২০০ শত গ্রাম ওজনের রৌপ্যের অলংকার আনতে পারবেন।

নতুন ব্যবস্থায় তোলা প্রতি ৫ হাজার টাকা শুল্ক-কর পরিশোধ করে একজন যাত্রী কোনো পঞ্জিকা বছরে একবার ১০ তোলা ওজনের একটি স্বর্ণবার আনতে পারবেন।

বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রী অনলাইনে ব্যাগেজ ঘোষণা ফরম জমা প্রদান করতে পারবেন। তবে ব্যাগেজ সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে কাস্টমস হল বা কাস্টমস এলাকা ত্যাগ করার পূর্বেই ব্যাগেজ ঘোষণা প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

দেড় কোটি প্রবাসীর ভোটাধিকার নিশ্চিতে ৫ দাবি

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা দেড় কোটি প্রবাসীর ভোটাধিকার নিশ্চিতে পাঁচ দাবি জানিয়েছে প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ, ইউকে।

শুক্রবার (৪ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ব্যারিস্টার নাজির আহমদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আমার দেশ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আবদাল আহমদ, ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মুজাক্কির হোসেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ, ইউকের দাবিগুলো হলো- আগামী সংসদ নির্বাচনে সব প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা, প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের দৃশ্যমান তৎপরতা, ভোটার তালিকা প্রস্তুতির কাজ শিগগিরই শুরু করা। প্রবাসীদের এনআইডি কার্ড প্রদানের পর ভোটার তালিকা প্রস্তুত করতে গেলে আগামী নির্বাচনে *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

দেড় বছরে ১ লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে

পরিচয় ডেস্ক : জেনেভায় জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত তারেক মো. আরিফুল ইসলাম বলেছেন, রাখাইনে রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছা, নিরাপদ, সম্মানজনক ও টেকসই প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য বাংলাদেশ সব পক্ষের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। রাখাইনে রোহিঙ্গাদের অধিকার ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা ও তাদের প্রত্যাবাসনের জন্য দ্রুত একটি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দায়িত্ব।

জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের চলমান ৫৯তম অধিবেশনে ওআইসির উদ্যোগে উত্থাপিত 'মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক রেজ্যুলেশন গৃহীত হওয়ার প্রাক্কালে মানবাধিকার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার, শীর্ষে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এখন ৬-এ

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশে ভ্রমণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের খরচের ধরনে পরিবর্তন আসছে। গত কয়েক মাস দেশের ভেতরে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের হার কমেছে। অন্যদিকে, দেশের বাহিরে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে খরচ কিছুটা বেড়েছে। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারতে এই খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

একসময় বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড খরচের তালিকায় শীর্ষে ছিল ভারত, এখন সেই অবস্থান থেকে ছিটকে গিয়ে দেশটি ৬ নম্বরে নেমে এসেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর রয়েছে থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর। পর্যটন, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ নানা কারণে এসব দেশে খরচের প্রবণতা বেড়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈদেশিক ভ্রমণের বিধিনিষেধ এবং ভারতে চিকিৎসা ও কেনাকাটার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় এই পরিবর্তন ঘটছে।

ক্রেডিট কার্ডে দেশে-বিদেশে লেনদেন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের এপ্রিলের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৬২টি তফসিলি ব্যাংক ও ৩৫টি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ও মাত্র একটি এনবিএফআই গ্রাহকদের জন্য ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদান করে থাকে। যাদের তথ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ দেশের ক্রেডিট কার্ডের প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশে বাংলাদেশের *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

এবার চাকরি হারালেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী তাবাসসুম উর্মি

পরিচয় ডেস্ক : অসদাচরণের অভিযোগে করা মামলায় লালমনিরহাট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সাবেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (বর্তমানে ওএসডি সহকারী সচিব, সাময়িক বরখাস্ত হওয়া) তাপসী তাবাসসুম উর্মিকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

বুধবার (২ জুলাই) বিভাগীয় মামলায় *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আইনের শাসন না থাকায় গণপিটুনি, মব তৈরি বাড়ছে

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে ছয়দিনে গণপিটুনিতে ছয়জন নিহত হয়েছেন। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে পরবর্তী ১০ মাসে গণপিটুনিতে নিহতের সংখ্যা ১৪৩ জন বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি বা এইচআরএসএস।

গণপিটুনির সবশেষ ঘটনা ঘটে বৃহস্পতিবার। কুমিল্লার মুরাদনগরে একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে রোববার গাজীপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে কারখানায় এক শ্রমিককে রশি দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। আর শনিবার রাজধানীর দারুস সালাম এলাকায় দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএসএস এর হিসেব বলছে, ২০১৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে গণপিটুনির ১০০৯টি ঘটনায় কমপক্ষে ৮১৬ জন নিহত হয়েছেন। তবে প্রকৃত গণপিটুনির ঘটনা ও নিহত-আহতের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি

জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের-র রিপোর্ট

হতে পারে বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি। গত ১০ বছরের মধ্যে ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান ‘সবচেয়ে ভীতিকর’ বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

গণপিটুনির ঘটনাগুলোর মধ্যে কতগুলো ঘটনার বিচার হয়েছে জানতে চাইলে মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘যতদূর মনে পড়ে শুধুমাত্র বাড্ডার রেনু বেগমের মামলাটির বিচার হয়েছে। এছাড়া এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ঘটনার বিচার হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না’’

বাড্ডায় যা হয়েছিল

২০১৯ সালের ২০ জুলাই ঢাকার বাড্ডায় স্কুল প্রাঙ্গণে ‘ছেলেধরা’ গুজবে তাসলিমা বেগম ওরফে রেনু নামে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন উত্তর-পূর্ব বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাসলিমা তার চার বছরের মেয়েকে ভর্তি করানোর বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত কয়েকজন নারী তাকে ‘ছেলেধরা’ সন্দেহ করেন। *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

‘মব ভায়োলেন্স এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি’ হলে কঠোর পদক্ষেপ নেবে সেনাবাহিনী

পরিচয় ডেস্ক : ভবিষ্যতে জানমালের ক্ষতিসাধন, মব ভায়োলেন্স এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করতে পারে, এমন কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে সেনা সদরদপ্তর।

বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) ঢাকা সেনানিবাসের অফিসার্স মেসে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে মিলিটারি অপারেশনস ডিরেক্টরেটের কর্নেল স্টাফ, কর্নেল মো. শফিকুল ইসলাম এ কথা বলেন।

‘মব ভায়োলেন্স’ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জাবাবে তিনি বলেন, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে হেনস্তা করার ঘটনায় যে ছয় জনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তাদের একজনকে গ্রেপ্তার করে সেনাবাহিনী। এ *বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়*

পাকিস্তানের পর এ বার বাংলাদেশ! চট্টগ্রামে অস্ত্র কারখানা নির্মাণে সক্রিয় তুরস্ক! নিশানায় কী ভারত?

পরিচয় ডেস্ক : ঢাকা-আঙ্কারা সামরিক সখ্যের সূচনা হয়েছিল শেখ হাসিনার জমানাতেই। এর্ডোগানের দেশের থেকে টিআরজি-৩০০ ‘মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম’ কিনেছিল বাংলাদেশ সেনা।

‘অপারেশন সিঁদুর’-পরবর্তী সংঘাতের সময় ভারতের বিরুদ্ধে ঢালাও ব্যবহার করেছিল পাক সেনা। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তায়িপ এর্ডোগানের সরকার এ বার সেই ‘বেরাক্যটার টিবি-২’ আর সোনগার ড্রোন বাংলাদেশকেও বিক্রি করতে সক্রিয় হয়েছে। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সমঝোতা চূড়ান্ত করতে আগামী মঙ্গলবার বাংলাদেশে যাচ্ছে তুরস্কের বিশেষ প্রতিনিধিদল।

ঢাকা-আঙ্কারা সামরিক সখ্যের সূচনা হয়েছিল শেখ হাসিনার জমানাতেই। এর্ডোগানের দেশের থেকে টিআরজি-৩০০ ‘মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম’ কিনেছিল বাংলাদেশ সেনা। বাংলাদেশ নৌসেনার জন্য তুরস্ক থেকে এআরইএস-১৫০ দ্রুতগতির নৌযান কেনার চুক্তি হয়েছিল। গত বছরের ৫ অগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের পরে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার পাকিস্তানের পাশাপাশি তুরস্কের সঙ্গেও নৈকট্য বাড়িয়েছে। চলতি বছরের গোড়ায় ২৬টি ‘তুলপার লাইট ট্যাঙ্ক’ কেনার বিষয়ে প্রাথমিক সমঝোতাও হয়েছে দু’দেশের।

‘ইকনমিক টাইমস’-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দাবি, এ বার তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প সংস্থার (এসএসবি) প্রধান হালুক গর্গুনের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের আট দিনের বাংলাদেশ সফরে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সই হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এবং তুর্কি প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে প্রতিরক্ষা শিল্প কমপ্লেক্স স্থাপন। ইউনূসের পাশাপাশি সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানের সঙ্গেও হালুকের বৈঠক হওয়ার কথা। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে আসছেন তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পপ্রধান

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আগামী সপ্তাহে ঢাকায় আসছেন তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প সংস্থার প্রধান হালুক গোরগুন। বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের বরাতে দ্যা ইকোনোমিক টাইমস জানিয়েছে, সোমবার (৮ জুলাই) তিনি ঢাকা পৌঁছাবেন।

সফরকালে হালুক গোরগুন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নতুনভাবে দেশ গড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বললেন খালেদা জিয়া

পরিচয় ডেস্ক : বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, দীর্ঘ ১৬ বছর ফ্যাসিস্টরা অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। ছাত্রজনতার সম্মিলিত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদদের পতন ঘটেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে নতুনভাবে গড়বার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (১ জুলাই) রাজধানীর চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিএনপি কর্তৃক আয়োজিত ‘গণঅভ্যুত্থান ২০২৪ জাতীয় ঐক্য ও গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানাচ্ছি। এই আত্মত্যাগ জাতি আজীবন মনে রাখবে। যারা গুম-খুন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, তাদের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। একইসঙ্গে প্রতিটি পরিবারের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। খালেদা জিয়া আরও বলেন, আমাদের সামনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার যে সুযোগ এসেছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবীর রিজভী প্রমুখ।

ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের দাম বাড়ছে বললেন এইচঅ্যান্ডএম সিইও

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ পোশাকের ব্র্যান্ড এইচঅ্যান্ডএম গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ড্যানিয়েল আরভেয়ার জানিয়েছেন, আমদানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। এতে করে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের দাম বাড়ছে। দ্য গার্ডিয়ান।

ড্যানিয়েল আরভেয়ার বলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যুক্তরাষ্ট্রে কিছু প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে দাম বাড়ানো শুরু করেছে। কেউ আগ্রাসীভাবে দাম বাড়াচ্ছে; আবার কেউ ধীরে এগোচ্ছে। ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক পুরোপুরি কার্যকর হওয়ার পর বাজার পরিস্থিতি কীভাবে পরিবর্তিত হবে তা এখনো অনিশ্চিত বলে জানান আরভেয়ার। তিনি বলেন, 'পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন একাধিকবার নিয়ম পরিবর্তন করেছে। তারপরও এইচঅ্যান্ডএম পণ্যের দাম, ফ্যাশনের আধুনিকতা ও টেকসই পরিবেশবান্ধব পণ্যের ক্ষেত্রে খুব প্রতিযোগিতামূলক থাকতে চেষ্টা করছে।'

সুইডিশ ব্র্যান্ডটির সিইও আরও জানান, প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন, শুল্ক ও অন্যান্য খরচ বাড়লেও পণ্যের দাম কম রাখার চাপ রয়েছে। তিনি বলেন, 'বৈশ্বিক অস্থিরতা ও পরিবারের বাড়তি ব্যয়ের কারণে মানুষ খুব হিসাব করে টাকা খরচ করছে। গ্রাহকেরা এখন দামের ব্যাপারে খুব সংবেদনশীল।'

এইচঅ্যান্ডএম জানিয়েছে, আগামী মাসগুলোতে তারা গত বছরের তুলনায় আরও বেশি মূল্যছাড় বা ডিসকাউন্ট দিতে পারে। কারণ, অনিশ্চয়তায় থাকা ক্রেতারা যেন কেনাকাটা করতে আগ্রহী হয়, সে জন্য অনেক ব্র্যান্ড এখন দাম কমিয়ে দিচ্ছে। চলতি বছরের (২০২৫ সাল) মধ্যে নিজেদের ৪ হাজার ২০০টি রিটেইল স্টোরের মধ্যে ২০০টি বন্ধ করবে বলে জানিয়েছে এইচঅ্যান্ডএম। তবে একই সময়ে ৮০টি নতুন স্টোর খোলার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা কর্মীদের বেতন বাবদ খরচ সামাল দিতে এইচঅ্যান্ডএম দোকানগুলোতে *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

রেকর্ড রেমিটেন্সে শেষ হলো বাংলাদেশের অর্থবছর, প্রথমবারের মতো আয় ছাড়াল ৩০ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রবাসী আয় (রেমিটেন্স) ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। সদ্য শেষ হওয়া ২০২৪২৫ অর্থবছরে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৩০ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান গত ১ জুলাই মঙ্গলবার সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

এর আগে এক *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

বিদেশে বিনিয়োগের অনুমোদন পেয়েছে বাংলাদেশের তিন প্রতিষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের বাইরে ২১ লাখ ডলার বিনিয়োগ নিয়ে বাংলাদেশের তিন প্রতিষ্ঠানকে পাঁচটি কোম্পানি গঠনের অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেবা ও বিপণনের ক্ষেত্রে বাজার সুবিধা পেতেই তারা দেশের বাইরে মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে কোম্পানি গঠন করবে। কোম্পানিগুলোকে রপ্তানিকারকের সংরক্ষিত কোটা (ইআরকিউ) হিসাব থেকে বিনিয়োগ করতে হবে। সম্প্রতি গভর্নরের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে অনুষ্ঠিত সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এ নিয়ে বাংলাদেশি ২৫ প্রতিষ্ঠান বিদেশে ৩৫টি কোম্পানি গঠনে বিনিয়োগের অনুমতি পেল।

সংশ্লিষ্টরা জানান, বিদেশে কোম্পানি খোলার অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস সংযুক্ত আরব আমিরাতে কোম্পানি খুলবে, যার নাম হবে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ইউএই লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি ইআরকিউ থেকে ১০ লাখ ডলার বিনিয়োগ নেবে। করিম টেক্সটাইল নামের একটি কোম্পানি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ নিয়ে করিম রিসোর্সেস ইউএই গঠন করবে। এ ছাড়া সফটওয়্যার খাতের কোম্পানি ব্রেইন স্টেশন-২৩ লিমিটেড বিদেশে তিনটি কোম্পানি গঠনের অনুমোদন পেয়েছে। প্রতিটি দেশে তারা বিনিয়োগ করবে ২ লাখ ডলার করে। মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও নেদারল্যান্ডসে কোম্পানি গঠন করবে।

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে বিনিয়োগ কঠোরভাবে *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

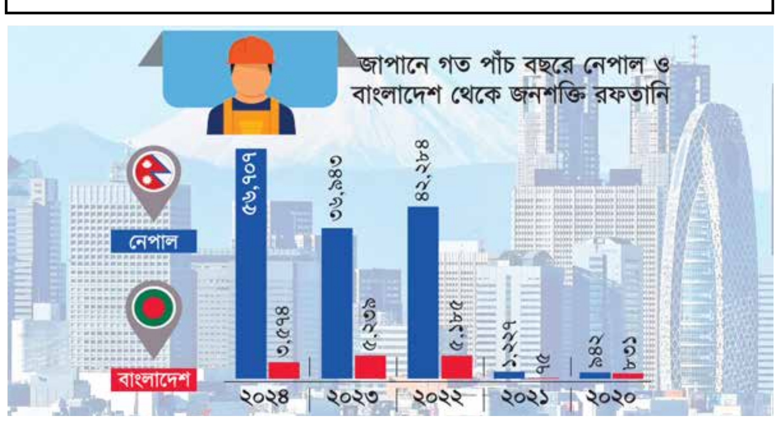

জাপানের শ্রমবাজারে নেপাল থেকে গেছে অর্ধলাখ, বাংলাদেশের মাত্র সাড়ে তিন হাজার কর্মী

মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে জনশক্তি রফতানিতে সম্ভাবনাময় গন্তব্যের নাম জাপান। সামনের ১৫ বছরে দেশটিতে এক কোটির বেশি কর্মী প্রয়োজন। কৃষিকাজ, নির্মাণ খাত, কেয়ার গিভার, অটোমোবাইল, শিপিংসহ ১৬ ক্যাটাগরিতে জাপানে জনশক্তি রফতানির সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশ উল্লেখ করার মতো কর্মী পাঠাতে পারছে না। অন্যদিকে নেপাল, ভিয়েতনাম ও মিয়ানমার থেকে প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক শ্রমিক যাচ্ছে দেশটিতে। সংখ্যাটি বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ। ভাষা না জানা ও সংশ্লিষ্ট কাজে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে দেশটিতে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

গত ২রা জুলাই বুধবার *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

টাকা ছাপিয়ে ১২ ব্যাংককে ৫২ হাজার কোটি টাকা ঋণ দিলো বাংলাদেশ ব্যাংক

কঠোর মুদ্রানীতি বজায় রাখার পরও বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন মুদ্রা ছাপিয়ে আর্থিকভাবে দুর্বল ১২টি ব্যাংকে সাড়ে ৫২ হাজার কোটি টাকার সহায়তা সরবরাহ করেছে।

গত শনিবার (২৮ জুন) প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুসারে, এই উল্লেখযোগ্য আর্থিক সহায়তা ব্যাংকিং খাতকে স্থিতিশীল করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ভঙ্গুর প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা, একীভূত করার পরিকল্পনা করছে সরকার।

গ্রাহকদের আমানত পরিশোধের সুবিধার্থে ১০টি ব্যাংককে "ডিমান্ড লোণ" হিসেবে ৩৩ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৯টি ব্যাংকের চলতি হিসাবের ঘাটতিতে থাকা ১৯ হাজার কোটি টাকাও রূপান্তর করা হয়েছে ডিমান্ড লোনে।

সহায়তা পাওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে রয়েছে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক (এসআইবিএল), ন্যাশনাল ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, এবি ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স *বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

ইউক্রেনে যুদ্ধাস্ত্রের চালান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

যুদ্ধ থামাতে পুতিনের আগ্রহ নেই-ফোনালাপে কোনো অগ্রগতি হয়নি, আমি এতে খুশি নই বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়া-ইউক্রেন সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে কথা বলতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোনকল করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দীর্ঘ সময় ধরে তারা ফোনে কথা বলেছেন; কিন্তু যে উদ্দেশে ট্রাম্প পুতিনকে ফোন করেছিলেনড় সেই সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি ইস্যুর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

ট্রাম্প নিজেই সংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত ৩রা বৃহস্পতিবার পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপের কয়েক ঘণ্টা পর হোয়াইট হাউজে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে ট্রাম্প বলেন, আমি আজ রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে ফোন করেছিলাম। ইরানসহ বিভিন্ন ইস্যুতে দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ফোনে কথা বলেছি এবং আপনারা বুঝতেই পারছেন, আমাদের আলোচনার বিষয়গুলোর মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধবিরতির ইস্যুটিও ছিল। কিন্তু এই ইস্যুতে (ফোনকলে) কোনো অগ্রগতি হয়নি। যুদ্ধ থামাতে পুতিনের আগ্রহ নেই আমি এতে খুশি নই। এই আলাপ ছিল জানুয়ারিতে ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব নেওয়ার পর পুতিনের সঙ্গে তার ষষ্ঠ ফোনালাপ। এটি এমন এক সময় হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন ঘোষণা করেছে তারা ইউক্রেনের জন্য প্রতিশ্রুত কিছু অস্ত্র সরবরাহ, যেমন আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার গোলাবারুদ, সরবরাহ স্থগিত করেছে। এসব সরঞ্জাম আগের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের সময় প্রতিশ্রুত ছিল।

তবে ক্রেমলিনের দাবি অনুযায়ী, ফোনালাপে এই অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের বিষয়টি ওঠেনি। ট্রাম্প শুধুমাত্র যুদ্ধ দ্রুত শেষ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যদিও ব্যক্তিগত বৈঠকের আলোচনা হয়নি, তবে দুই নেতা যোগাযোগ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন।

ইউক্রেনে লক্ষ্য অর্জনে পিছু হটবে না রাশিয়া - পুতিন

এদিকে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ নিয়ে এখন পর্যন্ত নিজে কোনো মন্তব্য করেননি পুতিন; তবে তার সহকারী ও অন্যতম মুখপাত্র ইউরি উশাকভ বলেছেন, তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে সংলাপ চলছেড় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ফোন না ধরলে ট্রাম্প রাগ করতে পারেন হলভর্তি দর্শককে জানালেন পুতিন

পরিচয় ডেস্ক : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার একটি ফোনালাপ নির্ধারিত ছিল। ট্রাম্প

দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরার পর এটাই দুই নেতার মধ্যে ষষ্ঠবারের মতো প্রকাশ্যে কথোপকথন।

ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনকলের আগে পুতিন একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ছিলেন। সেখানে নতুন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলছিল। হঠাৎই অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত দর্শক ও উপস্থাপককে উদ্দেশ করে তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন এবং বলেন, 'আমার এখন ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে হবে। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আমি জানি আমরা আরও কথা বলতে পারতাম, কিন্তু ওকে (ট্রাম্পকে) অপেক্ষা করানোটা বেশ বিব্রতকর, উনি রাগ করে যেতে পারেন।'

পুতিন এই মন্তব্য এমন সময় করেন, যখন ইউক্রেনে সামরিক সহায়তা ও অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। অন্যদিকে রাশিয়া ইউক্রেনজুড়ে হামলা জোরদার করেছে। ইউক্রেনের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আন্দ্রিই সিবিহা জানান, শুধু জুন মাসেই রাশিয়া ৫ হাজারের বেশি ড্রোন এবং শত শত ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮০টি ব্যালিস্টিক মিসাইল।

এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিরও ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। ট্রাম্প নিজেই তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ কথা জানিয়েছিলেন। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

গাজায় এখনো ত্রাণ নিতে গিয়ে মানুষ মারা যাচ্ছেন

পরিচয় ডেস্ক : এক সপ্তাহের সামান্য কয়েকদিন আগের ঘটনা। মাহমুদ কাসিম তার ছেলে খাদেরকে হারিয়েছেন। ১৯ বছর বয়সি খাদের মধ্য গাজায় মার্কিন সমর্থনে চলা গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশনের ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে খাবার সংগ্রহ করতে গেছিলেন।

কাসিম ডিডাব্লিউকে বলেছেন, "ওইদিন রাত ১১টা নাগাদ আমি এবং ওর মা শেষবারের মতো *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইউক্রেনে যুদ্ধাস্ত্রের চালান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : সামরিক ব্যয় এবং বিদেশী দেশগুলিতে আমেরিকান সহায়তা পর্যালোচনার পর ট্রাম্প প্রশাসন ইউক্রেনে বিমান প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র সহ কিছু অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত করছে। হোয়াইট হাউসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সিএনএনকে এ কথা বলেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এরই মধ্যে পর্যালোচনায় স্বাক্ষর করেছেন। তবে অন্যান্য দেশগুলিকে প্রদত্ত সামরিক সহায়তা এতে প্রভাবিত হবে কিনা তা তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়।

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আনা কেলি বলেন, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ইরানের তেল বাণিজ্যের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা দিলো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক : ইরাকি তেলের আড়ালে ইরানি তেল পাচারকারী একটি নেটওয়ার্ক এবং হিজবুল্লাহ-নিয়ন্ত্রিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নতুন করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এটি জানিয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগ জানায়, ইরাকি-ব্রিটিশ নাগরিক সেলিম আহমেদ সাইদের পরিচালিত কোম্পানিগুলোর একটি নেটওয়ার্ক ২০২০ সাল থেকে ইরাকি তেলের আড়ালে বা মিশ্রিত করে কোটি কোটি ডলার মূল্যের ইরানি তেল বিক্রি করে আসছে। একই সঙ্গে ইরানি তেলের গোপন সরবরাহে জড়িত থাকার অভিযোগে বেশ কয়েকটি জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগের দাবি, *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে সিরিয়ার ওপর সব অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

পরিচয় ডেস্ক : সিরিয়ার ওপর প্রায় সব অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার দেশটির নতুন অন্তর্বর্তী নেতা আহমেদ আল-শারা'র সঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এক প্রতিবেদনে গত ১লা জুলাই মঙ্গলবার এ খবর দিয়েছে আরব নিউজ।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেছেন, 'দেশটির স্থিতিশীলতা ও শান্তির পথে যাত্রাকে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

ফোর্থ অব জুলাই: এক অভিবাসীর কণ্ঠে আমেরিকার গান

এইচ বি রিতা

৪ জুলাই, শুক্রবার, যুক্তরাষ্ট্র উদযাপন করল তার ২৪৯তম স্বাধীনতা দিবস। এই দিবস শুধু ক্যালেন্ডারের একটি দিন নয়, বরং একটি জাতির স্বাধীনতার ঘোষণাকে ঘিরে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, আত্মত্যাগ, এবং ন্যায়ের ওপর বিশ্বাস রেখে পথচলার এক অমলিন স্মারক। সেই ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই -যেদিন ইতিহাস নতুন দিকে মোড় নেয়, যখন ১৩টি উপনিবেশ ঘোষণা করে, তারা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন থাকবে না। সেদিন, সেকেন্ড কনটিনেন্টাল কংগ্রেস এই ঘোষণা-পত্রটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। কংগ্রেসের এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পেনসিলভানিয়া স্টেট হাউস-এ, যা পরবর্তীতে ইন্ডিপেন্ডেন্স হল নামে পরিচিত হয় - ঔপনিবেশিক রাজধানী ফিলাডেলফিয়াতে। কংগ্রেসে অংশ নেওয়া এই প্রতিনিধিরাই পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ফাউন্ডিং ফাদার’ নামে পরিচিতি পান। ঘোষণা-পত্রে ব্যাখ্যা করা হয়, কেন তেরটি উপনিবেশ নিজেদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করছে এবং কেন তারা আর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকতে চায় না। এই দলিলটি বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী, বহুল প্রচারিত ও পুনর্মুদ্রিত দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

“All men are created equal” সালের ৪ জুলাই থোমাস জেফারসন কর্তৃক রচিত হয়, যা আজ আমেরিকান গণতন্ত্রের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত।

যদিও, এ বাক্যে বোঝানো হয় যে জন্মসূত্রে কোনো মানুষ কারো চেয়ে উঁচু বা নিচু নয়। প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা, অধিকার, এবং সম্ভাবনা সমানভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত; তবে ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই, যখন কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস থোমাস জেফারসনের খসড়া করা ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে, তারা তখনও “সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি” -এই বাক্যটির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সমতার ঘোষণা দিচ্ছিল না। বরং তারা যা বোঝাতে চেয়েছিল তা হলো -আমেরিকান উপনিবেশগুলো, একটি জাতি হিসেবে, অন্য স্বাধীন জাতিগুলোর মতো আত্মনিয়ন্ত্রণ বা স্বশাসনের সমান অধিকার রাখে। ইতিহাসবিদ জ্যাক রাকোভ বলেন, এই মূল অধিকার থাকার কারণেই আমেরিকানরা প্রত্যেক স্টেটে নতুন সরকার গঠন করতে পারে এবং সম্মিলিতভাবে অন্য জাতির পাশে “সাপারেট অ্যান্ড ইকুয়াল স্টেশন” দাবি করতে পারে।

আমেরিকার বিপ্লব-পরবর্তী যুগেই, “All men are created equal” বাক্যটি একটি শক্তিশালী নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়। তখন এটি শুধু জাতীয় স্বাতন্ত্র্য নয়, ব্যক্তিগত মানবাধিকারের স্বীকৃতি হিসেবেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যেমন-আব্রাহাম লিংকন এই বাক্যটি বারবার উদ্ধৃত করেছেন দাসত্বের বিরুদ্ধে তার ভাষণে।নারী অধিকার আন্দোলন, সিভিল রাইটস মুভমেন্ট, এবং অভিবাসী অধিকার আন্দোলন-প্রত্যেকেই এই বাক্যটিকে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করেছেন।

তবে, ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা যে আদর্শের জন্ম দিয়েছিল, তার বাস্তবায়ন এখনো একটি চলমান প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। এখনও এই দেশে বৈষম্য আছে, এখনও অভিবাসীদের ঘামকে সবাই সমান চোখে দেখে না, এখনও কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি অন্যায় থেমে যায়নি।

আবার একথাও সত্য যে, এই দেশের সংবিধান এবং এর জনমানুষ আজও সুযোগ দেয় লড়াই করার, পরিবর্তন আনার। আজও একজন মানুষ আদালতে গিয়ে বলতে পারেন, “আমার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে।” আজও কেউ রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেন, “Black Lives Matter।” এই শক্তিই যুক্তরাষ্ট্রের আত্মা।

একটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস দীর্ঘ ও গৌরবময়। ৪ জুলাই আজ আর শুধুমাত্র ইতিহাসের স্মরণের দিন নয়, বরং সমগ্র জাতিকে উৎসাহিত করে নতুন করে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তোলে। প্রতিটি বাড়িতে উড়ে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা, ছাদে জ্বলজ্বল করে বারবিকিউয়ের ধোঁয়া, শহরজুড়ে হয় আনন্দঘন প্যারেড, সন্ধ্যায় আকাশ আলোড়িত হয় রঙিন আতশবাজিতে-এসবের মধ্যেই প্রতিধ্বনিত হয় সেই প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সুর।

এই দিনটি আমাদের নাগরিক চেতনাকে আরো একবার সতর্ক করে দেয়-স্বাধীনতা কখনোই বিনামূল্যে আসে না। এর প্রতিশ্রুতি পূরণে লুকিয়ে থাকে সংগ্রাম, অবিচল আত্মত্যাগ, অটল বিশ্বাস আর সাহসী নেতৃত্বের গল্প। আমি যখন এই দেশে এসেছিলাম, তখন সঙ্গে ছিল শুধু দুইটা স্যুটকেস, তাতে কিছু কাপড়, কিছু বই, কিছু স্বপ্ন আর অনেকটা অনিশ্চয়তা। যুক্তরাষ্ট্র আমাকে শুধু বসবাসের অনুমতি দেয়নি, দিয়েছে চিন্তা করার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার, নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ এবং আমার শ্রমের মর্যাদা।

ধীরে ধীরে এই দেশের প্রতিটি মূল্যবোধ আমার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে-চাকরির মধ্য দিয়ে, রাস্তায় হাঁটার সময়, লাইব্রেরির নীরবতার মাঝে, নির্বাচনে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে কিংবা প্রতিবাদে অংশ নিয়ে।

এই দেশ আমাকে দিয়েছে যথেষ্ট সুযোগ। আমি শিক্ষক হতে পেরেছি, কমিউনিটি কাজ করতে পেরেছি, আমার কণ্ঠস্বরকে নাগরিক পরিসরে যুক্ত করতে পেরেছি। আমি বুঝেছি-এই দেশের নাগরিকত্ব মানে শুধু পাসপোর্ট নয়, বরং এটা একটা প্রতিশ্রুতি।

প্রতিবার যখন জাতীয় সংগীত বাজে, যখন কেউ বলে “land of the free and home of the brave,” তখন আমি কেবল শুনি না, আমি অনুভব করি। আমার নিজের জীবনের গল্পও যেন মিলিয়ে যায় সেই সংগীতের ছন্দে। এই সংক্ষিপ্ত অথচ শক্তিশালী পঙ্‌ক্তিটি আমাকে ভাবায়, “স্বাধীনতার দেশ” মানে শুধু আইন বা সংবিধানের গোপন নিয়ম নয়; এটি মানুষের মনের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতা, নিজেই সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার, আর ভুল থেকে শিখে আরও দৃঢ় হওয়ার স্বাধীনতা। সেই মানসে, প্রতিটি ব্যর্থতা বা সংকটই হয়ে ওঠে নতুন সম্ভাবনার সূচনা-এটাই তো স্বাধীনতার আসল সুর। তারপর “বীরদের আবাস” যখন মাথায় ঘুরে, ভাবি-সাহস শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ার দোলা নয়; সাহস হলো অন্যের পাশে দাঁড়ানোর মানসিক দৃঢ়তা, অসম্মান্য পরিস্থিতিতেও মানবিকতা হারিয়ে না ফেলার ক্ষমতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে প্রতিবাদ করার দৃঢ়তা -এসবই আজকের “home of the brave”এর বাস্তব ছবি। এই দুই ধারণা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আমাকে মনে করায়, স্বাধীনতা যদি আমাদের থাকে, তবে সেই স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্বও আমাদের কাঁধে। আর সাহস যদি সবার মধ্যে উদ্ভূত হয়, তবে সেই সাহস আমাদেরকে সবথেকে দুর্বলদের জন্য লড়াই করতে উৎসাহিত করবে।

আজ আমি দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞ সেইসব মানুষের প্রতি-যাঁরা ২৪৯ বছর আগে তাদের জীবন ও স্বপ্ন উৎসর্গ করেছিলেন একটি নতুন জাতির জন্য। কৃতজ্ঞ আমি এই দেশের সেই শিক্ষক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, বাসচালক, শ্রমিক-যারা প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তুলছেন। কৃতজ্ঞ সেই প্রবাসী মা-বাবার প্রতি, যারা নিজের জন্য কিছু না করে সন্তানকে এদেশের সম্পদের একাংশ হতে বহুকিছু ত্যাগ করেছেন। কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা ঘাম ঝরিয়ে উপার্জন করে নিজেকে কষ্টে বা সীমিত সুখ আনন্দে রেখে দেশের পরিবারে টাকা পাঠান। কৃতজ্ঞ সেই কৃষ্ণাঙ্গ নারীর প্রতি, যিনি ভোটাধিকারের জন্য জীবন দিয়েছিলেন। কৃতক্ষ তাদের প্রতি যারা এদেশে উপার্জন করে নিজ জন্মভূমির মানবতা রক্ষায় দুস্থদের পাশে দাঁড়ান। কৃতজ্ঞ আমি আমেরিকার প্রতি কারণ-এই দেশ আমাকে, একজন বহিরাগতকে, ভালোবাসতে এবং মত প্রকাশ করতে শিখিয়েছে।

সবশেষে আমেরিকার এই দিনে একটি কবিতা

“অম্লান স্বাধীনতার সঙ্গীত”

স্বাধীনতার সেই ভোরের কর্ণমধুর ঢেউ
বয়ে আনে অতল রাখতে লুকোনো কথা
লাল, সাদা, নীলের সুরে অম্লান স্মৃতি
ফুটে ওঠে মিটলেস চাঁদের হাসিতে।
আমি দেখি, হাওয়ার গহ্বরে বাঁধা গান
ঝলসে ওঠে পুরনো দিনের কালো কণার আলো;
প্রতিটি ফোঁটা শিশিরে লেখা প্রত্যাশা
ব্যথা-অস্তিত্বের খসে যাওয়া গহ্বর উজাড় করে।
বয়ে চলে দিগন্ত জুড়ে সুবোধ স্বপ্নের বাঁধ
তার উপর দোলা দেয় হৃদয়ের দুপুর-দেখা বিষণ্নতা;
স্বাধীনতা কেবল পাথরে খোদিত বাক্য নয়
এটি হাওয়ার সাথে গেঁথে থাকা অমোঘ উন্মাদনা।
বিকেলের ক্ষণে তিমির নাম ঘোষণা করে
শহরের শিরে দজলিত শিকড়গুলো জেগে ওঠে,
প্রতিটি ধ্বনিতে শুনি শত সংকটের দেহহীন কথা
অমনিতৃপ্ত, অম্লান, অম্লান -ঐতিহাসিক স্বরাবলী।
রাত যখন দোল খায় নীরবতার সাগরে আকাশে উড়ে পতাকা
আমার অন্তস্তল স্পন্দিত করে;
সেভেনটি-সিক্সের গর্জন, বস্টনের চায়ের আগুন
গেটিসবার্গের শপথ
তীদের ছায়ায় আমি বাঁচি, হারাই, ফিরে পাই
বহু পথের ক্লান্ত শিরা..
এই দিন -৪ জুলাই -স্মরন করিয়ে দেয়
সত্যের মৃদু কণ্ঠ, ধ্রুবতারার শেষ দীপ্তি।

আমি দাঁড়াই এই ক্রমবর্ধমান ইতিহাসের শীর্ষে
হৃদয়ের অনুভবে বাঁধা অমোঘ প্রতিজ্ঞা নিয়ে;
যেখানে নির্ঝঞ্ঝাট স্বপ্নের পাতায় লেখা আছে
আরেকটি বেগুনি সকাল-নতুন কিছু জন্মলগ্ন।

নিউ ইয়র্ক, জুলাই ২০২৫

মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
Munshigonj Bikrampur Association, Inc.

মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহন করবেন
প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

বার্ষিক বনভোজন ২০২৫

তারিখঃ ০৬ জুলাই, রবিবার ২০২৫

স্থানঃ Glen Island, Pavilion-3
1 Weyman Ave, New Rochelle, NY 10805

উদ্বোধকঃ মোহাম্মদ আকতার হোসেন- ফার্মাসিষ্ট ও সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি
প্রধান অতিথিঃ এম এ আজিজ- সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ও প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, ইউর ড্রিম হোম কেয়ার
প্রধান বক্তাঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোঃ রুহুল আমিন
বিশেষ অতিথিঃ এম এ সিদ্দিক পল্লব- সাবেক সভাপতি, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
বিশেষ অতিথিঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আলী ইমাম সিকদার- সাবেক সভাপতি, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক
বিশেষ অতিথিঃ আব্দুর রহিম হাওলাদার- সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
বিশেষ অতিথিঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী- সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
বিশেষ অতিথিঃ আলাউদ্দিন বুলু- সাবেক ছাত্রনেতা
বিশেষ অতিথিঃ মোস্তাক আহাম্মেদ (নিউটন)-ডিএইস কেয়ার, গাইডেন্স রিয়েলটি হোমস
বিশেষ অতিথিঃ কাজী সেলিম খান- কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
বিশেষ অতিথিঃ রাজিব আহমেদ- ইন্সুরেন্স ব্রোকার, মেগা ইন্সুরেন্স ব্রকারেজ

চাঁদার হার ঃ
একক ঃ ৫০ ডলার
পরিবার ঃ ১৫০ ডলার
১২ বৎসরের উর্দ্ধে ঃ ৩০ ডলার

Media Partner: MUNSHIGANJ TV

সুধী,
আগামী ০৬ জুলাই, রবিবার ২০২৫, মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন নিউইয়র্ক এর **Glen Island, Pavilion-3** এ ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ-শ্যামল মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
উক্ত বনভোজনে আপনি ও আপনারা স্ববান্ধবে আমন্ত্রিত।

বিশেষ আকর্ষণ র‍্যাফেল ড্র

১. স্বর্ণের গহনা সেট
২. নিউইয়র্ক- ঢাকা রিটার্ন টিকেট
৩. আই ফোন
৪. প্লাজমা টিভি
৫. ল্যাপটপ
৬. আইপ্যাড
৭. ৪২" টিভি সহ
সর্বমোট ১৫টি আকর্ষণীয় পুরস্কার

আমন্ত্রণেঃ

মোঃ শাহাদাত হোসেন
আহ্বায়ক
৯১৭-৪৯৫-৫৫৭৮

যুগ্ম আহ্বায়ক:
হাবিবুর রহমান দেওয়ান
হাসান জামান
গাজী আব্দুর রাজ্জাক বাদল
মোঃ তাজুল ইসলাম
শরীফ রহমান টুটুল
আশরাফুল ইসলাম খসরু
এস এম শাকিল আহমদ

মির্জা মনিরুজ্জামান শামীম
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৪৬-৭৫০-০৬৩২

সমন্বয়কারী
সৈয়দ এ আর ফারুক
মোঃ নওসেদ হোসেন
এ তাহের রোকন
মানিক বাবু
মোঃ হাকিম আলী
কাইয়ুম স্বপন
মোঃ বিল্লাল বেপারী

ইকতারুজ্জামান রতন
চেয়ারম্যান
৯১৭-৯১৬-০০৯০

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবু রব বাবুল
আব্দুল মতিন হাওলাদার
মিজানুর রহমান মিন্টু
মোঃ সাদি মিন্টু
শাওন হোসেন মিতুল
মাসুম বেপারী
মোঃ আশরাফুল আলম শিবলী

মাসুদ রানা তপন
সদস্য সচিব
৩৪৭-৩৪৫-৮০৫৭

যুগ্ম সদস্য সচিব:
সাইদুর রহমান লিংকন
দেলোয়ার হোসেন শিপন
মোঃ ফারুক হোসেন
মোঃ মনসুর আহমেদ
মোঃ মাজহারুল ইসলাম সংগ্রাম

সার্বিক সহযোগীতায়: মির্জা গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, মোঃ আখতার হোসেন, ড. শেলী, এডভোকেট আজিজুর রহমান, মোঃ হুমায়ুন খান, কাজী আজহারুল হক মিলন , মোঃ নাজমুল আলম শ্যামল, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ ইকবাল হোসেন (চেয়ারম্যান), শাহ শহিদুল হক সাঈদ, মোঃ তারেক হাসান খান, মির্জা আলাউদ্দিন আহমেদ, ভুলু মিয়া, আব্দুল কুদ্দুস কাজল, কাজী জামান বিটু, মোঃ আবু সায়েম ঢালী, কামাল হোসেন, মোঃ কাজী কাইয়ুম, প্রিন্স খান হুমায়ুন, ডা. কামরুল হাসান, ডা. তারেকুল ইসলাম খান অনিক, ডাঃ রাশেদুল হাসান, ডা. শারমিন ফেরদৌস আশা, জাহাঙ্গীর, ইঞ্জি. তারেকুল ইসলাম জিকু, মোঃ ইব্রাহীম খলিল, মোসাঃ বিলকিস আক্তার, গাজী নুরুল ইসলাম, গোলাম হোসেন, আতিকুর রহমান স্বপন, কাজল ইসলাম তাজুল, মতিন শিকদার, আবুল বাশার, জহির শেখ, এ জেড এম জাহাঙ্গীর, উত্তম, ধলু, শিপন খান, জহিরুল ইসলাম কাজল, রতন হাওলাদার।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়: করিম হাওলাদার, মাকসুদা আহমেদ, মোঃ দেলোয়ার হোসেন (দেলু) ,আরিফুর রহমান, আল আমিন সিকদার, আকরাম হোসেন বিপ্লব, কামরুজ্জামান সেলিম, মোঃ জনি, মোঃ মনোয়ার হোসেন, মোঃ শাহ আলম, মোঃ শাহজাহান, রুহুল আমিন তালুকদার, আলমগীর ভূইয়া, লুৎফর রহমান বিপ্লব।

শুভেচ্ছান্তেঃ

সিরাজুল ইসলাম খান
সভাপতি
৯১৭-৪৯৫-৭৪৯৮

আমজাদ হোসেন সেলিম
সিনিয়র সহ-সভাপতি
৬৪৬-৫৯১-৯৯৯৬

মোসলেহ উদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৯৯-৪৬২০

প্রচার সম্পাদক - মোঃ খোরশেদ আলম কর্তৃক প্রচারিত

মামদানির জয় থেকে ডেমোক্র্যাটরা কি শিক্ষা নেবেন

বার্নি স্যান্ডার্স

ডেমোক্রেটিক পার্টি এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। পার্টি চাইলে আগের মতোই এমন সব নীতি চালিয়ে যেতে পারে, যেসব নীতি বস্তাপচা ও পক্ষপাতদুষ্ট অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আঁকড়ে বসে আছে। চাইলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সেই ৬০ শতাংশ মানুষের কষ্টকে কোনো রকম পাত্তা না দিয়েও চলতে পারে, জীবন চালাতে হিমশিম খাওয়া যে মানুষগুলো সপ্তাহ শেষে বেতন পাওয়ার পরের দিনই পরবর্তী বেতনের জন্য দিন গোনে।

ডেমোক্র্যাটরা চাইলে সেই তরুণ প্রজন্মের স্বপ্নকে অবহেলা করতে পারেন, যে প্রজন্ম সম্ভবত তাদের মা-বাবার চেয়েও খারাপ সময়ের মুখোমুখি হবে। তাঁরা চাইলে কোটি কোটি ডলার চাঁদা দেওয়া ধনকুবের আর বাস্তবতা না-জানা সেই পরামর্শকদের ওপর নির্ভর করে চলতে পারেন, যাঁরা লাখ লাখ ডলার খরচ করে দলের প্রচারে একঘেয়ে, ক্লিশে ও সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বহীন ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন বানান।

ডেমোক্র্যাটরা চাইলে সেই ভয়াবহ বাস্তবতাকেও এড়িয়ে যেতে পারেন, যে বাস্তবতায় যুক্তরাষ্ট্রের কোটি কোটি নাগরিক গণতন্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কারণ, তারা অনুভব করে না যে সরকার তাদের জীবনযন্ত্রণা বোঝে বা কোনো সমাধান দিতে চায়। অথবা ডেমোক্র্যাটরা চাইলে জোহরান মামদানির মঙ্গলবারের বিজয় থেকে একটি শিক্ষা নিতে পারেন। সেই শিক্ষা হলো, মানুষের মুখোমুখি হয়ে প্রকৃত অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকটগুলো সাহস করে তুলে ধরতে হবে। সেই সঙ্গে ধনিক শ্রেণির লোভ ও ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে এবং এমন একটি কর্মসূচির পক্ষে লড়তে হবে, যা সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনকে উন্নত করতে পারে।

মোদ্দাকথা, ডেমোক্রেটিক পার্টির সামনে এখন দুটি রাস্তা। একটি হলো পুরোনো ভুল পথে চলতে থাকা; আরেকটি হলো, সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন কিছু করা। অনেকে বলছেন, মামদানির বিজয় কেবল তাঁর ব্যক্তিত্ব আর ক্যারিশমার ফল। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি এক চমৎকার প্রার্থীর উদাহরণ। কিন্তু শুধু ভালো প্রার্থী থাকলেই এমন বিজয় আসে না। জয়ের পেছনে থাকতে হয় অসাধারণ এক তৃণমূল আন্দোলন। হাজার হাজার মানুষ যদি আগ্রহ নিয়ে দরজায় দরজায় গিয়ে তাঁর পক্ষে প্রচার না করত, তবে এমন জয় সম্ভব হতো না।

আর এই আন্দোলন গড়ে ওঠে তখনই, যখন এর পেছনে থাকে এমন একটি অর্থনৈতিক কর্মসূচি, যা সাধারণ মানুষের প্রয়োজন আর কষ্টের কথা বলে। নিউইয়র্কের মানুষ এবং গোটা আমেরিকান জনতা জানে, এই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে পরিচিত একটি দেশে কারও জন্য শুধু খাওয়া, ঘরভাড়া দেওয়া বা ডাক্তার খরচ মেটাতে যুদ্ধ করার মতো কষ্ট করা উচিত নয়।

ডেমোক্রেটিক পার্টির পেইড কনসালট্যান্টরা হয়তো জানেনই না, এই সাধারণ মানুষগুলো আসলে কী চায়, তারা কোথায় থাকে। মামদানির ‘চরমপন্থী’ বা ‘অবাস্তব’ অর্থনৈতিক নীতির সমালোচনা হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু তৃণমূল মানুষ জানে, এই নীতিগুলো আসলে তাদেরই কথা বলছে।

আজকের দুনিয়ায় যেখানে ধনী আর সাধারণ মানুষের মধ্যে আয় ও সম্পদের পার্থক্য ভয়াবহ রকম বেড়ে গেছে, সেখানে ধনী ব্যক্তি আর বড় করপোরেশনগুলোর উচিত তাদের ন্যায্য পরিমাণ কর দেওয়া। মামদানির মতো নেতাদের দাবি এটিই। যখন অনেক নিউইয়র্কবাসী আর সস্তায় ভাড়া বাসা খুঁজে পাচ্ছে না, তখন ভাড়া না বাড়ানোর জন্য একটি স্থগিতাদেশ দরকারড়এটিও মামদানির দাবি। যখন একজন শ্রমিকের প্রতিদিন কর্মস্থলে যাওয়া-আসার পেছনে বেতনের একটি বড় অংশ চলে যায়, তখন গণপরিবহন বিনা মূল্যের হওয়া উচিত। এটিও মামদানির ভাবনা।

যখন অনেক নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া পরিবার ভালো খাবার কিনতে পারছে না; তাদের জন্য সরকার পরিচালিত পাড়াভিত্তিক মুদিদোকান প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই দাবিও এসেছে তাঁর পক্ষ থেকে। এসব দাবি শুনে অনেকেই বলবে ‘চরমপন্থী’। কিন্তু আসলে এগুলো খুবই সাধারণ মানুষের বাস্তব চাহিদা। হ্যাঁ, ধনীরা বা বড় দাতারা বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীরা হয়তো এসব চান না। কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ঠিক এই জিনিসগুলোই চায়। তাই হয়তো এখন সময় এসেছে এই মানুষগুলোর কথা শোনার।

মামদানির জয় কোনো তারকাখ্যাতির জন্য হয়নি। এটি হয়েছে সাধারণ মানুষের শক্তিতে। এই আন্দোলন মানুষকে আবার মনে করিয়ে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মামদানির জয় মার্কিন রাজনীতিতে পরিবর্তনের ইঙ্গিত

শন জ্যাকবস

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদে প্রাথমিকভাবে ডেমোক্র্যাট পদপ্রার্থী হিসেবে জোহরান মামদানির বিস্ময়কর বিজয় মার্কিন রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। বংশসূত্রে তিনি উগান্ডা-ভারতীয়। তাঁর এ জয় নিশ্চিত করে, বছরের পর বছর নীরবে নতুন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে। একটি নতুন অভিবাসী শ্রমিক শ্রেণির প্রকাশ ঘটছে রাজনীতিতে, যার ভিত্তি সংগঠন, সংহতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জোরালো তৎপরতা। এর সবই ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ছে। মামদানির প্রচারণায় ইচ্ছামতো বাসা ভাড়া বাড়াতে না পারা, সর্বজনীন শিশুযত্ন, গণপরিবহন ও সবুজ অবকাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা শহরজুড়ে বিভিন্ন জাতির শ্রমিক শ্রেণির জোটকে শক্তিশালী করেছিল। তাঁর বিজয়ে করপোরেট প্রভাব ও স্থানীয় দুর্নীতি প্রত্যাখ্যাত হলো এবং তা ন্যায়বিচারের জন্য বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত অভিবাসীদের গড়ে তোলা রাজনীতির পক্ষে এক জোরাল সমর্থন। এই আন্দোলন কেবল নিউইয়র্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কংগ্রেসে শরণার্থী, সাবেক নিরাপত্তারক্ষী ও সোমালি অভিবাসীদের কন্যা ইলহান ওমর এই নতুন বামপন্থাকে ব্যাখা করতে সাহায্য করেছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন রাশিদা তালাইব, যিনি কংগ্রেসে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম ও একমাত্র ফিলিস্তিনি মার্কিন নারী।

তালাইব, ওমর ও মামদানি এমন একটি রাজনীতির প্রতিনিধিত্ব করেন, যা কেবল মার্কিন বৈষম্য দ্বারা নয়, বরং গ্লোবাল সাউথের অস্থিতিশীলতা, কঠোরতা ও দমনপীড়নের ব্যক্তিগত বা পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা দ্বারা সুগঠিত। জনসাধারণের একটি বৃহত্তর পটভূমিতে তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন অভিবাসী হওয়ার সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা বিদ্রোহী ডেমোক্রেটিক বামপন্থির মেরুদণ্ড গঠনে ভূমিকা রাখছে। অভিবাসনের এই সংস্করণটির কথা ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনে নেই।

২০১৯ সালের অক্টোবরে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মিনিয়াপোলিসে একটি প্রচার সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। মিনিয়াপোলিস শহরজুড়ে বিপুলসংখ্যক সোমালি লোক বাস করে। সমাবেশে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ইলহান ওমর। পরিচিত ভাষাগত অলংকার মাথায় রেখে ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন, অভিবাসী ও শরণার্থীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আরও খারাপের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বক্তব্যের নেপথ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট ছিল। এটি ছিল বিপুলসংখ্যক ভোটারদের প্রতি বিশেষ রাজনৈতিক বার্তা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত আমেরিকানদের জন্য, যারা দেশটির পতনের জন্য অভিবাসনকে দায়ী করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ট্রাম্পের ভাষণের মাত্র এক বছর আগে মিনিয়াপোলিসের উপকণ্ঠে অ্যামাজনে শোষণমূলক শ্রমনীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সোমালি অভিবাসীদের নেতৃত্বে এসব পদক্ষেপ

নতুন একটি জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠতে অনুঘটক হিসেবে সাহায্য করেছিল। একটি গুদাম ঘর থেকে আন্দোলনের সূচনা এবং তা শিগগিরই ছড়িয়ে পড়ে। অন্যান্য অ্যামাজন কারখানা ও শিল্পও তাদের অনুসরণ করে। ৷৷

এই কারণেই মামদানির মেয়র পদে প্রাথমিক জয় এত তাৎপর্যপূর্ণ। ওমরের মতো ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি তিনি এক নতুন ধরনের নেতৃত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন, যা জীবন্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠন দ্বারা পরিচালিত এবং জটিল নীতিকে ন্যায়বিচারের সরল দাবিতে রূপান্তর করতে সক্ষম। তাঁর প্রচারণা অর্থনৈতিক মর্যাদা, ভাড়াটেদের অধিকার, শিশুযত্ন, জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা ও ধনীদের ওপর কর আরোপে জোর দিয়েছিল, যার সবকিছুই শ্রমিক শ্রেণির জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। আফ্রিকান অভিবাসীদের কথাই ধরুন, যেখানে মামদানি ও ওমরের শিকড়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ২.১ মিলিয়ন সাহারা অধ্যুষিত আফ্রিকান অভিবাসী বাস করে, যা বিদেশে জন্মগ্রহণকারী মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫ শতাংশ। বেশির ভাগ খবরে আফ্রিকান অভিবাসীরা কতটা সুশিক্ষিত বা পেশাদারভাবে সফল, তাতে জোর দেওয়া হয় বলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত প্রবাসীরা প্রায়শ উঠে আসে। কিন্তু এই বিবরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে আড়াল করে দেয়। যেমন নিম্নতম গড় আয়, বিভিন্ন ধরনের অনিশ্চিত কাজ এবং অন্যান্য অভিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায় উচ্চ দারিদ্র্যের হার এতে উঠে আসে না। তবুও এই শ্রমিক শ্রেণির ভিত্তি থেকেই একটি নতুন রাজনীতির উত্থান ঘটছে। যার মধ্য দিয়ে পাটাতন থেকে ডেমোক্রেটিক পার্টির পুনর্গঠনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

নাইজেরিয়ার এন্ড এসএআরএস এবং উগান্ডার ওয়ার্ক টু ওয়ার্ক থেকে শুরু করে আরব বসন্ত ও দক্ষিণ আফ্রিকার ফিস মাস্ট ফল পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

HAPPY
4TH OF
JULY
MINA FARAH & FARHAD REJA
Bangladesh Plaza
Jackson Heights, New York

নারী নির্যাতনেই কি পুরুষের বীরত্ব?

শরিফুল হাসান

বাড়ির দরজা ভেঙে প্রথমে ঘরে ঢুকে একজন নারীকে প্রথমে ধর্ষণ করা হলো, এরপর বিবস্ত্র অবস্থায় পেটানো হলো! নির্মমতার এখানেই শেষ নয়! বিবস্ত্র অবস্থায় ওই নারীকে মারধরের ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অসংখ্য পুরুষের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও কাউকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি।

বাংলাদেশের কুমিল্লার মুরাদনগরের গত ২৬ জুনের ঘটনা এটি। ফেসবুকে এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পুলিশ সক্রিয় হয়, মামলা হয়। অভিযুক্ত ফজর আলীকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি কোন দলের রাজনীতি করেন তা নিয়ে শুরু হয় আরেক প্রচারণা। এর পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ ওই নারীকে হেয় করে প্রচার চালান। শুধু ফেসবুক বা ইউটিউব নয়, অনেক গণমাধ্যমেও চোখে পড়েছে অসংবেদনশীল কথাবার্তা।

এখানেই শেষ হয়, ওই নারীকে নির্যাতনে পর গণমাধ্যমের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন ভিড় করতে থাকেন তার বাড়িতে। লোকজনের নানা কটুকথাআর প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে ওই নারী তাঁর দুই সন্তান ও মা-বাবাসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

পুলিশ বলছে, এই ঘটনার জন্য অনেকে পরকীয়া বা ওই নারীকে দায়ী করলেও প্রকৃত অর্থে ওই নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ওই নারীর ভাই অল্পকিছু টাকা ধার নিলেও সময়মতো পরিশোধ করতে না পারায় অভিযুক্ত ফজর আলী ভুক্তভোগী নারীর ঘরের দরজা ভেঙে তাকে ধর্ষণ করেন। সেই ঘটনা জানতে পেরে একদল যুবক ঘরে ঢুকে ওই নারীকে মারধর করে। পরে বিবস্ত্র করে তাঁর ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। দুই মামলায় ফজর আলীসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তবে ওই নারীর সামাজিক হয়রানি কমেনি। বরং ঘটনার পর প্রতিদিনই ওই বাড়িতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন ভিড় করলে ভুক্তভোগীর পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এসব কারণেই ভুক্তভোগী বাড়ি থেকে সরে গেছেন।

মুরাদনগরের এই ঘটনা নিয়ে দেশজুড়ে যখন তোলপাড় সেই সময়েই জানা গেল ভোলা জেলার তজুমদ্দিনে চাঁদা না পেয়ে স্বামীকে বেঁধে মারধর ও স্ত্রীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ করেছে কয়েকজন পুরুষ। এখনও অসংখ্য লোকের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করতে আসেননি।

বাংলাদেশে হরহামেশাই নারী নিপীড়নের এসব ঘটনা ঘটছে। এই তো কয়েক মাস আগেই মাগুরার এক গ্রামে আট বছরের শিশু আছিয়ার ধর্ষণ ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর নাড়িয়ে গেলে পুরো দেশকে।

কেবল যে বাংলাদেশের গ্রামগুলোতেই নারী নিপীড়ন ঘটছে তাই নয়, বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে হেনস্থার ঘটনাটিও মার্চের। ওই ঘটনায় অভিযুক্তকে পুরুষকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করেছে একদল লোক। লালমাটিয়ায় টং দোকানে চা সিগারেট খেতে আসায় ‘মব’করে দুই নারীকে প্রথমে অপদস্থ ও পরে গায়ে হাত তোলা হয়েছে। প্রতিবাদ করায় তাদের জামাকাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এখানেও সবার সামনেই ঘটনা ঘটেছে। সবাই দোষ দিয়েছেন নারীদের।

বাংলাদেশে নারী নিপীড়নের এই ঘটনাগুলো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এদেশে রোজ অনলাইনে অফলাইনে নারী ও শিশু নিপীড়নের বর্বর সব ঘটনা ঘটছে। যে-কোনো দিনের গণমাধ্যম খুললেই দেখা যাবে, বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে ‘ধর্ষণের শিকার’ শিশু, চিপস কিনে দিয়ে প্রতিবন্ধী তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, খাবার ও বেলুনের লোভ দেখিয়ে দুই শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, সাইকেলে ঘোরানোর কথা বলে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ, ভিডিও ধারণও করলো ধর্ষক, সৈকতে বন্ধুকে বেঁধে রেখে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মায়ের মামলা, গর্ভবতী নারীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগসহ নারী নিপীড়নের নানা খবর।

আইন ও শালিস কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে এই পাঁচ মাসে ৩৮৩ জন নারীকে ধর্ষণের খবর গণমাধ্যমে এসেছে যার মধ্যে ৯৭ জনকেই গণধর্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয় বছরের নিচের শিশু আছে ৪৪ জন, সাত থেকে ১২ বছরের ৭৫ জন, ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিশু ৭৭ জন। এর বাইরেও ১৫০ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টার খবর এসেছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ধর্ষণ ও ভুক্তভোগীর কাঁধে দোষ চাপানোর সংস্কৃতি

শাহনাজ মুন্নী

বাংলাদেশে নারীর ওপর সহিংস নির্যাতনের ঘটনা যেমন অব্যাহত আছে তেমনি ভুক্তভোগী নারীদের দোষারোপ করার প্রবণতাও সমাজে বিদ্যমান। অনেকেই ভাবতে অভ্যস্ত যে ধর্ষণের অভিযোগের পেছনে নিশ্চয়ই গোপন কোনো কারণ রয়েছে। সম্প্রতি মুরাদনগরে সংঘটিত ধর্ষণ ও ভিডিও প্রচারের ঘটনায় বিভিন্ন মাধ্যমে একটি বক্তব্য উঠে আসতে দেখা গেছে। সেটি হলো ‘ওহো, এটাতো ধর্ষণের ঘটনা নয়, আসলে পরকীয়া! নারীটির অবৈধ সম্পর্কের জের’ আমাদের সমাজে এমন মানুষের অভাব নেই যারা এমন সংলাপে আশ্বস্ত হয়ে ভেবেছেন- যাক নারীটিই দোষী ছিল এবং যেহেতু নারীটি খারাপ, ফলে এই পরিণতি তার প্রাপ্য। এই ধরনের বিশ্বাস একদিকে যেমন অপরাধীকে সমর্থন করে তেমনি অপরাধের গুরুত্ব ও ভয়াবহতাকেও কমিয়ে দেয়।

ভুক্তভোগী নির্যাতিতা নারীর দিকে আঙুল তুলে মানুষ প্রশ্ন করে, ‘এত রাতে সে বাইরে কেন গিয়েছিল?’ অথবা ‘এমন ছোট পোশাক সে কেন পরেছিল?’ ‘তার কথাবার্তা, চালচলনই বা কেমন ছিল?’

কখনো আবার ঢালাওভাবে মন্তব্য করেন, ‘মেয়েটির আসলে চরিত্র খারাপ, তার সম্মতি ছিল বলেই ধর্ষণ হয়েছে’ বা ‘নারীটি স্বেচ্ছায় দৈহিক মেলামেশা করেছে এবং পরে বিয়ে করতে না চাওয়ায় ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে’ অথবা ‘নারীটি আসলে পতিতা,ওর সঙ্গে এমন ঘটাটাই স্বাভাবিক’

‘বেহায়া, নির্লজ্জ, বেপর্দা, দুশ্চরিত্রা’ ইত্যাদি অভিধাও নির্যাতিতা নারীর প্রতি প্রয়োগ করতে অনেকে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এধরণের বক্তব্য ধর্ষণের মতো একটি ভয়ানক অপরাধের বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতাকে হাল্কা করে দেয় এবং সাামাজিক অবিচার কে সমর্থন করে।

এর ফলে অপরাধীর পরিবর্তে ভুক্তভোগীর ওপর সকল দায় ও দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়। ভুক্তভোগীর চারপাশে একটি অদৃশ্য গণ আদালত বসিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই আদালতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার বিচার শুরু হয়ে যায়।

দুঃখজনকভাবে আমাদের সংস্কৃতিতে নারীকে বিভিন্নভাবে হেয় করা, নারীর চরিত্রের ওপর কুৎসা রটনা করাকে অন্যায় বা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। বরং নারীর শরীর ও যৌনতার ওপর আঘাত হলে প্রতিবাদ করার পরিবর্তে ভুক্তভোগী নারীকে দোষারোপ ও নিন্দা করার প্রবণতাই বেশি দেখা যায়।

এক্ষেত্রে আমরা গত এক দশকের বেশ কিছু উদাহরণও টানতে পারি, যেমন, ২০১১ সালে ভিকারুননন্নেসা স্কুলের ছাত্রী ধর্ষণ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষক পরিমল জয়ধরকে রক্ষা করতে ঘটনাটিকে সম্মতিতে যৌন সম্পর্ক হিসেবে বর্ণণা করা হয়েছিল। ২০২১ সালে কলাবাগানে ও’লেভেল পড়ুয়া কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার পরও কিছু মানুষ মেয়েটির চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। বিচার বিবেচনা না করেই মন্তব্য করা হয়েছিল ইংরেজি মাধ্যমে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এমনই হয়। ওটি কি আদতে ধর্ষণ নাকি সম্মতিক্রমে যৌনতা এমন প্রশ্নও তোলা হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও নির্যাতিতা কিশোরী নীতিপুলিশিং এর হাত থেকে রক্ষা পাননি। কিংবা আমরা মনে করতে পারি, পাঁচ বছর আগে সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে স্বামীকে আটকে রেখে তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছিল রাতের বেলা কলেজ ক্যাম্পাসে ওই দম্পতি কেন গিয়েছিল? কিংবা বহুল আলোচিত মুনিয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডেও অপরাধীর বদলে নিহত মুনিয়ার চরিত্র হননে লিপ্ত হতে দেখা গেছে একটি মহলকে। এইতো ২০২৫ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। লক্ষীপুরের রামগতিতে ধর্ষণের শিকার ১৬ বছর বয়সি এক কিশোরী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় কেননা গ্রাম্য সালিশে মেয়েটিকেই ধর্ষণের জন্য দায়ী করা হয়।

অর্থাৎ যে-কোনো ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের মতো ঘটনায় বেশিরভাগ সময় অপরাধীর আগে নিগৃহীতাকেই সমাজের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। সমাজের কাছে পরীক্ষা দিতে হয় তার আচরণ, বেশভূষা, পোশাক-আশাক, জীবনযাপন সমাজ নির্ধারিত মাপকাঠি মেনে চলেছে কিনা। একটু এদিক সেদিক হলেই সমস্ত দোষ মেয়েটির। এমনকি অনেক সময় পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশি, আইপ্রয়োগকারী সংস্থা ও সাধারণ জনগণ পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার নারীর পাশে না দাঁড়িয়ে, তার প্রতি সামান্য সহানুভূতি না দেখিয়ে বরং বিধ্বস্ত অপমানিত নারীটিকেই আরেকবার নির্যাতন করে।

ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার এই প্রবণতা নারীর প্রতি আমাদের নেতিবাচক সামাজিক মনোভাবকেই তুলে ধরে। এর পেছনে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতা অবশ্যই একটি বড় কারণ। সর্বব্যাপী *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI &BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

Moin Choudhury, Esq

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় কাঁঠাল

পরিচয় ডেস্ক : মধু মাসের অন্যতম রসালো ফল কাঁঠাল চলে এসেছে বাজারে। সুমিষ্ট এই ফলটি পুষ্টিগুণে ঠাসা। এক কাপ কাঁঠালে মেলে ১৫৭ ক্যালোরি, ৩৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২ গ্রাম ফ্যাট, ৩ গ্রাম ফাইবার এবং ৩ গ্রাম প্রোটিন। এছাড়া অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, কপার ও ম্যাংগানিজেরও উৎস কাঁঠাল।

১। পটাসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সংমিশ্রণ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। পটাসিয়াম রক্তচাপের উপর সোডিয়ামের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করে, অন্যদিকে ফাইবার কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে অবদান রাখে।

২। প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে উপকারী ফল কাঁঠাল। কাঁঠালে ভিটামিন সি বেশি থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এই ভিটামিন প্রদাহ প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে কাঁঠালে ফ্ল্যাভোনয়েড এবং লিগনান রয়েছে, যা প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে।

৩। রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে কাঁঠাল। কাঁঠালের গ্লাইসেমিক সূচক স্কোর কম, যার অর্থ এটি খাওয়ার ফলে আপনার রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়বে না।

৪। কাঁঠালে ফাইটোকেমিক্যাল নামক পদার্থ রয়েছে, যেমন ফ্ল্যাভোনয়েড, স্যাপোনিন এবং ট্যানিন। আমেরিকান ইনস্টিটিউট ফর ক্যানসার রিসার্চের মতে, অনেক ফাইটোকেমিক্যালের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মানে তারা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের প্রভাব মোকাবেলা করতে সাহায্য করতে পারে। ফলে ক্যানসারের মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি কমে কাঁঠাল খেলে।

৫। কাঁঠাল ও এর বিচি দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ফাইবারের দারুণ উৎস। দ্রবণীয় ফাইবার এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে এবং রক্তের প্রবাহে কার্বোহাইড্রেটের শোষণকে ধীর করে দিতে পারে। এতে খাওয়ার পরে রক্তে গ্লুকোজের স্পাইক প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। খাদ্যতালিকাগত ফাইবার একজন ব্যক্তির হৃদরোগ, ডায়াবেটিস এবং কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে পারে।

৬। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি মেলে কাঁঠাল থেকে। নিয়মিত ফলটি খেলে তাই ত্বক ভালো থাকে ও ত্বককে রোদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দূরে রাখা যায়।

৭। কাঁঠাল ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। এটি এমন একটি খনিজ যা শরীরকে শিথিল করতে সহায়তা করে। ২০২১ সালের একটি গবেষণা বলছে, ম্যাগনেসিয়াম ঘুমের সমসযা দূর করতে সাহায্য করে।

৮। কাঁঠালে থাকা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি হাড় শক্তিশালী রাখতে সহায়তা করে।

৯। কাঁঠাল ভিটামিন সি এর একটি ভালো উৎস। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। এছাড়াও কোলাজেন নামক প্রোটিন তৈরির জন্য শরীরের ভিটামিন সি প্রয়োজন, যা স্বাস্থ্যকর ত্বক, হাড় এবং সংযোগকারী টিস্যু যেমন রক্তনালী এবং তরুণাস্থি বজায় রাখার জন্য অত্যাবশ্যক। ক্ষত নিরাময়ের জন্য কোলাজেনও গুরুত্বপূর্ণ।

১০। কলা ও আমের তুলনায় নিয়াসিন ও থায়ামিন বেশি থাকে কাঁঠালে।

ব্ল্যাক কফি পানে মিলবে যত উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট এবং নানা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ব্ল্যাক কফির স্বাস্থ্য উপকারিতার তালিকা বেশ লম্বা। আসুন জেনে নেওয়া যাক, নিয়মিত ব্ল্যাক কফি পানের যত উপকারিতা..

১. স্মৃতিশক্তি বাড়ে : বয়স বাড়লে আমাদের মস্তিষ্কের দক্ষতা হ্রাস পায়। মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখতে সকালে ব্ল্যাক কফি পান করতে হবে। এতে মস্তিষ্কের স্মৃতি শক্তি ও কার্যকারিতা বাড়বে।

২. ব্যায়ামের সময় পারফরম্যান্স উন্নত করেব্ল্যাক কফির সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এটি আপনার শারীরিক পারফরম্যান্সকে দারুণভাবে উন্নত করে এবং একটি ওয়ার্কআউট করার সময় শতভাগ অ্যাক্টিভ থাকতে সহায়তা করে। এই কারণেই জিমের প্রশিক্ষকরা ব্যায়াম করতে আসার আগে ব্ল্যাক কফি খেতে বলেন।

৩.লিভারের জন্য উপকারী : লিভারটি আমাদের দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । জানেন কি আপনার লিভার ব্ল্যাক কফি পছন্দ করে? ব্ল্যাক কফি লিভারের ক্যান্সার, হেপাটাইটিস, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এবং অ্যালকোহলিক সিরোসিস প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৪. বুদ্ধিমান করে তোলে: কফির একটি মনস্তাত্ত্বিক উদ্দীপক রয়েছে যা মানসিক শক্তি, মেজাজ উন্নত করার ক্ষমতা রাখে। এভাবে আপনাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান ও স্মার্ট করে তোলে।

নিয়মিত আম খেলে কমবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি

পরিচয় ডেস্ক : বাজারে আমের পসরা মিলেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাত ও স্বাদের আমে ভরপুর বাজার। আমের পুষ্টিগুণ বিভিন্ন উপায়ে হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট।

সম্প্রতি আমেরিকার একটি গবেষণা বলছে, নিয়মিত আম খেলে হার্টজনিত রোগের ঝুঁকি কমে।

বিখ্যাত একটি মেডিকাল ওয়েবসাইটে প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একটি দল এই গবেষণাটি পরিচালনা করেছে, যার লক্ষ্য ছিল মেনোপজ পরবর্তী মহিলাদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের উপর প্রতিদিন আম খাওয়ার প্রভাব মূল্যায়ন করা।

এই গবেষণায় ৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সী একদল নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যাদের সকলকেই স্থূলকায় হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাদের উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো বিদ্যমান চিকিৎসাগত জটিলতা ছিল। অংশগ্রহণকারীদের দুই সপ্তাহ ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল, যার মধ্যে তাদের প্রতিদিন ৩৫০ গ্রাম আম খেতে বলা হয়েছিল।

আমে দ্রবণীয় এবং অদ্রবণীয় উভয় ধরনের ফাইবার পাওয়া যায়। দ্রবণীয় ফাইবার রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

গরমে পানিতে ভিজিয়ে খান কিশমিশ

পরিচয় ডেস্ক : কিশমিশ খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয়। কিন্তু অনেকেই এটি খাওয়ার সঠিক নিয়ম জানেন না। বেশিরভাগ মানুষই শুকনো কিশমিশ খান। কিন্তু কিশমিশ যদি ভিজিয়ে রেখে খাওয়া যায় এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী। এটি শুকনো কিশমিশের চেয়ে বেশি উপকারী বলে মনে করা। কারণ এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে এবং হজমশক্তি উন্নত করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, এটি ভিজিয়ে রাখার পরই খাওয়া উচিত।

ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খাওয়ার উপকারিতা

শরীর ঠান্ডা রাখে: গ্রীষ্মে শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খাওয়া উপকারী। কারণ কিশমিশের প্রকৃতি গরম। তবে ভিজিয়ে রাখার পর ঠান্ডা হয়, যা শরীরে তাপ বাড়ায় না। ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খেলে শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে, হাইড্রেটেড রাখতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে।

ডিটক্সিফাই এবং হাইড্রেট: ভিজিয়ে রাখা কিশমিশ খাওয়া শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে সাহায্য করে এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতেও সাহায্য করে।

হজম উন্নত করে: কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এটি পরিপাকতন্ত্রের জন্য খুবই উপকারী। ফাইবার হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং অন্ত্রকে সুস্থ রাখে। ভেজানো কিশমিশ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অ্যাসিডিটির মতো পেটের সমস্যা কমাতে পারে।

হিমোগ্লোবিন বাড়ায়: কিশমিশ আয়রন এবং কপারের একটি ভালো উৎস, যা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। কিশমিশে থাকা আয়রন এবং তামা লোহিত রক্তকণিকা গঠন এবং কার্যকারিতায় সাহায্য করে, যার ফলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ে।

হৃৎপিণ্ডের জন্য উপকারী: কিশমিশে থাকা পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ভেজা কিশমিশ কখন খাবেন

সকালে খালি পেটে ভেজা কিশমিশ খাওয়া ভালো। সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর, সকালে কিশমিশ খেলে উপকার পাবেন।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে প্রতিদিন খাদ্যতালিকায় রাখবেন যে খাবার

পরিচয় ডেস্ক : উচ্চ রক্তচাপ বলুন আর নিম্ন রক্তচাপড় যে চাপই বলুন না কেন, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় নিয়ন্ত্রিত খাবার রাখতে হবে। এসব রোগীর অনেক ক্ষেত্রেই একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। খাওয়া-দাওয়া কিংবা জীবনযাপনড় সবক্ষেত্রে নিয়ম মানতে হবে। যেমন নিয়ম মেনে ওষুধ খাওয়া ও চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাড় সবটাই নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে। নচেৎ ঘটে যেতে পারে বড় কোনো বিপদ। আবার সঠিক খাদ্যাভ্যাসেই নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে আপনার উচ্চ রক্তচাপ। চলুন জেনে নেওয়া যাকড় উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে কোন খাবার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

১. আপনি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন পটাসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ বিভিন্ন সবজি। এ ক্ষেত্রে রাখতে পারেন পালংশাক, ঝিঙে ও পটোলের মতো বিভিন্ন সবজি।

২. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে পারেন একটি কলা। এতে থাকা পটাসিয়াম ও সোডিয়াম রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাই প্রতিদিন নিয়ম মেনে একটি কিংবা দুটি কলা খেতেই পারেন।

৩. উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বিট বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রতিদিনের খাবারে বিট রাখতে পারেন। তরকারিতে হোক কিংবা বিটের রস বানিয়ে খাওয়া, যেটাতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন, সেভাবেই তা খেতে পারেন।

আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস ও হাইপ্রেসার নিয়ন্ত্রণে সজনে পাতা

পরিচয় ডেস্ক : সজনে পাতা আমাদের দেশের অতি পরিচিত একটি ভেষজ গাছ। এ পাতার গুণের শেষ নেই। পুষ্টি বিজ্ঞানীরা এবং স্বাস্থ্য গবেষকরা এ সজনে পাতাকে বলে থাকেন নিউট্রিশন্স সুপার ফুড। প্রতি গ্রাম সজনে পাতায় একটি কমলার চেয়ে সাতগুণ বেশি ভিটামিন সি, ডিম থেকে প্রায় দুই গুণ বেশি প্রোটিন ও দুধের চেয়ে চার গুণ বেশি ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন, গাজরের চেয়ে চারগুণ বেশি ভিটামিন এ এবং কলার চেয়ে তিনগুণ বেশি পটাশিয়াম বিদ্যমান।আয়রনের দিক থেকে সজনে পালং শাকের চেয়ে ৫ গুণ বেশি শক্তিশালী। ফলে এটি অন্ধত্ব, রক্তস্বল্পতাসহ বিভিন্ন ভিটামিন ঘাটতিজনিত রোগের বিরুদ্ধে বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে সজনে পাতা। আমাদের শরীরে ৭০ থেকে ১০০ ট্রিলিয়ন সেল বা কোষ আছে। প্রত্যেকটা কোষের ভেতরে লক্ষাধিক রিঅ্যাকশন হয় প্রত্যেক দিন। এগুলোকে আমরা বলি বর্জ্য পদার্থ, টক্সিন, ফ্রি রেডিক্যাল।

সজনে পাতাকে এন্টি-অক্সিডেন্টের খনি বলা হয়ে থাকে। যা ক্যানসার কোষ সৃষ্টিতে বাধা দেয়। তাছাড়া এতে রয়েছে বেটা-কেরোটিন, কিউরেকটিন এবং ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড, যা মানবদেহের জন্য উপকারি। ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রক্তের চাপ ও শর্করা কমাতে সাহায্য করে।

সজনে পাতায় অ্যাসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে আটটি। ভিটামিন ‘এ’ এবং ভিটামিন ‘সি’ আছে। এতে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম রয়েছে। ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, জিংক, আয়রন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এতগুলো নিউট্রিয়েন্ট থাকার কারণে বিজ্ঞানীরা সজনে পাতাকে একটি অলৌকিক পাতা বলছেন।

সজনে পাতা কাঁচা অবস্থায় রান্না করে বা শুকনো করার পর গুঁড়া করে পাউডার হিসেবে এর চা খাওয়া যেতে পারে। নিয়মিত সজনে পাতার চা পান করলে শরীরে দুর্বলতা, ক্লান্তি আসবে না কখনো।

গার্লিক বিফ

গরুর মাংসের ভুনা কিংবা ঝোল তো খাওয়া হয়ই, চাইলে তৈরি করতে পারেন ব্যতিক্রম স্বাদের কিছু। তেমনই একটি পদ হলো গার্লিক বিফ। সুস্বাদু এই পদ রাখতে পারেন উৎসব-আয়োজনে। রুটি, পরোটা, পোলাও, খিচুড়ির সঙ্গে পরিবেশন করতে পারবেন গরুর মাংসের এই পদ।

তৈরি করতে যা লাগবে: গরুর মাংস- ১ কেজি, পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, হলুদ গুঁড়া- ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া- ২ চা চামচ, আদা ও রসুন বাটা- আধা চা চামচ, রসুনের কোয়া- ৪/৫টি, ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ, তেল- আধা কাপ, টমেটো সস- আধা কাপ, টক দই- ১ কাপ, গরম মসলা- গুঁড়া আধা চা চামচ. লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে মাংস টুকরা করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস, হলুদ, মরিচ, টক দই, আদা, রসুন, লবণ, ধনিয়া, জিরা গুঁড়া, লবণ ভালো করে মিশিয়ে নিন। মেরিনেট করে রাখুন আধা ঘণ্টার মতো। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ লালচে করে ভেজে নিন। এবার তাতে মাখানো মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। সেদ্ধ হয়ে এলে তার সঙ্গে রসুনের কোয়া, কাঁচা মরিচ ও টমেটো সস নামিয়ে নিন।

ডিম খিচুড়ি

পরিচয় ডেস্ক : আমাদের সবারই খিচুড়ির প্রতি একটা দুর্বলতা রয়েছে, তাহলে দেরি কেন? ডিম খিচুড়ি বানাতে আপনি তৈরি তো? বাড়িতেই তৈরি করে ফেলুন সুস্বাদু খাবার ডিম খিচুড়ি। চলুন জেনে নেওয়া যাক, যেভাবে বানাবেন ডিম খিচুড়ি।

বাড়িতে ডিম খিচুড়ি বানাতে যেসব উপকরণের প্রয়োজন হয়। সেগুলো হলোড় চাল দুই কাপ, মসুর ডাল এক কাপ, আলু, ডিম তিনটি, শুকনো লংকা, তেজপাতা, গোটা জিরা, আদা বাটা, কাঁচা লংকাকুচি, হলুদ গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, লবণ স্বাদমতো, তেল ও ঘি পরিমাণমতো।

এবার তৈরি করতে প্রথমে ডাল ও চাল ভালো করে ধুয়ে আলাদাভাবে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। এরপর চুলায় একটি প্রেশারকুকার বসিয়ে চার কাপ পানি দিয়ে তাতে চাল আর ডাল দিয়ে অল্প লবণ মিশিয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন। এবার দুটা সিটি পড়লেই গ্যাস বন্ধ করে দিন।

এরপর একটি কড়াইয়ে তেল গরম করে ডিম ভেঙে ঝুরি ঝুরি করে ভেজে অন্য একটি পাত্রে রাখুন। এরপর কড়াইয়ে শুকনো লংকা, তেজপাতা, জিরা আর কাঁচা লংকা ফোড়ন দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকুন, ঝাঁজালো গন্ধ বের হলে কাটা আলু দিয়ে ভাজতে থাকুন। কিছুক্ষণ ভাজার পর একে একে হলুদ ও লবণ মিশিয়ে প্রেশারকুকার থেকে সিদ্ধ ডাল-চাল দিয়ে নাড়তে থাকুন। কয়েক মিনিট খুন্তি নাড়ার পর ডিম ভাজা, ধনেপাতা কুচি আর অল্প ঘি মিশিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন সুস্বাদু ডিম খিচুড়ি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

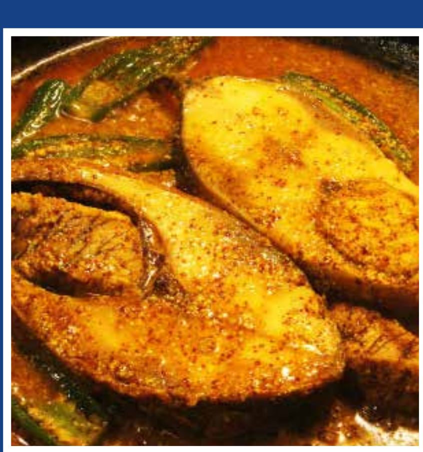

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5566

শাহী তেহারি

পরিচয় ডেস্ক : যেকোনো উৎসবের রান্নায় শাহী স্বাদ যোগ হলে খাবারের আয়োজন যেন আরও বেশি পূর্ণতা পায়। কারণ উৎসব মানেই বাহারি সব খাবারের আয়োজন।
তৈরি করতে যা লাগবে: গরুর মাংস- দেড় কেজি, চাল- ৫০০ গ্রাম, বাদাম+পোস্ত বাটা- ২ চা চামচ, তেল ও ঘি- দেড় কাপ, পেঁয়াজ কুচি- দেড় কাপ, আদা ও রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ- ১৫-২০টি, টকদই ও ঘনদুধ- আধা কাপ করে, লবণ ও চিনি- স্বাদমতো, টমেটো সস- আধা কাপ, ধনিয়া ও জিরা গুঁড়া- ১ চা চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া- ১ চা চামচ, গোলাপজল- ১ চা চামচ, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ, জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়া- ২ চা চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন: গরম মাংস ছোট করে কেটে নিন। এবার সব মসলা দিয়ে মেখে রাখুন। পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ লাল করে ভেজে নিন। এবার তাতে মাংস রান্না করে নিন। অন্য পাত্রে তেলে চাল ভেজে পরিমাণমতো পানি দিয়ে ফুটতে দিন। ফুটে উঠলে রান্না করা মাংস দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন। এবার ঢেকে অল্প আঁচে দমে রাখুন বিশ মিনিট-আধা ঘণ্টার মতো।

পেশোয়ারি গোশত

পরিচয় ডেস্ক : পেশোয়ারি গোশত, যা নামকীন গোশত নামেও পরিচিত, পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় খাবার। খাবারটির বিশেষত্ব হলো এটি খুব কম উপকরণে, বিশেষ করে কোনো বাড়তি মসলা ছাড়াই তৈরি হয়। এতে যেমন গোস্তের প্রাকৃতিক স্বাদ বজায় থাকে, তেমনই এই খাবারটিকে অনন্য করে তোলে। যারা মসলার তীব্র গন্ধ পছন্দ করেন না বা হালকা অথচ সুস্বাদু কিছু খেতে চান, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ রেসিপি।
উপকরণ: খাসির গোস্ত: ১ কেজি (হাড়সহ ছোট টুকরা করা), পেঁয়াজ: ১টি বড় (মিহি কুচি করা), আদা-রসুন বাটা: ২ টেবিল চামচ, টমেটো: ২টি মাঝারি (পাতলা করে কাটা), কাঁচা মরিচ: ৫-৬টি (লম্বা ফালি করা), সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ চা চামচ, লবণ: স্বাদমতো, পানি: ১-২ কাপ (বা প্রয়োজন অনুযায়ী), তেল/ঘি: ৪-৫ টেবিল চামচ
প্রণালী: ১. গোশত কষানো: একটি প্যানে তেল বা ঘি গরম করুন। এরপর এতে খাসির গোশত টুকরোগুলো দিয়ে মাঝারি আঁচে ভাজতে থাকুন যতক্ষণ না গোশতের রঙ বাদামী হয়। এই ধাপে গোশতের অতিরিক্ত পানি শুকিয়ে যাবে।
২. পেঁয়াজ ও আদা-রসুন: এবার পেঁয়াজ কুচি যোগ করুন এবং নরম হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর আদা-রসুন বাটা দিয়ে ১-২ মিনিট কষিয়ে নিন, যতক্ষণ না কাঁচা গন্ধ চলে যায়।
৩. টমেটো ও কাঁচামরিচ: টমেটো ফালি এবং কাঁচামরিচ যোগ করুন। টমেটো নরম হওয়া পর্যন্ত নেড়েচেড়ে রান্না করুন। টমেটো গলে গেলে একটি চামচ দিয়ে ষরমযংষু ম্যাশ করে দিন।
৪. লবণ ও পানি: স্বাদমতো লবণ দিন। এবার ১ কাপ পানি দিয়ে প্যান ঢেকে দিন। আঁচ একদম কমিয়ে দিন এবং গোশত সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে পারেন। প্রয়োজনে আরও কিছুটা গরম পানি যোগ করতে পারেন। পেশোয়ারি গোস্ত সাধারণত একটু ঘন ঝোলের হয়, তাই অতিরিক্ত পানি দেবেন না।
৫. গোলমরিচ: গোস্ত পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে সাদা গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়ে দিন। ভালো করে মিশিয়ে নিন এবং আরও ২-৩ মিনিট রান্না করুন।
৬. পরিবেশন: গরম গরম পেশোয়ারি গোস্ত নান রুটি, তন্দুরি রুটি বা সাদা ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। এর হালকা এবং প্রাকৃতিক স্বাদ আপনার রসনাকে তৃপ্ত করবে।

ওভাল অফিস থেকে জাকারবার্গকে

৭ পৃষ্ঠার পর

করেছেন। তবে ডেইলি মেইলের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভিন্ন বর্ণনা। সেখানে হোয়াইট হাউসের এক সিনিয়র কর্মকর্তা জানান, ঘটনা 'ভুলভাবে উপস্থাপিত' হয়েছে। তার ভাষ্য অনুযায়ী, প্রেসিডেন্টের অনুরোধে জাকারবার্গ ভেতরে ঢুকে শুধুই 'হ্যালো' বলেছিলেন, এরপর নিজে থেকেই বাইরে অপেক্ষা করতে বেরিয়ে যান। কারণ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তার আলাদা বৈঠক ছিল, যা পাইলটদের সঙ্গে বৈঠকের পরে হওয়ার কথা ছিল। মার্ক জাকারবার্গের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক বরাবরই জটিল। এক সময় তিনি অভিবাসনপন্থি এবং ডেমোক্রেট দলের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু গত বছর ট্রাম্পের পুনঃনির্বাচন প্রচারে তিনি মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন বা মেগা এজেন্ডার দিকে ঝুঁকে পড়েন। এমনকি তিনি ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আরও ছিলেন জেফ বেজোস ও ইলন মাস্ক। তবে ইদানীং মাস্ক ও ট্রাম্পের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

সিনেট নির্বাচনে পুত্রবধূকে প্রার্থী

৭ পৃষ্ঠার পর

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে ট্রাম্প বলেছেন, 'লারা নর্থ ক্যারোলাইনায় জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন, যদিও পরে ফ্লোরিডায় স্থায়ী হয়েছে তার পরিবার।

তিনি খুব চমৎকার একজন মানুষ। আমি সব সময়ই চাইতাম, তিনি পার্লামেন্টে নির্বাচনে প্রার্থিতা করুক।'

লারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের তৃতীয় সন্তান এরিকের স্ত্রী। ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারের জন্য তার রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টির উদ্যোগে গঠিত রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির কো-চেয়ার ছিলেন লারা। বর্তমানে তিনি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ চ্যানেলে আছেন। সেখানে তিনি 'মাই ভিউ উইথ লারা ট্রাম্প' নামে একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০টি, আর কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে মোট আসনসংখ্যা ১০০টি। বেশিরভাগ অঙ্গরাজ্যের কোনোটি রিপাবলিকান আবার কোনোটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত। কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে দুই দলের প্রার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। নর্থ ক্যারোলাইনা সেই সব অঙ্গরাজ্যের মধ্যে অন্যতম। খবর রয়টার্সের।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধানকে

৬ পৃষ্ঠার পর

মেয়াদে জেরোম পাওয়েলকে এই পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে পরে তিনি পাওয়েলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে বারবার সমালোচনা করেন, কারণ পাওয়েল সুদের হার কমাননি। তবে পাওয়েলকে সরানোর ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের আদৌ আছে কি না এটা এখনো স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার জেরোম পাওয়েলের সমালোচনা করলেও এ বছরের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, তাকে বরখাস্ত করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। ট্রাম্প চান- ফেডারেল রিজার্ভ যেন সুদের হার কমায়, যাতে অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হয়। পাওয়েল মঙ্গলবার (১ জুলাই) বলেন, ট্রাম্পের শুল্কনীতি না থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগেই সুদের হার কমিয়ে দিত। পর্তুগালে এক বৈঠকে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এ বছর যদি ট্রাম্পের শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা না আসত, তাহলে কি ফেডারেল রিজার্ভ আবারো সুদের হার কমাত? পাওয়েল জবাব দেন, আমার মনে হয়, হ্যাঁ। ট্রাম্প এবার পাওয়েলকে প্রত্যাহারের বিষয়ে যা বললেন তা নিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ বিবিসির কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। এই বছরের শুরুতে হোয়াইট হাউজে ট্রাম্প আসার আগেই পাওয়েল বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট যদি আমাকে সরে যেতে বলেন, তবুও আমি পদত্যাগ করব না ও এটি আইন অনুযায়ী সম্ভব নয় যে প্রেসিডেন্ট জোর করে তাকে সরিয়ে দেবেন। ১৯৩৫ সালের এক গুরুত্বপূর্ণ সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে, স্বাধীন ফেডারেল সংস্থার বোর্ড সদস্যদের শুধু গুরুতর কারণেই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সরানো যেতে পারে।

তবে রাজনৈতিক নিয়ম ভাঙার ইতিহাস রয়েছে ট্রাম্পের। তিনি কিছু স্বাধীন সংস্থার প্রধানদের বরখাস্ত করেছেন, যেগুলো নিয়ে আদালতে চ্যালেঞ্জ উঠেছে। বুধবার (২ এপ্রিল), ফেডারেল হাউজিং ফাইন্যান্স এজেন্সির প্রধান বিল পল্টে আগেও পাওয়েলের কড়া সমালোচনা করেছেন ও তার বিরুদ্ধে তদন্ত দাবি করেছেন। তিনি এক্সে (পূর্বে টুইটার) লেখেন, আমি কংগ্রেসকে অনুরোধ করছি জেরোম পাওয়েলের রাজনৈতিক পক্ষপাত ও তার ভুলভাল তথ্যভিত্তিক সিনেট সাক্ষ্যের তদন্ত করা হোক। এতেই বোঝা যাবে যে তাকে সরানোর যথেষ্ট কারণ আছে। গত সপ্তাহে পাওয়েল সিনেটকে বলেন, ফেডারেল রিজার্ভের সদরদপ্তরের খরচ ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র নিয়ে যেসব খবর প্রকাশ হয়েছে, তা অনেক দিক থেকেই বিভ্রান্তিকর ও ভুল।

কিছু দেশের ওপর ৭০ শতাংশ পর্যন্ত

৭ পৃষ্ঠার পর

আগস্ট থেকে ১০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হবে।

ট্রাম্প বলেন, আমরা আগামীকাল থেকেই ১০-১২টি দেশের কাছে চিঠি পাঠাতে শুরু করব। এ চিঠিতে নতুন শুল্কের কথা জানানো হবে।

তিনি আরও বলেন, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন এবং বহুপাক্ষিক আলোচনায় সময়ক্ষেপণ হওয়ায় সরাসরি শুল্কারোপের পথে হাঁটছেন। পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আমরা পাঁচটি দেশকে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করেছিড়ভারত-পাকিস্তান, কসোভো-সার্বিয়া এবং আফ্রিকার কঙ্গো ও রুয়ান্ডা। আফ্রিকার সংঘর্ষকে তিনি '৩০ বছরের যুদ্ধ' আখ্যা দেন এবং বলেন, এতে ৬০ লাখ মানুষ মারা গেছে।

ইরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক উত্তেজনার প্রসঙ্গে ট্রাম্প বলেন, আমাদের হামলা ছিল নিখুঁত আঘাত। এখন তাদের সুর বদলে গেছে, তারা আর খারাপ কথা বলছে না বরং এখন দেখা করতে চায়।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্য ও ভিয়েতনামের সঙ্গে আংশিক বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম থেকে আসা পণ্যে ২০ শতাংশ এবং চীন থেকে ভিয়েতনাম হয়ে আসা ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যে ৪০ শতাংশ শুল্ক ধার্য হবে।

এছাড়া জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা এখনো চলমান। জাপানকে 'কঠিন অংশীদার' উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, দেশটির ৩০ বা ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হতে পারে, যা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

ট্রাম্পের সেই 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল

৭ পৃষ্ঠার পর

এবং নিরাপত্তা খাতে ব্যয় সংকোচ করার পাশাপাশি এই বিলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং অভিবাবসন প্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারেও এই বিলে বিপুল অর্থ ধার্য করা হয়েছে। পাশাপাশি সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে এই বিলে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আমলে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই বিলে সেই সিদ্ধান্তগুলোকে রদ করে দিচ্ছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের যে প্রকল্প ট্রাম্প গ্রহণ করেছেন, তাতে ব্যয় করা হবে ১৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেক্সিকোয় সীমান্ত পাঁচিল তৈরিতেও এই অর্থ খরচ হবে বলে জানানো হয়েছে। সীমান্তে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। সামরিক খাতে ব্যয় করা হবে ১৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মিসাইল এবং যুদ্ধ জাহাজ তৈরিতে। পরমাণু অস্ত্র তৈরিতেও বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে। তবে পরিবেশবিদেরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে। প্রচারে ট্রাম্প একটি কথা বারবার বলেছেন, 'ড্রিল বেবি ড্রিল'। অর্থাৎ, নতুন করে খনিজ তেল উত্তোলন শুরু করতে হবে। এই বিলে সেই খাতে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। তোলা হবে প্রাকৃতিক গ্যাসও।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with
إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

KUWAIT | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | Emirates | TURKISH AIRLINES | CATHAY PACIFIC | AIR INDIA

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

অভিবাসন অভিযানে ক্যালিফোর্নিয়া,

৭ পৃষ্ঠার পর

টেক্সাস ও পেনসিলভেনিয়াতেও চলছে একই অবস্থা ।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমার মতে, মাঠের ৭০ শতাংশ শ্রমিকই উধাও হয়ে গেছেন। আপনার ৭০ শতাংশ কর্মী যদি কাজে না আসে, তবে ৭০ শতাংশ ফসলও তোলা হয় না। সেগুলো একদিনেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বেশিরভাগ আমেরিকান এই কাজ করতে চায় না। এখানকার অধিকাংশ কৃষকই কোনোমতে টিকে আছেন। এ অবস্থায় অনেকেই দেউলিয়া হয়ে যাবেন বলে আশঙ্কা করছি”

লস অ্যাঞ্জেলেসের উত্তরে ভেনচুরা কাউন্টি থেকে শুরু করে রাজ্যের সেন্ট্রাল ভ্যালি পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল কৃষি অঞ্চলে রয়টার্সের সঙ্গে কথা হয় দুজন কৃষক, দুজন খামার তত্ত্বাবধায়ক ও চারজন অভিবাসী কৃষি শ্রমিকের। তারা বলেন, আইসিইর অভিযানের ফলে অধিকাংশ শ্রমিক কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন।

তারা বলেন, এর ফলে ফসল তোলা হচ্ছে না, একেবারে ভরা মৌসুমে ফল ও সবজি মাঠেই পচে যাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মেক্সিকান খামার তত্ত্বাবধায়ক গত সপ্তাহে তিনি স্ট্রবেরি চাষের জন্য প্রস্তুত করা একটি মাঠের কাজ তদারকি করছিলেন। বলেন জানান, সাধারণত তার স্ট্রবেরি খেতে ৩০০ শ্রমিক থাকেন। কিন্তু সেদিন ছিলেন মাত্র ৮০ জন। অন্য একটি খামারের আরেকজন তত্ত্বাবধায়ক জানান, তার জমিতে সাধারণত ৮০ জন কর্মী কাজ করেন, কিন্তু এখন আছেন মাত্র ১৭ জন।

বড় ক্ষতি

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদ স্বীকার করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি শ্রমিকদের অনেকেই অবৈধভাবে সেদেশে বসবাস করছেন। তবে তারা এ-ও বলছেন, তাদের সংখ্যা হঠাৎ করে কমে গেলে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল ও কৃষিভিত্তিক অঞ্চলের অর্থনীতিতে ভয়াবহ প্রভাব পড়তে পারে।

রিপাবলিকান পার্টির সদস্য ও কংগ্রেশনাল বাজেট অফিসের সাবেক পরিচালক ডগলাস হোল্টজ-ইকিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮০ শতাংশ কৃষি শ্রমিক বিদেশি বংশোদ্ভূত, যাদের প্রায় অর্ধেকই দেশটিতে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। তাদের হারালে ভোক্তাদের জন্য পণ্যের দাম বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

হোল্টজ-ইকিন বলেন, “এটা কৃষিশিল্প ও সরবরাহ চেইনের জন্য ক্ষতিকর”

ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারের তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রের এক-তৃতীয়াংশ সবজি ও তিন-চতুর্থাংশ ফল এবং বাদাম ক্যালিফোর্নিয়ায় উৎপাদিত হয়। ২০২৩ সালে এই রাজ্যের খামারগুলো থেকে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলারের কৃষি পণ্য বিক্রি হয়েছে।

রয়টার্স যে চারজন অভিবাসী কৃষি শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছে, তাদের মধ্যে দুজন অবৈধভাবে দেশটিতে বাস করছেন। আইসিইর হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে এই দুজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন।

তাদেরই একজন ৫৪ বছর বয়সি শ্রমিক। তিনি গত ৩০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খাতে কাজ করছেন, তার স্ত্রী-সন্তানরা এখানেই থাকেন। তিনি জানান, তার বেশিরভাগ সহকর্মীই এখন আর কাজে আসছেন না। তিনি বলেন, “কাজে যোগ দিলে পরিবারের সঙ্গে আবার দেখা হবে কি না, তা তারা জানেন না”

অবৈধভাবে বসবাসকারী অন্য একজন শ্রমিক রয়টার্সকে বলেন, “আমাদের সকালের শুরুটাই হয় ভয় নিয়ে। আগে দুশ্চিন্তা ছিল রোদ আর গরম নিয়ে, কিন্তু এখন এর চেয়েও বড় সমস্যা যোগ হয়েছে, অনেকেই আর বাড়ি ফিরতে পারছে না। আমি রাস্তায় কোনো ঝামেলায় না জড়ানোর চেষ্টা করি। এখন যেকোনো কারণেই হোক, কাউকে গ্রেপ্তার করা হলেই দেশ থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে”

খামার শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন কয়েকটি কমিউনিটি গ্রুপ বলেছে, অভিযানের পরও পেটের দায়ে অনেক শ্রমিক মাঠে ফিরছেন।

পাঁচটি গ্রুপ রয়টার্সকে জানিয়েছে, অভিযানের পরের কয়েকদিন মাঠে উপস্থিতি কম থাকলেও আয়ের অন্য কোনো উৎস না থাকায় শ্রমিকরা দ্রুতই কাজে ফিরে আসেন।

গ্রুপগুলো জানায়, অভিবাসন এজেন্টদের চোখ এড়াতে শ্রমিকরা আরও কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছেন। যেমন, বৈধ কাগজপত্র আছে এমন লোকের সঙ্গে একসাথে গাড়িতে যাতায়াত করা বা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এমন সন্তানকে মুদি দোকানে পাঠানো।

আইসিই আতঙ্ক

সম্প্রতি ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টের এক পোস্টে স্বীকার করেছেন, খামার শ্রমিক এবং হোটেল কর্মীদের ওপর আইসিইর অভিযান এই খাতগুলো থেকে “খুব ভালো ও পুরোনো কর্মীদের সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের শূন্যস্থান পূরণ করা প্রায় অসম্ভব”।

পরে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, “আমাদের কৃষকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাদের খুব ভালো কর্মী আছে” তিনি আরও বলেন, “তারা নাগরিক নয়, কিন্তু তারা চমৎকার কর্মী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে”

এই প্রভাব মোকাবিলায় তিনি একটি আদেশ জারির প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও কোনো নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়নি। আইসিইর অভিযানের প্রভাব সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যানা কেলি বলেন, ট্রাম্প সবসময় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। “তিনি আমাদের অভিবাসন আইন প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার পাশাপাশি আমাদের কৃষি শিল্পকে শক্তিশালী করতে এবং রপ্তানি বাড়াতে কাজ করে যাবেন”

অর্থনীতিবিদ বার্নার্ড ইয়ারোস এক প্রতিবেদনে বলেন, অভিবাসী শ্রমিকরা চলে যাওয়ায় যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা স্থানীয় কর্মীদের দিয়ে সাধারণত পূরণ করা যায় না। সেন্ট্রাল ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষক গ্রেগ টেশ বলেন, ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষিজমিতে আইসিইর অভিযান বৈধ কর্মীদেরও আতঙ্কিত করছে।

ট্রাম্পের মানবিক সহায়তা কমানোর

৬ পৃষ্ঠার পর

৮০ শতাংশেরও বেশি কর্মসূচি বাতিল করেছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন। ল্যানসেট প্রতিবেদনের সহ-লেখক ডেভিড রাসেলা এক বিবৃতিতে বলেছেন, অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের জন্য, এর ফলে যে ধাক্কা আসবে তা বিশ্বব্যাপী মহামারী বা একটি বড় সশস্ত্র সংঘাতের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ট্রাম্প প্রশাসন এর আগে ইলন মাস্কের নেতৃত্বে খরচ কমানোর উদ্যোগ হিসেবে ফেডারেল কর্মী সংখ্যা কমাতে কাজ করেছিল।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম মানবিক সহায়তা প্রদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে কাজ করেছে, যার বেশিরভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। রুবিও বলছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এখনও হাজারটা কর্মসূচি রয়েছে যা কংগ্রেসে পরামর্শক্রমে ‘আরও কার্যকরভাবে’ পরিচালিত হবে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম মানবিক সহায়তা প্রদানকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে কাজ করেছে, যার বেশিরভাগই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে। রুবিও বলছেন, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে এখনও হাজারটা কর্মসূচি রয়েছে যা কংগ্রেসে পরামর্শক্রমে ‘আরও কার্যকরভাবে’ পরিচালিত হবে। খবর বিবিসির।

ইউএসএআইডি বন্ধ করায় ট্রাম্প

৬ পৃষ্ঠার পর

সোমবার ইউএসএআইডি-এর শেষ দিন উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তায় অংশ নিয়ে ওবামা ও বুশ ট্রাম্প প্রশাসনের এই নীতির বিরোধিতা করেন।

চলতি বছরের মার্চে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ঘোষণা করেন যে, ইউএসএআইডি-এর ৮৩ শতাংশ কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। এই সংস্থাটি এখন স্টেট ডিপার্টমেন্টে একীভূত হয়ে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও উন্নয়নমূলক গবেষণাপত্র দ্য ল্যানসেট-এ প্রকাশিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই অর্থায়ন হ্রাসের ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে এক কোটি ৪০ লাখের বেশি অতিরিক্ত মৃত্যু ঘটতে পারে।

গবেষণা অনুযায়ী, বিগত দুই দশকে ইউএসএআইডি-এর সহায়তায় ৯ কোটি ১০ লাখেরও বেশি জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে, বিশেষত নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি, শিক্ষা ও মানবিক সহায়তার মাধ্যমে। মেনিশা হেলথ রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক ও গবেষণার সহলেখক বলেন, ইউএসএআইডি-এর সহায়তায় আমরা এইডস, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার মতো রোগ মোকাবিলায় স্থানীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা বাড়তে দেখেছি। এই মুহূর্তে তহবিল বন্ধ করলে শুধুই মানুষের জীবন হুমকির মুখে পড়বে না, বহু দশকে গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোও ভেঙে পড়বে। গবেষকেরা সতর্ক করেছেন, ইউএসএআইডি-এর ব্যয় কমানো অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতাদেরও তহবিল হ্রাসের দিকে ঠেলে দিতে পারে, ফলে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC.
নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক

বার্ষিক Annual Picnic

বনভোজন ২০২৫

৬ জুলাই, রবিবার

স্থান

George's Island Park Dutch St, Montrose, NY 10562 } Pavilion 1

জ্যাকসন হাইটসের ডেরা রেস্টুরেন্টের সামনে থেকে বাস ছাড়বে সকাল ৯টায় (Sharp)

র‍্যাফেল ড্র

প্রথম পুরস্কার: স্বর্ণালংকার
- ২য় নিউইয়র্ক-ঢাকা এয়ার টিকেট (রিটার্ন)
- ৩য় পুরস্কার: আইফোন
- ৪র্থ পুরস্কার: আইপ্যাড অ্যাপেল
- ৫ম পুরস্কার: অ্যাপেল ওয়াচ
- ৬ষ্ঠ পুরস্কার: ল্যাপটপ
- ৭ম পুরস্কার: ল্যাপটপ
- ৮ম পুরস্কার: আইফোন
- ৯ম পুরস্কার: ল্যাপটপ
- ১০ পুরস্কার: ল্যাপটপ

চাঁদার হার
একক: ৭০ ডলার
পরিবার: ১৪০ ডলার
পরিবার ৪জন

প্রধান অতিথি
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক
কনসাল জেনারেল, নিউইয়র্ক

উদ্বোধক
মোহাম্মদ ইসরাফিল মিয়া
বিশিস্ট সমাজ সেবক ও ব্যবসায়ী

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টামন্ডলী:
প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ মনছুর আলম

উপদেষ্টা: আব্দুস সাত্তার খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম, বাবুল দেওয়ান, এস মিয়া তৌহিদ, মনিরুজ্জামান মনির, এম রহমান সাচ্চু, আব্দুল কাইয়ুম, হাবিবুর রহমান, বখতিয়ার খোকন।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ

- **আতাউর রহমান সেলিম** সভাপতি-বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মোহাম্মদ আলী** সাধারণ সম্পাদক-বাংলাদেশ সোসাইটি
- **মহিউদ্দিন দেওয়ান** সি: সহ সভাপতি- বাংলাদেশ সোসাইটি
- **বীর মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ উদ্দিন আহমেদ** বিশিস্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক
- **এম ,বাসেত রহমান** প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-ঢাকা জেলা
- **বদরুল ইসলাম খান বাদল** সাবেক সভাপতি- ঢাকা জেলা
- **আরিফ আহম্মেদ চৌধুরী** সাবেক সভাপতি- ঢাকা জেলা
- **নজরুল ইসলাম** ম্যানিজিং ডাইরেক্টর- জীসাস ফ্যাশন
- **শাহ্‌জাহান মিয়া (ডলার)** সাধারণ সম্পাদক-ঢাকা জেলা
- **মো: জিয়াউর রহমান মিলন** সি: সহ সভাপতি- ঢাকা জেলা, সভাপতি- ধামরাই উপজেলা
- **মো: আলমগীর হোসেন** সাবেক চেয়ারম্যান, বাস্তা ইপি, কেরানীগঞ্জ
- **রীনা মাসুদ** সভাপতি- দোহার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলি

বিশেষ আকর্ষণ
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, সুস্বাদু খাবার, র‍্যাফেল ড্র

সুধী, আসসালামু আলাইকুম, আগামী ৬ জুলাই রোজ রবিবার ২০২৫, সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর, মনোরম পরিবেশে নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক এর বার্ষিক বনভোজন ওয়েষ্টচেষ্টারের **George's Island Park** এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত বনভোজন অনুষ্ঠানে আপনি/আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণে

মো: ইউসুফ বিজু আহ্বায়ক ৩৪৭-৪৮৪-৮৮৬৮

গনেশ কীর্ত্তনীয়া সদস্য সচিব ৩৪৭-৩৪৫-৯৯১১

তানভির এ মিলন প্রধান সমন্বয়কারী ৭১৮-৯২৫-৫৩৭০

আমিন মেহেদী বাবু প্রধান পৃষ্ঠপোষক ৯১৭-৬০১-১৬৫০

মো: গোলাম লিপন যুগ্ম আহবায়ক

হাবিবুর রহমান সমন্বয়কারী

আব্দুর রশিদ বাবু পৃষ্ঠপোষক

শহীদ জামান বাবু যুগ্ম সচিব

অর্থ সংগ্রহে: শফিক খান
আপ্যায়নে: ওয়াজেদ মিয়া
সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনায়: শাওন ভূইয়া

ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনায়
মহেদী হাসান, মো: লিটন, আবুল কালাম

সার্বিক সহযোগিতা

গোলাম এন. হায়দার মুকুট (সিনিয়র সহ-সভাপতি), মোহাম্মদ মিলন মোল্লা, শেখ আব্দুল মালেক (সহ-সভাপতি), তানভির এ মিলন (সহ-সভাপতি), রুবেল চৌধুরী (সহ-সভাপতি), নেছার আহমেদ, ইসরাত জাহান, গোলাম মনিফ, শিল্পী রানী মন্ডল, শামীম আহমেদ, ইব্রাহীম ভুইয়া, মোহাম্মদ মিঠু মিয়া, নাসিম খান, মানিক ওয়াদুদ, শেখ শামীম আহমেদ, নিরঞ্জন শীল, আবুল কালাম আজাদ কিরন, শেখ সিদ্দিক, তানভীর করিম।

শুভেচ্ছান্তে

মোহাম্মদ উজ্জল বিপুল সভাপতি, ৯১৭-৫৪৭-৩৭৭৪

আসাদ জামান সাধারণ সম্পাদক, ৯২৯-৫৮৪-৭০১০

প্রচার সম্পাদক হাবিবুর রহমান কর্তৃক প্রচারিত

বন্ধু ইলন মস্ক এখন ট্রাম্পের শত্রু

৬ পৃষ্ঠার পর

ট্যাক্স ক্রেডিটসহ নানা সুবিধা ভোক্তাদের বৈদ্যুতিক গাড়ির প্রতি আগ্রহী করেছে, যা বর্তমানে ট্রাম্প প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন। মঙ্গলবার টেসলার শেয়ারমূল্য ৫ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে।

এদিকে মাস্ক হুমকি দিয়েছেন, তিনি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন এবং ট্যাক্স বিল সমর্থনকারী আইনপ্রণেতাদের হারাতে অর্থ ব্যয় করবেন। যদিও তিনি সরকারি ব্যয় কমানোর পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট মাস্কের বাজেট ঘাটতির সমালোচনার জবাবে বলেন, ‘দেশের অর্থনীতির দেখভাল আমিই করব।’ মমাস্কের উদ্যোগে গঠিত ‘ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি’ নামের ব্যয় সংকোচন প্রকল্প থেকেও মে মাসে তিনি নিজেই সরে দাঁড়ান। ট্রাম্প সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশালে লেখেন, ‘ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বেশি ভর্তুকি পেয়েছে ইলন মাস্ক।’ তিনি হুঁশিয়ারি দেন, ‘রকেট লঞ্চ, স্যাটেলাইট বা ইভি উৎপাদন সব বন্ধ করলে আমেরিকার অনেক টাকা বাঁচবে।’

পরে ট্রাম্প আরো বলেন, ‘ডিওজিই এমন একটা দানব যেটা আবার ইলনকেই খেয়ে ফেলতে পারে।’

জবাবে মাস্ক নিজের প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ লেখেন, ‘আমি স্পষ্ট করে বলছি, সব ভর্তুকি বন্ধ করুন, এখনই।’ তিনি আরো পাল্টা আক্রমণ করতে পারতেন বলেও জানান, তবে আপাতত তা থেকে বিরত থাকার কথাও বলেন।

টেসলার সামনে চ্যালেঞ্জঃ এই দ্বন্দ্ব মাস্কের ব্যবসা সাম্রাজ্যের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে টেসলা বর্তমানে টেক্সাসের অস্টিনে পরীক্ষাধীন রোবোট্যাক্সি প্রোগ্রামের ওপর বড় বিনিয়োগ করেছে, যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সরকারি নীতিমালার ওপর। বিশ্লেষক জিন মানস্টার বলেন, ‘টেসলার বাজারমূল্যের বড় অংশ নির্ভর করছে স্বয়ংচালিত প্রযুক্তির অগ্রগতির ওপর। যদিও তাৎক্ষণিক কোনো পরিবর্তন হবে না, তবে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে।’ বুধবার টেসলার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক বিক্রয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার কথা। ইউরোপে বিক্রয় মিশ্র হলেও মাস্কের কট্টর ডানপন্থী অবস্থান অনেক বাজারেই টেসলার জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

ইভি ক্রেডিট বাতিল হলে টেসলার আয় ১.২ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত কমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে জে.পি মরগানড়্যা ২০২৪ সালের মোট পরিচালন আয়ের প্রায় ১৭শতাংশ। ইলেকট্রিফিকেশন কোয়ালিশন, একটি ইভি সমর্থনকারী সংগঠন, হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসকে অনুরোধ করেছে যেন তারা সিনেট বিলটি সংশোধন করে।টেসলার বিনিয়োগকারী গ্যারি ব্ল্যাক জানান, গাড়ি বিক্রি কমে যাওয়ায় তিনি শেয়ার বিক্রি করেছেন এবং ইভি ক্রেডিট বাতিল হলে কম্পানিটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদিকে স্পেসএক্স এখনও প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের সরকারি চুক্তির ওপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি, টেসলা বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার রেগুলেটরি ক্রেডিট বিক্রি করে এসেছে। এ আয় ছাড়া কম্পানিটি এপ্রিল মাসে লোকসান দেখত।

জুনের শুরুতেই ট্রাম্প মাস্কের সরকারি চুক্তি বাতিলের হুমকি দেন। তখন থেকেই দুজনের মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে উত্তেজনা বাড়ে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি জানি না ওকে (মাস্ককে) ডিপোর্ট করা হবে কি না। এটা খতিয়ে দেখতে হবে।’

মাস্কের সঙ্গে বিরোধ বাড়ল ট্রাম্পের, টেসলা

৬ পৃষ্ঠার পর

শীর্ষ ধনী মাস্ক একসময় ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তবে এখন দুজনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। এরই মধ্যে এই দ্বন্দ্ব নতুন করে প্রকাশ্যে এসেছে। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় শত শত মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা মাস্ক সোমবার আবারও ট্রাম্পের করছাড় ও সরকারি ব্যয়ের বিলের সমালোচনা করেন। ওই বিলের কারণে বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনায় যে ভর্তুকি দেওয়া হতো, তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে মাস্কের কোম্পানি টেসলা, যা যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা। বিতর্কিত সেই বিলটি মঙ্গলবার ১ জুলাই দুপুরে মাত্র কয়েক ভোটের ব্যবধানে সিনেটে পাস হয়।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেষ্টেড এবং কনটেষ্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

ASTA IATA Emirates
কর্ণফুলী ট্রাভেলস
▶ হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
▶ সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেলস ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীনকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯
ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে সিরিয়ার

১২ পৃষ্ঠার পর

উৎসাহিত ও সমর্থন দিতেই’ এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগের সন্ত্রাস ও আর্থিক গোয়েন্দাবিষয়ক ভারপ্রাপ্ত আন্ডার সেক্রেটারি ব্র্যাড স্মিথ জানান, এই নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ‘আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থা থেকে দেশটির বিচ্ছিন্নতা শেষ হবে, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যের পথ খুলে দেবে এবং অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকেও বিনিয়োগ আকর্ষিত হবে।’ তবে আদেশে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদ, তার শীর্ষ সহকারী, পরিবারের সদস্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন, মাদক পাচার বা রাসায়নিক অস্ত্র কর্মসূচিতে জড়িত কর্মকর্তাদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি।

গাজায় এখনো ত্রাণ নিতে গিয়ে

১২ পৃষ্ঠার পর

ফোনে খাদেরের সঙ্গে কথা বলি। ও আমাদের জানায়, নেটজারিম ত্রাণকেন্দ্রে নিরাপদ জায়গায় আছে। আমি ওকে সাবধানে থাকতে বলি। একটা নাগাদ আমি ওকে ফোন করি। কিন্তু ফোনে সাড়া পাইনি। দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।"

তারপর কাসিম মধ্য গাজায় যান। হাসপাতালগুলিতে খোঁজ নেন। শেষপর্যন্ত খাদেরের মরদেহ খুঁজে পান। দেখা যায়, অনেকগুলি বুলেটের আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

কাসিম বলেছেন, "একজন ১৯ বছর বয়সি তো সবে তার জীবন শুরু করেছে। সে খাবারের বাক্স আনতে গেছিল। আমি চাইনি। কিন্তু ছেলে মনে করলো, পরিবারকে সাহায্য করা উচিত। ওখানে অবর্ণনীয় অবস্থা। মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে। না হামাস, না ইসরায়েল, না আরব দেশগুলি, কেউ আমাদের জন্য ভাবে না।"

গাজায় খাবার পাওয়া সবচেয়ে বড় সমস্যা

গাজায় ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন মানুষ মারা যাচ্ছেন।বাস্তবতা হলো, গাজার ২৩ লাখ মানুষ পুরোপুরি ত্রাণের উপর নির্ভরশীল। আর ত্রাণ আসে ইসরায়েল হয়ে। গাজার প্রায় সকলেই ঘরছাড়া হয়েছিলেন। ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে গাজার ৫৭ হাজার মানুষ মারা গেছেন। গত মে মাসের সমীক্ষা অনুসারে ৯৩ শতাংশ মানুষ খাদ্যসংকটে ভুগছেন।

জাতিসংঘ ত্রাণ দেয়া শুরু করেছে, অ্যামেরিকা-ইসরায়েলের সংস্থা জিএইচএফ তিনটি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র খুলেছে। তা সত্ত্বেও গাজার মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম খাবার পাচ্ছেন। ত্রাণভর্তি ট্রাক সশস্ত্র গোষ্ঠী বা বেসামরিক মানুষ লুট করে নিচ্ছে, এমন ঘটনাও ঘটছে। এর মধ্যে ইসরায়েলের সেনা উত্তর ও দক্ষিণ গাজায় বিমান হামলা চালাচ্ছে। তারা সেখান থেকে মানুষকে সরে যেতে বলেছে।

আবু লিবদার বয়স ৪৪ বছর। পাঁচ সন্তানের বাবা। খান ইউনিস দিয়ে যখন একটা ত্রাণবোঝাই ট্রাক যাচ্ছিল, তিনি একটা ময়দার বস্তা নিতে পেরেছিলেন। তিনি ডিডাব্লিউকে ফোনে বলেছেন, "আমি জানি এটা ঝুঁকির কাজ। কিন্তু আমাদেরও তো কিছু খেতে হবে। হাজার হাজার মানুষ ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করছে। হঠাৎ শুনতে পেলাম দুটো গোলা ফাটার শব্দ। আমি দেখলাম মানুষ রাস্তায় পড়ে গেলেন। অনেকের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। সৌভাগ্যবশত, আমার হালকা আঘাত লেগেছে।"

গত কয়েক সপ্তাহে কয়েকশ মানুষের মৃত্যু'

হামাস-শাসিত গাজায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত কয়েক সপ্তাহে ইসরায়েলের সেনার গুলি ও গোলার আঘাতে পাঁচশর বেশি মানুষ মারা গেছেন। তারা ত্রাণের অপেক্ষায় ছিলেন। হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইসরায়েলসহ বেশ কিছু দেশ।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই দাবি অগ্রাহ্য করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে জানিয়েছে, "হামাস বেসামরিক মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে। গাজার মানুষের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, হামাস ইসরায়েলের সেনার উপর মিথ্যা অভিযোগ করছে। তারা মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে বলছে, ভুয়া ভিডিও ছড়াচ্ছে।"

গত মঙ্গলবার অক্সফাম, সেভ দ্য চিল্ডরেনসহ ১৩০টি বড় সেবা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও জিএইচএফকে বলেছে, তারা যেন ত্রাণশিবির বন্ধ করে দেয়। কারণ, ফাউন্ডেশনের ত্রাণশিবির সামরিক এলাকা বা তার কাছে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছেন। তাদের গুলির মুখে পড়তে হচ্ছে।

জিএইচএফের চেয়ারম্যান জনি মুর ব্রাসেলসে বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন, তারা ত্রাণশিবির বন্ধ করবেন না। তারা এখনো পর্যন্ত পাঁচ কোটি ৫৫ লাখ মিল বিতরণ করেছেন। তারা জাতিসংঘ ও অন্য ত্রাণসংস্থার সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক। তিনি বলেছেন, গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতিদিন মৃত্যুর তালিকা দেয় এবং বলে তারা জিএইচএফের ত্রাণ নিতে গিয়েই মারা গেছেন।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী(আইডিএফ) আগে অনেকবার বলেছে, ত্রাণ নিতে গিয়ে সামরিক পজিশনের খুব কাছে যখন মানুষ চলে আসে, তখন তারা সাবধান করে দেয়ার জন্য গুলি ছোড়ে। তবে এর ফলে কতজন মারা গেছেন সেই সংখ্যা তারা জানায়নি।

যুদ্ধ থামাতে পুতিনের আগ্রহ নেই

১২ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপে সেটির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনে এক ব্রিফিংয়ে উশাকভ এ প্রসঙ্গে বলেন, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন টেলিফোনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে বলেছেনড়আমরা এখনও সংঘাতের রাজনৈতিক, আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ইস্তাম্বুলে সম্পাদিত মানবিক চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

“তবে প্রেসিডেন্ট পুতিন স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সংঘাতের শুরুতে রাশিয়া যেসব লক্ষ্য নিয়েছিলড় সেসব অবশ্যই পূরণ করা হবে। অর্থাৎ এই সংঘাতের মূলে যেসব কারণ রয়েছেড় সেসব সমাধান করতে হবে। যদি না হয়, তাহলে যুদ্ধবিরতি হলেও হয়তো তা স্থায়ী না ও হতে পারে।” ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত। ডোনাল্ড ট্রাম্প শুরু থেকেই এই যুদ্ধের বিরোধী ছিলেন এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন এই যুদ্ধকে থামানোর পরিবর্তে আরও উসকে দিচ্ছেড় এমন সমালোচনাও তিনি করেছেন বেশ কয়েক বার।

২০২৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ট্রাম্প বলেছিলেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত থামানোকে অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। সেই অনুযায়ী চেষ্টাও করে যাচ্ছেন ট্রাম্প। গত ২০ জানুয়ারি শপথ গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত যুদ্ধ থামানোর জন্য পুতিনকে ৬ বার ফোনকল করেছেন তিনি; ইস্তাম্বুলে রুশ ও ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে যে সংলাপ শুরু হয়েছেড় সেখানেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

ইরানের তেল বাণিজ্যের ওপর নতুন

১২ পৃষ্ঠার পর

সাইদের কোম্পানি এবং জাহাজগুলো প্রথমে ইরানি তেলের সঙ্গে ইরাকি তেল মিশ্রিত করে, পরে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে জাল নথি ব্যবহার করে ইরাক বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাধ্যমে পশ্চিমা ক্রেতাদের কাছে সম্পূর্ণ ইরাকি তেল হিসেবে বিক্রি করা হয়।

মার্কিন ট্রেজারি আরও জানিয়েছে, সাইদ সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক কোম্পানি ভিএস ট্যাঙ্কার্স নিয়ন্ত্রণ করেন, যদিও তিনি কোম্পানিটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলেন।

এছাড়াও লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ-নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান আল-কারদ আল-হাসানের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সম্পদ জব্দ করা হবে এবং মার্কিনিদের সঙ্গে তাদের যেকোনো ব্যবসা করতে বাধা দেওয়া হবে। খবর রয়টার্সের।

ইউক্রেনে যুদ্ধাস্ত্রের চালান স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

১২ পৃষ্ঠার পর

‘আমেরিকার স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ প্রসঙ্গত, রাশিয়া বিমান হামলা তীব্র করার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি পশ্চিমা মিত্রদের কাছে তার বিমান প্রতিরক্ষা জোরদার করার অনুরোধ করেন। কিন্তু সহায়তার বিপরীতে ইউক্রেনে কিছু অস্ত্র স্থানান্তর বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রাশিয়া সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ইউক্রেনের উপর প্রায় রাতভর বিমান হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে শত শত ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ফোন না ধরলে ট্রাম্প রাগ করতে

১২ পৃষ্ঠার পর

তবে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুষ্ঠান ছেড়ে ছুটে যাওয়ার বিষয়টি নজর কেরেছ। কেননা পুতিন নিজেই বিশ্বের বিভিন্ন নেতাকে প্রায়ই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়ে রাখেন বলে পরিচিত। মার্চ মাসেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টেকে তিনি ফোনকল অপেক্ষা করিয়ে রাখেন।

সেই ফোনালাপ শুরু হওয়ার কথা ছিল রাশিয়ার সময় বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে। সেই সময় পুতিন মস্কোতে রুশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি সম্মেলনে ব্যস্ত ছিলেন এবং তেমন কোনো তাড়াহুড়া না করেই সেখানে সময় কাটাতে থাকেন। সেই ইভেন্টে উপস্থিত রাশিয়ান ইউনিয়ন ফর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিউরসের প্রধান আলেকজান্ডার শোখিন জানান, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ পুতিনকে মনে করিয়ে দেন-ফোনকলের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, শোখিন পুতিনকে জিজ্ঞেস করছেন তিনি দেরি করে ফেলবেন না তো, পেসকভ যে ফোনকলের সময় হয়ে গেছে সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ সময় পুতিন হাসতে হাসতে মজার ছলে বলেন, ‘ওর কথা শুনবেন না! ওর কাজই এসব বলা,’ড়আর এতে উপস্থিত নেতারা হেসে ওঠেন। পুতিনের সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী শোখিন তখন বলেন, ‘এখন দেখা যাক, ট্রাম্প এ ব্যাপারে কী বলেন।’

পুতিন তখনো হাস্যোজ্জ্বল জবাব দেন, ‘আমি তো ট্রাম্পের কথা বলিনি। আমি পেসকভের কথাই বলছিলাম।’

যদিও ওই ফোনালাপ ছিল এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক যোগাযোগ। তবে পুতিন তৎক্ষণাৎ মস্কো ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে বের হননি। বরং অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি স্থান ত্যাগ করেন বিকেল ৫টার দিকে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পর।

নারী নির্যাতনেই কি পুরুষের বীরত্ব?

১৮ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে সারাদেশে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ১ হাজার ৫৫৫ জন নারী ও কন্যাশিশু। আর বাংলাদেশ পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের মে মাসে নারী ও শিশু নিপীড়নের ঘটনায় দুই হাজার ৮৭টি, এপ্রিলে দুই হাজার ৮৯টি, মার্চে ২০৫৪টি, ফেব্রুয়ারিতে এক হাজার ৪৩০টি, এবং জানুয়ারিতে এক হাজার ৪৪০টি মামলা হয়েছে।

তবে যত মামলা হয় বা যত খবর গণমাধ্যমে আসে বাস্তব সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। দুঃখজনক হলো এ দেশের রাস্তায়-বাসে-পথে ঘাটে, অফিসে, বাড়িতে নারী নিপীড়নের ঘটনাগুলো ঘটলেও পুরুষদের সেভাবে প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না। বরং অনলাইনে অফলাইনে পুরুষদের হাতেই নারীরা বেশি নিযাতিত হন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এ বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি যৌথভাবে একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, দেশের ৭০ ভাগ নারী তাদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার শিকার হন। পরিবারের অন্য সদস্যদের তুলনায় স্বামীর মাধ্যমে বেশি নির্যাতনের শিকার হন নারীরা। তবে জীবনসঙ্গী বা স্বামীর মাধ্যমে সহিংসতার মাত্রা বেশি হলেও ৬৪ শতাংশ নারী তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সহিংসতার কথা কাউকে কখনো বলেননি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) আরেক প্রতিবেদনে বলেছে, বিশ্বের যেসব দেশে স্বামী বা সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার বেশি সেই তালিকায় বাংলাদেশ চতুর্থ। বেসরকারি এক সংস্থার জরিপ বলছে, দেশে ৯৪ শতাংশ নারী গণপরিবহনে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির শিকার। এতোসব পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে যদি বলি, ফার্মগেট থেকে শাহবাগে প্রকাশ্যে দিনের বেলা কোন ধরনের অস্বস্তি বোধ ছাড়া কয়জন নারী হেঁটে যেতে পারেন?

বাংলাদেশের এক তরুণীর একটা সাক্ষাৎকার ভাইরাল হয়েছে ফেসবুকে। ওই তরুণীর প্রতি প্রশ্ন ছিল, ‘‘২৪ ঘণ্টার জন্য যদি পৃথিবী থেকে সমস্ত পুরুষ উধাও হয়ে যায়, আপনি কী করবেন?’’ উত্তরে তরুণী বলেছিলেন, ‘‘রাতে একা হাঁটতাম। রাত তিনটা বাজে হেঁটে দেখব কেমন লাগে’’

এ দেশে একজন নারীর রাতে একা হাঁটতে চাওয়ার ইচ্ছা যে কত ‘বড় ইচ্ছা’, তা নারীমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ পুরুষ এই ঘটনাগুলো অনুধাবন করতে পারেন বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশ বহু বছর ধরেই এই নারী নিপীড়ন চলছে। তবে অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে নারীর প্রতি যৌন নিপীড়ন, হয়রানি, হিংসাবিদ্বেষসহ বিভিন্ন ধরনের নিপীড়নের ঘটনা বেড়ে চলেছে বলে অভিযোগ তুলছে বিভিন্ন সংগঠন। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে কটূক্তির পরেও সরকারের কোনো প্রতিবাদ চোখে পড়েনি।

এই কটূক্তি ও অব্যাহত নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে মে মাসেই ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ‘নারীর ডাকে মৈত্রীযাত্রা’ কর্মসূচি পালিত হয়। তবে পরিস্থিতি খুব বেশি ইতিবাচক হয়নি। এর আগে এ বছরের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে নারী সংহতির এক মতবিনিময় সভায় বলা হয়, ‘‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীরাই সামনের সারিতে ছিলেন। এখন সেই নারীদের বেঁচে থাকাই বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবাদ করলে মবের শিকার হতে হচ্ছে। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নারীদের হয়রানি করা হচ্ছে। নারীর প্রতি এই বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারও নীরব। বাস্তবতা কিন্তু আসলেই তাই। এই রাষ্ট্র, এখানকার আইন আদালত সবকিছুই নারী নিপীড়নের পক্ষে’’

আফসোস মানুষ পরিবর্তন চেয়েছিল! কিন্তু বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক যে নারী তাদের আতঙ্ক আরো বেড়েছে, তাদের অবস্থা যেন আরো খারাপ হয়েছে। সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সম্প্রতি এক জরিপে বলেছে, দেশের প্রায় অর্ধেক মানুষ এখন নিজেকে অনিরাপদ মনে করেন। তবে এ শঙ্কা পুরুষের তুলনায় নারীদের বেশি। আর এখন নিপীড়নকারীদেরও বীর বানানো হচ্ছে অনেক সময়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাটা মনে করেন। এক ছাত্রীক পোশাক নিয়ে হেনস্থার পর যখন ফেসবুকে প্রতিবাদ করে স্ট্যাটাস দেন, দেখা গেল ওই ছাত্রীকে অনলাইনে হেয় করা হচ্ছে আর ওই হেনস্থাকারীকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। এর আগে ৪০ থেকে ৫০ জনের মতো একটি মব সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত থানা ঘেরাও করে রাখেন ওই লোকের বিরুদ্ধে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা চালিয়েছেন এমন লোককে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার এমন প্রবণতা সমাজে আগে ছিলো কী? এখানে নারীকে হয়রানি করার মতো অপরাধকে যেন উৎসাহিত করা হচ্ছে। এগুলো যেন পুরুষের মোরাল পুলিশিং!

মুন্সিগঞ্জের ঘটনাটিও এর প্রমাণ। এ বছরের মে মাসে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, দুই তরুণীকে লঞ্চের একেবারে সামনের অংশে উঠিয়ে বেল্ট দিয়ে পেটাচ্ছেন এক তরুণ। এ সময় স্থানীয় লোকজন সেই দৃশ্য মুঠোফোনে ধারণ করে উল্লাস করছিলেন ও বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিলেন।

ওই ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণ দাবি করেন তিনি ওই দুই নারীকে বড় ভাইয়ের মতো শাসন করেছেন। কাজেই তিনি যখন বেল্ট খুলে পেটাচ্ছিলেন বাকিরা মনে করেছেন পোশাকের কারণে এভাবে শাসন করা উচিত। ফলে তারা উল্লাস করছিলেন।

মুরাদনগর, ভোলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, লালমাটিয়া, মুন্সিগঞ্জ কিংবা নারী নিপীড়নের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ সময় অল্প কয়েকজন পুরুষ নিপীড়ন করে কিন্তু বাকি পুরুষরা প্রতিবাদ না করে দর্শকের ভূমিকায় থাকছে। এদের কেউ কেউ আবার নিপীড়নে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে অংশ নিচ্ছেন বা সমর্থন দিচ্ছেন! অথচ যদি উল্টো হতো কয়েকজন পুরুষ প্রতিবাদ করছেন তাহলেই কিন্তু নির্যাতনকারী পালিয়ে যেত। অথচ সেই প্রতিবাদটা হয় না! মোবাইল ফোনে এসব ঘটনার ছবি তোলার ব্যাপারে যতো উৎসাহ থাকে মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তা দেখা যায় না।

ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পুরুষরা এখানে নৈতিকতা পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আসলে পুরুষতান্তিক এই সমাজে এই রাষ্ট্রে পুরুষরা সবসময় নারীর চেয়ে নিজেকে প্রভাবশালী ভাবেন। এমনকি অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে নারীর চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থানে থেকেও একজন পুরুষ নিজেকে শক্তিশালী ভাবেন। ফলে তারা নারীকে সবসময় শাসন করতে চান।

আসলে এই দেশের সমাজ কাঠামোতে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্তৃত্বের ধারণা এতটাই শক্তিশালী যে নারীর প্রতি সহিংসতাকে এখানে ‘স্বাভাবিক’ মনে করা হয়। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি বিদ্বেষ আর ঘৃণা বাড়তেই থাকে। শুধু পুরুষ নয় নারীরাও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। কাজেই শুধু আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় বরং আইনের কঠোর প্রয়োগ ও সুশাসনের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও □মূল্যবোধ জরুরি। পরিবার, স্কুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিকার, মর্যাদা এবং সুরক্ষা বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা জরুরি। বিশেষ করে ছোটবেলা থেকে পারিবারিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের যে সমাজকাঠামো তাতে একটা ছেলে শিশু পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ববাদী হয়ে ওঠে। একজন পুরুষ বাবা হিসেবে যদি নিজের সন্তানদের সামনে স্ত্রী এবং পরিবারের নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, একজন মা যদি ছেলে সন্তানকে নারীদের সম্মান করতে শেখান তাহলে নারীদের প্রতি সহিংসতা কমবে। আসলে ছোটবেলা থেকেই ছেলে শিশুদের বোঝাতে হবে নারী নিপীড়ন করলে একজন পুরুষ কখনো বীর হয় না বরং নারীকে সম্মান ও নিরাপত্তা দিতে পারলেই বীর পুরুষ হওয়া যায় না। একইভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রেই ইতিবাচক চর্চা জরুরি। গণমাধ্যমেকে এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। দুঃখজনক হলো গণমাধ্যমের এসব খবরেও নারীকে নানাভাবে হেয় করা হেচ্ছে। অধিকাংশ গণমাধ্যমে নারী ও শিশুদের জন্য কোন নীতিমালা নেই। ধর্ষন ও নিপীড়নের শিকার নারীর ছবি ও ভিডিও আর রগরগে বর্ণনা। নাটক-সিনেমাতেও নারীকে নানাভাবে হেয় করা হচ্ছে। এই অবস্থার পরিবর্তন জরুরি।

আরেকটি বিষয়। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানা আইন থ াকলেও বাস্তবে এসব আইনের যথাযথ প্রয়োগ হয় না।আইনের এই প্রয়োগ ও সুশাসন জরুরি। তবে সবার আগে মনে রাখতে হবে, নারীর মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব সবার বিশেষ করে পুরুষের সংহতি এবং সমর্থন ছাড়া নারী নিপীড়ন বন্ধ করা কঠিন। পাশাপাশি বোধসম্পন্ন প্রতিটা পুরুষের প্রতিটা মানুষের নিপীড়নের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ করা উচিত। কারণ অল্প কয়েকজন পুরুষও যদি নিজ অবস্থানে থেকে এসব ঘটনার প্রতিবাদ করেন তাহলে বাকি পুরুষদেরও তা প্রভাবিত করবে এবং এভাবেই ধীরে ধীরে সমাজে নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব বাড়াবে। শেষ করি ইতিবাচক কথা বলে। এতোক্ষণে পুরো দেশবাসী জেনে গেছে, ২ জুলাই ২-১ গোলে মিয়ানমারকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান ফুটবল কাপে জায়গা পেয়েছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। অথচ এই নারী ফুটবালদের কতো ধরনের বাঁধা বিপত্তি পেরুতে হচ্ছে। কিন্তু তারপরেও ঋতুপর্ণারা এগিয়ে যাচ্ছে। আসলে পুরোপুরি সমর্থন পেলে বাংলাদেশের নারীরা আরো এগিয়ে যাবে। কাঙ্খিত বাংলাদেশ গড়তে হলে এর বিকল্প নেই! শরিফুল হাসান কলাম লেখক, ও বিশ্লেষক। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

মামদানির জয় থেকে ডেমোক্র্যাটরা

১৬ পৃষ্ঠার পর

দিয়েছে, গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট নয়, বরং নিজের জীবনে যেসব সিদ্ধান্ত প্রভাব ফেলে, সেগুলো নিয়ে কথা বলার অধিকার দাবি করাও গণতন্ত্র। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, মামদানি সেই নৈতিক প্রশ্ন থেকে পালিয়ে যাননি, যা শুধু নিউইয়র্ক নয়, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে কোটি মানুষের মনে আঘাত দিচ্ছে। সেটি হলো ইসরায়েলের চরমপন্থী নেতানিয়াহুর সরকারের গণহত্যামূলক কর্মকাণ্ডে যুক্তরাষ্ট্র যেন সামরিক সহায়তা না দেয়। গাজার শিশুদের অনাহারে মারা যাওয়া কেউ চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে পারে না। মামদানি জানেন, আসলেই, ইহুদিবিদ্বেষ (অ্যান্টিসেমিটিজম) একটি জঘন্য ও বিপজ্জনক চিন্তাধারা। কিন্তু নেতানিয়াহুর মতো একজন নেতার অমানবিক নীতির সমালোচনা করা মানেই ইহুদিবিদ্বেষ নয়। মামদানির নির্বাচনী লড়াই আমাদের শেখায়, শুধু ট্রাম্পের বা তাঁর ধ্বংসাত্মক নীতির সমালোচনা করলেই চলবে না; আমাদের দরকার একটি ইতিবাচক ভবিষ্যৎ চিন্তা। দরকার এ প্রশ্নের জবাবড়এই পরিস্থিতি কেন হলো, কেন আজ অধিকাংশ আমেরিকান পিছিয়ে পড়ছে? বর্তমান ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতারা মামদানির নির্বাচনী প্রচারণা থেকে শিক্ষা নেবেন কি না, সেটা নিয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবত নেবেন না। কারণ, তাঁদের অনেকেই এমন অবস্থায় আছেন, যেখানে তাঁরা নিজেরাই সেই ডুবতে থাকা জাহাজ ‘টাইটানিক’-এর ক্যাপ্টেন হয়ে থাকতে চান; কিন্তু দিক পরিবর্তন করতে চান না। তবে তাঁরা কী ভাবছেন, সেটা এখন খুব একটা গুরুত্বপূর্ণও নয়। কারণ, মামদানির বিরুদ্ধে এই ‘সিস্টেম’-এর পক্ষ থেকে সবকিছুই মাঠে নামানো হয়েছিল। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের সুপার প্যাক অর্থায়ন, নামীদামি মানুষের সমর্থন, পক্ষপাতদুষ্ট গণমাধ্যমড়সব নামানো হয়েছিল। তবু তাঁরা মামদানিকে হারাতে পারেননি। - বার্নি স্যান্ডার্স যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এবং সিনেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম ও পেনশন-সংক্রান্ত কমিটির প্রধান সদস্যদের একজন। দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর জন্য অনুবাদ সারফুদ্দিন আহমেদ

পাকিস্তানের পর এ বার বাংলাদেশ!

৯ পৃষ্ঠার পর

শুধু সামরিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন নয়, ইউনূস সরকারের এই পদক্ষেপের অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতের উপর চাপ বাড়ানো বলে কূটনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন। অন্য দিকে, এর্ডোগান সরকারের এই পদক্ষেপ ভারতের বিরুদ্ধে ‘কৌশলগত পদক্ষেপে’র অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। অপারেশন সিঁদুর-পর্বে পাক সেনাকে সহায়তার প্রতিক্রিয়ায় ইতিমধ্যেই ভারতে বিনিয়োগকারী তুরস্কের কয়েকটি বাণিজ্যিক সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে দিল্লি। পাকিস্তান সেনার পাশাপাশি, সাম্প্রতিক কালে আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আজ□রবাইজান সেনাকে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইউক্রেনকে ড্রোন দিয়েছে তুরস্ক।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

স্বাধীনতার ২৪৯তম বছরে পা রাখলো যুক্তরাষ্ট্র

৫ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকরা উপহার দিয়েছে এ ভাস্কর্যটি। তাই এই দিনে স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে সজ্জিত করা হয় বর্ণিল সাজে। উল্লেখ্য, স্ট্যাচু অব লিবার্টি যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক। যতদিন আমেরিকা থাকবে, ততদিন এ ভাস্কর্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক হয়ে থাকবে।

যেভাবে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করেন আমেরিকানরা

পরিচয় ডেস্ক : প্রতি বছর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান আর আয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসটি উদযাপন করে আমেরিকানরা। ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা কিন্তু রাতারাতি আসেনি। ১৭৮৩ সালে প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগে সাত বছর কেটেছিল যুদ্ধে; জীবন দিতে হয়েছিল ২৫ হাজার বিপ্লবী আমেরিকান এবং ২৭ হাজার ব্রিটিশ ও জার্মান সেনা।

১৮০০ সালের শেষের দিকে, ৪ জুলাই কেবল ক্যালেন্ডারে একটি তারিখের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালে মার্কিন কংগ্রেস এটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করে এবং ১৯৩৮ সালে এটি ফেডারেল কর্মচারীদের জন্য একটি বেতনভুক্ত ছুটির দিন হয়ে ওঠে। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু দেশ বলা হয়ে থাকে ফ্রান্সকে। আমেরিকার আকাশে আজকের যে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উঁচু করে মশাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার পরিকল্পনা, নকশা, অর্থ সংগ্রহ এগুলো সবই হয়েছে ফ্রান্সের তত্বাবধানে।

দেশটির গৃহযুদ্ধে ও বিপ্লবে (১৭৭৫-৮৩) মার্কিনিদের বীরোচিত ভূমিকা, দাস প্রথার অবসান এবং একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্মের পর বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ফ্রান্সের নাগরিকরা উপহার দিয়েছে এ ভাস্কর্যটি। এই স্ট্যাচু অব লিবার্টিকেই বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক। তাই স্বাধীনতার দিনটিকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হয় স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রীষ্মকালীন বিনোদনের সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পায় ৪ জুলাই। কিছু উৎসব কয়েক দশক আগের। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে এই দিনটিকে পালন হয় আঞ্চলিক রীতিতে।

পেনসিলভেনিয়ার ওয়াশিংটন ক্রসিং হিস্টোরিক পার্কে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির স্বয়ংচালিত প্রকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে আমেরিকার বিপ্লবী যুদ্ধে অংশ নেওয়া চারটি দেশকে শ্রদ্ধা জানায় ক্লাসিক গাড়ির মালিকরা। ইউরোপের জাতিগতভাবে জার্মান অংশের সৈন্যরা আমেরিকান বিপ্লবের দুই পক্ষেই লড়াই করেছিল, যেখানে ৩০,০০০ সৈন্য ব্রিটিশদের পক্ষে লড়েছিল। আমেরিকার জন্য সেনা ও নৌ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল ফ্রান্স। রেবেলস এবং রেডকোটস ক্লাসিক কার শো'তে প্রদর্শিত হয় ১৯৯৯ এবং তার আগেকার মডেলের সব গাড়ি। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনুদান দেওয়া হয় ঐতিহাসিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে।

৪ জুলাই উদযাপনে প্রতি বছরই প্যারেড হয়, তবে অনেক অঞ্চলেই ব্যতিক্রমী প্যারেড হয় ঐতিহ্যগতভাবে। ওরেগনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিম শহর বেন্ডে আয়োজিত প্যারেডে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থাকে পোষা প্রাণী। বেন্ডের ফোর্থ অফ জুলাই পেট প্যারেড দেখতে প্রতি বছর হাজির হয় ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ লোক। ১৯২৪ সাল থেকে প্রতি বছর হয়ে আসছে এ আয়োজন এবং শুধুমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কোভিড-১৯ মহামারীর সময় বন্ধ ছিল তা। টেক্সাসের অ্যাডিসন শহরের জনসংখ্যা ১৭ হাজারের কিছু বেশি, কিন্তু এই সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়ে যায় যখন অতিথিরা এয়ার শো, স্কাইডাইভিং এবং আতশবাজি প্রদর্শন করে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য আসে, যাকে দেশের অন্যতম সেরা আয়োজন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে আমেরিকান পাইরোটেকনিকস অ্যাসোসিয়েশন। তবে, আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের মূল আকর্ষণ রাতের আতশবাজি প্রদর্শনী। এদিন আতশবাজির ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে ওঠে পুরো আমেরিকার আকাশ। ১৭৭৭ সাল থেকে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই আতশবাজি প্রদর্শনী।

এছাড়া, আজকের এই দিনটি উদযাপনে অন্যতম অনুষঙ্গ পারিবারিক পিকনিক ও বারবিকিউ পার্টি।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের শুল্ক চুক্তি, মতপার্থক্যে

৫ পৃষ্ঠার পর

শনিবার ঢাকা ছাড়বেন বাণিজ্য সচিব। সফরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সরকারি সংস্থার সঙ্গেও আলোচনা করবেন। সূত্র জানায়, ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা অতিরিক্ত ৩৭ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহারের সম্ভাব্য পথ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি একটি চুক্তির খসড়া পাঠিয়েছে। তবে এতে এমন কিছু শর্ত রয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশ চাইছে এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে, যা বিশ্ববাণিজ্যের প্রচলিত নীতিমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং পারস্পরিক সুবিধাজনক হয়। এখন পর্যন্ত চুক্তির খসড়ার ওপর বাংলাদেশ তিন দফা মতামত দিয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে তিনবার বৈঠক হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর শর্তের কারণে এখনো রূপরেখা চূড়ান্ত হয়নি। সূত্র জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়েছেড়তারা যদি অন্য কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা বা বাড়তি শুল্ক আরোপ করে, বাংলাদেশকেও তাতে সঙ্গ দিতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশ বলেছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এমন কোনো শর্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যা কোনো একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত অন্য দেশের ওপর চাপিয়ে দেয়। আরও একটি শর্তে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্যে বাংলাদেশ শুল্ক ছাড় দেবে, সেসব পণ্যে অন্য কোনো দেশকে যেন একই সুবিধা না দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশ এটিকেও গ্রহণযোগ্য মনে করছে না, কারণ এটি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার 'সর্বাধিক অনুকূল রাষ্ট নীতির পরিপন্থী।

পারস্পরিক শুল্ক নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশ্যুক্তরাষ্ট্রপারস্পরিক শুল্ক নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের আলোচনায় বাংলাদেশ্যুক্তরাষ্ট্র

এই কঠিন শর্তগুলোর কারণে শুধু বাংলাদেশ নয়, অন্য দেশগুলোও এখনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে এগোতে পারেনি। সূত্র বলছে, ইন্দোনেশিয়া প্রাথমিকভাবে রাজি থাকলেও পরে যুক্তরাষ্ট্রের কঠিন শর্ত মেনে চুক্তিতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বুধবার সামাজিক মাধ্যমে জানান, ভিয়েতনামের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে। সে অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করবে, আর ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যে শুল্ক আরোপ করবে না।

প্রসঙ্গত, গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্ববাজারে মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে পাল্টা শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। এর আওতায় বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তি শুল্ক নির্ধারণ করা হয়। তবে ৯ এপ্রিল তিন মাসের জন্য শুল্ক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন ট্রাম্প। সেই স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৮ জুলাই। এর আগেই আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে চায় ঢাকা। সংবাদসূত্র দৈনিক ইত্তেফাক

HAPPY 4TH OF JULY

INDEPENDENCE DAY

শারমিন হক সম্পা ও পরিবারবর্গ

ফার্মাসিস্ট

গুলশান ও উত্তরা ফার্মেসি

জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশে ধর্ষণ ও ভুক্তভোগীর

১৮ পৃষ্ঠার পর

পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো নারীদেরও নারীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়। সমাজ নারীকে দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় বলে মনে করে। সুরক্ষার নামে নারীকে অধীনতার শেকলে বন্দি করে রাখতে চায়। সমাজ সবসময় নারীকে ভাবতে বাধ্য করে বাইরের দুনিয়ায় সে অনিরাপদ। নারীকে শেখানো হয় তার সম্মান তার শরীর ও যৌনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে শ্লীলতাহানি হলে সেটা নারীরই লজ্জা। পুরুষদের কিন্তু কখনোই সংশোধিত হতে বলা হয় না। কখনো বলা হয় না যে তুমি এমন পুরুষ হও যার কাছে নারী নিরাপদ বোধ করবে। ফলে নারী ঘরের বাইরে বেরিয়ে যৌন সহিংসতার শিকার হলে তার ঘাড়েই দোষ চাপানো সহজ হয়। নিশ্চয়ই এতে নির্যাতিত নারীটির প্রেম, সম্মতি বা উস্কানি ছিল বলে অপবাদ দেওয়া হয়। প্রশ্ন তোলা হয় তার পরিবার, সাজ-পোষাক, শিক্ষা, রুচি ইত্যাদি নিয়েও। কিন্তু ধর্ষককে কোন জবাবদিহিতার সামনে পড়তে হয় না।

এখন তো পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে নিজের ঘরেও নারী নিরাপদ নয়। চারদেয়ালের ভেতরেও সে নিগৃহীত হচ্ছে। ঘরের দরজা ভেঙে ধর্ষণের ঘটনা তো মুরাদনগরেই দেখা গেল। মাগুরার শিশু আছিয়াও ধর্ষণের শিকার হয়েছে ঘরের ভেতর, নিকট আত্মীয়দের দ্বারাই।

ধর্ষণের শিকার নারী এমনিতেই ভয়ংকর শারিরীক মানসিক ট্রমার মধ্যে থাকে। এমন অবস্থার মধ্যে তাকে দোষারোপ করা সম্ভবত ধর্ষণের চেয়েও গুরুতর অপরাধ। কেননা এর ফলে প্রকৃত অপরাধিরা উৎসাহিত হয় এবং এই ধরণের অপরাধ আরো বেশি ঘটে। পাশাপাশি সমাজে অন্যায় ও অরাজকতার বিস্তৃতি ঘটে। সেইসাথে পুরুষের হিংসাত্মক আচরণ ও আক্রমণের দায় অন্যায়ভাবে নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে ধর্ষণ সংস্কৃতি সমাজে ন্যায্যতা পায় এবং নারীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতাকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেয়া হয়।

অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, ধর্ষণ কখনোই গভীর রাত, পশ্চিমা পোশাক বা নারীর চরিত্রের কারণে ঘটে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষক ধর্ষণ করে নারীর ওপর ক্ষমতা প্রদর্শন, নিয়ন্ত্রণ স্থাপন ও ক্রোধ প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে। আবার নিপীড়নমূলক ও আধিপত্যবাদী সমাজে যেখানে নারীকে কেবল ভোগ্য পণ্য হিসেবে দেখা হয় সেখানেও নারীর প্রতি পুরুষের আচরণ যৌন সহিংসতার রূপ নিয়ে থাকে। সব পুরুষই ধর্ষক নয় কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখায় যে ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করলেই নারীর ওপর চড়াও হওয়া যায়।

আমাদের সমাজে এমনিতেই নারীরা নানা রকম বৈষম্যের শিকার। দুর্বল আর্থসামাজিক অবস্থান তাদের আরো বেশি ভঙ্গুর অবস্থায় ফেলে দেয়। তার ওপর সমাজের ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, মানুষের চিন্তার সীমাবদ্ধতা এবং পারিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী নারীকে আরো বেশি সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে।

তাছাড়া বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীদের একটি প্রবণতা হলো কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিক তীব্র মন্তব্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়া। বিশেষ করে ভুক্তভোগীকে দোষী বানাতে নানারকম কেচ্ছা কাহিনী ছড়িয়ে দিতে একটি মহল তৎপর হয়ে ওঠে। অন্যরা বুঝে বা না বুঝে লাইক শেয়ার কমেন্ট করে সেই বাজে অপবাদগুলোকে আরো বেশি সম্প্রচার করে যায়।

গণমাধ্যমে মুরাদনগরের ঘটনার খবর এখন থিতিয়ে এসেছে। কিন্তু এরকম ঘটনা যে আরো ঘটবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে প্রথমেই সমাজ থেকে এই জঘন্য অপরাধটি বন্ধ করতে হবে।

এজন্য যারা অপরাধি তাদের আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচার করে কঠিন শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধর্ষককে সব ধরনের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া বন্ধ করতে হবে। অপরাধীকে সবাই মিলে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।

নির্যাতনের শিকার ভুক্তভোগী নারীকে দোষারোপ করা বন্ধ করতে হলে আমাদের পশ্চাৎপদ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটানো জরুরি। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সদস্যরা নিজেরাই পুরুষতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ না করবে ততদিন এই দোষারোপের পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। সমাজ থেকে নারী বিদ্বেষী চিন্তা ভাবনা দূর করতে হবে।

নারী বিরোধী প্রচারণা কঠোর হাতে বন্ধ করতে হবে। একটি জেন্ডার সংবেদনশীল রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য সর্বস্তরে কার্যকর ও সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের এমন সমাজ ও সম্পর্ক তৈরি করতে হবে যা হবে সমতাভিত্তিক, ক্ষমতাভিত্তিক নয়। বিশেষ করে ব্যক্তি হিসেবে নারীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করা, তাকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনা করা খুবই প্রয়োজন। এজন্য তৃণমূল স্তর থেকে প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে হবে। সঠিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উদ্যোগি হয়ে দায়িত্ব নিতে হবে। উন্নত বিশ্বে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন ও অব্যাহত রয়েছে। আমাদেরও থামলে চলবে না, ধর্ষণ ও ভুক্তভোগীকে দোষারোপের সংস্কৃতি বন্ধ করতে আন্দোলন, সংগ্রাম, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে। শাহনাজ মুন্নী লৈখক ও সাংবাদিক। জার্মান বেতার ডয়চে ভেলের সৌজন্যে

হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে সৌদি যুবরাজের গোপন বৈঠক

৫ পৃষ্ঠার পর

প্রিন্স খালিদ বিন সালমান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের ছোট ভাই। পশ্চিমা মহলে যুবরাজ মোহাম্মদের ছোট ভাই কেবিএস নামে পরিচিত।

ইরান-ইসরায়েল ইস্যু ছাড়াও গাজা যুদ্ধ সমাপ্তি ও বাকি ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিষয়েও মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন প্রিন্স খালিদ।

ইসরায়েলের সঙ্গে সৌদি সম্পর্ক স্বাভাবিক করবে কি না, তা নির্দিষ্টভাবে আলোচনা হয়নি বলে জানিয়েছে সূত্রগুলো। তবে এমন কিছু অর্জনের জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

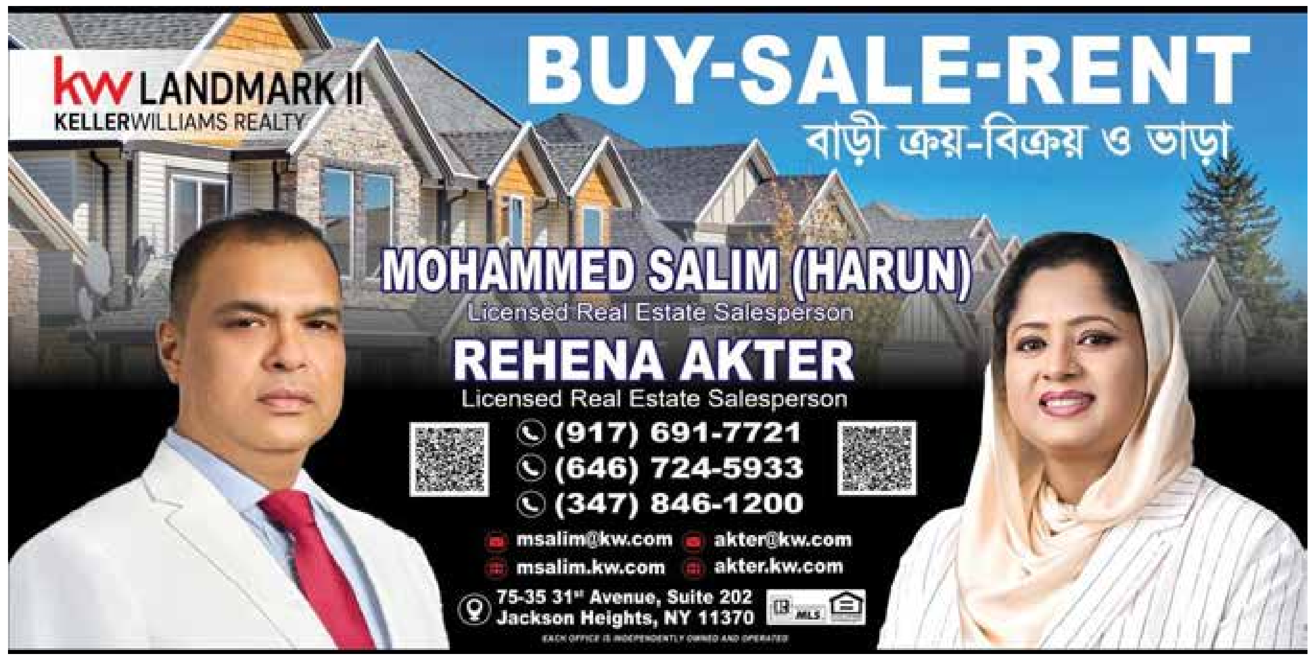

কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্
KULAURA BANGLADESHI ASSOCIATION OF U.S.A. INC.

বার্ষিক বনভোজন ২০২৫

আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র : এয়ার টিকেট, স্বর্ণের হার ও স্বর্ণের ব্রেসলেট সহ ১২ টি পুরস্কার ও ছোট-বড় সকলের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

PLACE: FERRY POINT PARK | Date: Sunday, July 13, 2025 | Time: 10:00 AM to 7:00 PM

সংগীত পরিবেশনায় ঃ- TANZIM SAJIB, DJ SINGER & SOUND, Tel: 646-626-2972

PLACE: 10 HUTCHINSON RIVER PKWY, THE BRONX, NY 10465

১। এয়ার টিকেট (NEW YORK - DHAKA - NEW YORK)	:	মঈন চৌধুরী Esq. ATTORNEY AT LAW	Tel: 917-292-9256
২। স্বর্ণের হার	:	আকিব হোসেন BRANCH MANAGER MEADOWBROOK	Tel: 646-920-4799
৩। স্বর্ণের ব্রেসলেট	:	জাকির চৌধুরী সিপিএ CEO: ZAKIR CPA, PLLC (TAX, AUDIT & CORPORATION)	Tel: 929-207-1516
৪। ল্যাপটপ		নাজমুস সাকিব সালাম KWLANDMARK II NYS LICENSED REALTOR	Tel: 718-751-6088
৫। আপেল ওয়াচ Apple Watch Ultra	:	জুবেল আহমেদ R2M REALTY	Tel: 586-765-5934
৬। ল্যাপটপ		সাইফুল ভূঁইয়া CEO: STRITS INCOME TAX SERVICE	Tel: 646-508-5790
৭। স্বর্ণের আংটি	:	রহিমা বেগম DEPUTY DIRECTOR: DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICE	Tel: 917-617-1414
৮। স্বর্ণের আংটি SMART 4K	:	তারেকুল ইসলাম জুয়েল সদস্য - কাউন্টা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ	Tel: 917-749-2924
৯। 65" টিভি	:	লুৎফুর রহমান সহ-সভাপতি: কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ	Tel: 917-215-2194
১০। 50" টিভি	:	সালেহ উদ্দিন PARKCHESTER BRONX REALTY	Tel: 646-548-5475
১১। আপেল আইপেড	:	ফারুক মিয়া সদস্য - কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ	Tel: 347-659-6681
১২। বাইসাইকেল	:	মোঃ অলিউর রহমান সদস্য - কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ	Tel: 917-391-4902

বিশেষ সহযোগিতায়

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
Director (Govt. Affairs)
American International Bar Association
Phone: 917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
ZAKIR CPA PLLC
TAX, AUDIT & CORPORATION
929-207-1516
info@zakircpa.com

MOSAHED RASHED
Health Benefit Representative
59-17 JUNCTION BOULEVARD
ELMHURST, NY 11373
917-744-3636

R2M REALTY
Jubel Ahmed
36250 Dequindre Rd Suite- 100 Sterling Heights, 48310
TEL: 586-765-5934

SAIFUL BHUIYAN, CEO

SPICY & SWEETS

TIME

বাংলা পত্রিকা

সম্মানীত কুলাউড়াবাসী, আস্‌সালামু আলাইকুম/আদাব,
আগামী ১৩ জুলাই ২০২৫, রবিবার কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক বনভোজন ও মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত মিলনমেলায় কুলাউড়াবাসী সহ সকলে সপরিবারে আমন্ত্রিত।

আমন্ত্রণক্রমে

সৈয়দ ইলিয়াস খসরু
সভাপতি
৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

মঈনুর রহমান সুয়েব
সাধারণ সম্পাদক
৯১৭-৩৮০-৭১৬৭

উপদেষ্টা পরিষদ

আবুল কালাম, মোঃ আব্দুল জলিল, ফারুক এ. চৌধুরী, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ নজরুল ইসলাম, বেদারুল ইসলাম বাবলা, মশাহিদ জে. রাশেদ, সিরাজ উদ্দিন আহমদ, মোঃ এ.এম. চৌধুরী, মোঃ তজমুল আলী ও কামরুল হোসেন চুনু

কার্যকরি পরিষদ

লুৎফুর রহমান *(সহ-সভাপতি)*, **বদরুল ইসলাম মিন্টু** *(সহ-সাধারণ সম্পাদক)*, **ওবায়দুর রহমান কামাল** *(কোষাধ্যক্ষ)*, **রাহাত বিন ওয়াহিদ চৌধুরী** *(সাংগঠনিক সম্পাদক)*, **শামীম আহমদ** (প্রচার সম্পাদক), **মিতা চক্রবর্তী** (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), **আজিজুল হক স্বপন** (ক্রীড়া ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক), **সালমা চৌধুরী মিলি** (মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা), **মোহাম্মদ অলিউর রহমান** (কার্যনির্বাহী সদস্য), **সালিক আহমদ** (কার্যনির্বাহী সদস্য), **মোহাম্মদ মতিউর রহমান খান মিন্তিক** (কার্যনির্বাহী সদস্য), **তাহমিদুর রহমান চৌধুরী তৌসিফ** (কার্যনির্বাহী সদস্য) ও **ফারুক মিয়া** (কার্যনির্বাহী সদস্য)

প্রচারেঃ শামীম আহমদ ৯৭৩-৯১৪-০৬৭০

ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি কি

৫ পৃষ্ঠার পর

যদি আমেরিকার বর্তমান পরিস্থিতির একটি মডেল খুঁজতে চান, তাহলে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিকে তাকান।’ শুধু পল একা নন। নিউইয়র্ক টাইমস থেকে দ্য গার্ডিয়ান ও বিভিন্ন সাবস্ট্যাক ব্লগেড়অনেক ভাষ্যকার ট্রাম্পকে মহান নেতা মাও সে-তুংয়ের মার্কিন সংস্করণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

এই ভাষ্যকারদের মতে, মাও সে-তুংয়ের মতোই ট্রাম্পও একটি ঘাঁটি গড়ে তুলেছেন, যারা আমলাতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক অভিজাতদের ধ্বংস করতে এক পায়ে খাড়া। তিনি এমন এক ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন, যেখানে নেতার ইচ্ছাই সবকিছুর উর্ধ্বে। তিনি তাঁর মতাদর্শগত বিরোধীদের প্রতি নির্মমভাবে অসহিষ্ণু।

তবে এই তুলনা কতটা কার্যকর? মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্টের সদস্যরা কি আসলেই রেড গার্ডদের নতুন রূপ? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে একটুখানি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানা দরকার।

১৯৬৬-৭৬ সালের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনের প্রায় প্রতিটি স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রে ভয়াবহ মানসিক ও সামাজিক ধাক্কা দেয়। মাও সে-তুং ‘বিপ্লববিরোধী’ হিসেবে চিহ্নিত নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্মূল করতে লাখ লাখ চীনা জনগণকে উসকে দেন। এতে এক ব্যক্তির শাসন আইনের শাসন বা দলের শাসনকে ছাপিয়ে যায়।

মাও সে-তুংয়ের প্রচারণার প্রথম দিকের চরম পর্যায়ে (১৯৬৬-১৯৬৯ সাল) ছাত্র ও শ্রমিকেরা সহিংস উপায়ে ক্ষমতা দখল করেন। এতে চীনা সমাজের প্রায় সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে। রেড গার্ডরা (যারা প্রধানত মাও পূজারি স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী) বুদ্ধিজীবীদের ও পশ্চিমা (বিশেষত ইউরোপীয় ও আমেরিকান) সংস্কৃতিভাবাপন্ন যে কাউকে সন্ত্রস্ত করত, বন্দী করত, এমনকি হত্যা করত। ধীরে ধীরে দেশটি গৃহযুদ্ধের কিনারায় পৌঁছে যায়। ব্যাপক গণহত্যা, এমনকি ‘শ্রেণিশত্রুদের’ প্রতিশোধ হিসেবে নরভোজের ঘটনাও ঘটে। ধারণা করা হয়, এই অভিযানে প্রায় ২০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সি ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে কিছু উপরিতল সাদৃশ্য দেখা যায়: নেতা পূজার আন্দোলন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রবহির্ভূত প্রতিষ্ঠানগুলোর (আমলাতন্ত্র, গণমাধ্যম, বিশ্ববিদ্যালয়) ওপর হামলা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলোকে ‘সাংস্কৃতিক যুদ্ধ’ হিসেবে চিত্রায়ণ। মাও ও ট্রাম্প দুজনই নিজেদের বহিরাগত বা অভ্যন্তরীণ ভিন্নমতাবলম্বীদের বিদ্রোহী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং বিশৃঙ্খলার প্রতি তাঁদের আগ্রহ আছে।

তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও রয়েছে। ১৯৬০-এর দশকের চীন ছিল সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি লেনিনবাদী একনায়কতন্ত্র, যা গৃহযুদ্ধ ও রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযান থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে। এই সমাজটি আধুনিক আমেরিকার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব পুরো চীনা সমাজকে (উচ্চ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে স্থানীয় গ্রাম পর্যন্ত) নৃশংসতার জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়, যা থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র রেহাই পেয়েছে।

গত বছর প্রেসিডেন্টাল ইমিউনিটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রে একটি কার্যকর (যদিও টানাপোড়েনপূর্ণ) আইনব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান, যা বহুবার ট্রাম্পের কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করেছে। এটি মাও সে-তুংয়ের মতো ‘আবেগ দিয়ে শাসন’ বা ‘এক নেতার স্বেচ্ছাচারিতামূলক’ শাসনের সঙ্গে কিছুতেই তুলনাযোগ্য নয়।

পররাষ্ট্রনীতিতেও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভিন্নতা। মাও ছিলেন মতাদর্শগতভাবে সম্প্রসারণবাদী। যিনি গোটা বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে চীনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে, ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতির লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক দায়দায়িত্ব কমানো। মাও আশা করেছিলেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লব আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলোতে নতুন প্রাণ আনবে। এমনকি পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ক্যাফে, বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানায় সমাজতন্ত্র ছড়িয়ে দেবে।

অন্যদিকে ট্রাম্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ‘প্যাক্স আমেরিকানা’ ভেঙে ফেলতে তাড়াহুড়ো করে পা বাড়িয়েছেন। ট্রাম্প প্রশাসন সেই ‘নিয়মভিত্তিক বৈশ্বিক শৃঙ্খলা’ পরিত্যাগ করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের আগের নেতারা তৈরি ও রক্ষা করেছিলেন। এসব দিক বিবেচনায় ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি মাওবাদী বিশ্বদর্শনের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত।

তাহলে, এত ভাষ্যকার এই তুলনার আশ্রয় নিচ্ছেন কেন? মৌলিকভাবে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দৃষ্টান্তটি উদারনৈতিক বা লিবারেল সমালোচকদের আগের একটি অনুরূপ ব্যাখ্যার পরিপূরক, যেখানে ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদকে ট্রাম্পবাদের উত্থানের আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এই তুলনার প্রবক্তারা একদিকে যেমন সমাজকে সতর্ক করতে চান, অন্যদিকে কিছুটা স্বস্তিও দিতে চান। তারা বলছেনড়হ্যাঁ, এটি একটি সংকটময় মুহূর্ত, কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চেয়ে আমেরিকাবিরোধী কিছু আর হতে পারে না। ট্রাম্পকে ‘চেয়ারম্যান মাও সে-তুংয়ের প্রেরিত দূত’ হিসেবে দেখালে, তাকে আমেরিকান জীবনধারার জন্য একেবারে অচেনা ও অচিন হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

কয়েকজন চীন বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক অবশ্য বলছেন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই তুলনা চীনা জনগণের মুখ থেকেই উঠে এসেছে। ফলে এটিকে আরও সত্য ও অর্থবহ মনে হচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশ্চিমা ভাষ্যকাররাই ‘আমেরিকায় মাওবাদের আবির্ভাব’ নিয়ে বেশি সরব হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায়, হয়তো অজান্তেই তাঁরা ‘আমেরিকার সমস্যা মানেই চীনের প্রভাব’ড় এই পুরোনো ধারণার নতুন অধ্যায় লিখে ফেলেছেন।

১৮৮০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অভিবাসন নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল, তার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল চীনা জনগণ। শীতল যুদ্ধের (কোল্ড ওয়ার) সময় যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের মধ্যে চীনা প্রভাব নিয়ে সন্দেহ ছিল প্রবল। ২০১০ এবং ২০২০-এর দশকে সেই ভীতি আবার ফিরে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বৈশ্বিক শৃঙ্খলাকে চীন ছাড়িয়ে যেতে পারেড়এই আশঙ্কা বহুদিন ধরে উদারনৈতিক নীতিনির্ধারক ও ভাষ্যকারদের মধ্যে বিদ্যমান।

বারাক ওবামার ‘পিভট টু এশিয়া’ নীতি চীনের প্রভাব ঠেকাতে চেয়েছিল, যা পরে জো বাইডেন আরও জোরালোভাবে চালু করেন। তিনিও ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদের চাপানো ট্যারিফ এবং চীনবিরোধী ভাষার বহর বজায় রেখেছেন। ফলে এই ভয় যে, যুক্তরাষ্ট্র কেবল চীনের পেছনে পড়বে না, বরং তাদের সবচেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয়ের (সাংস্কৃতিক বিপ্লব) মুখে পড়তে পারে। বিষয়টি একাধারে ভয়ংকর ও অপ্রতিরোধ্য।

তবু বাস্তব সত্য হলো, ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির সবচেয়ে যৌক্তিক ঐতিহাসিক উপমা ও শিকড়গুলো বিদেশে নয়, দেশীয় ইতিহাসেই নিহিত। ১৭৯৮ সালের ‘এলিয়েন এনিমিজ অ্যাক্ট’ থেকে ১৯৫২ সালের ‘ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট’ পর্যন্তড় যেসব আইনকে ট্রাম্প অভিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন, তার জন্য নতুন কোনো আইন পাস করার প্রয়োজন হয়নি। নির্বাহী আদেশের ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আগের অনেক প্রেসিডেন্টই স্থাপন করেছেন। এর মূল কারণ হলো, মার্কিন আইনসভা ক্রমেই অকার্যকর হয়ে পড়ছে, যা কোনো প্রেসিডেন্টই এখনো সংস্কার করতে পারেননি।

জাতিবাদ (নেটিভিজম) যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। ট্রাম্পের বিখ্যাত স্লোগান ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের যুগের নাৎসিবাদী বক্তব্যকেই মনে করিয়ে দেয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা আমাদের চমকে দিতে পারে এবং ট্রাম্পবাদের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যদি আমরা ‘মাগা-মুহূর্ত’ বা মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন-এর স্থানীয় শিকড়গুলো উপেক্ষা করে কেবল বিদেশি উপমা খুঁজি, তাহলে এই সংকটের প্রকৃত বিপদ ও সম্ভাব্য সমাধানড় দুটোই আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বউ পেটানোর শীর্ষে

৫ পৃষ্ঠার পর

মধ্যে চারজনেরও বেশি এমন সহিংসতার অভিজ্ঞতা বয়ে বেড়াচ্ছেন, যা সমাজে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন তোলে।

যেখানে ঘর হওয়ার কথা ছিল নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল, ভালোবাসার পরিবেশ- সেই ঘরই পরিণত হয়েছে নীরব এক কারাগারে। যেখানে একজন নারী যিনি সমাজে মা, স্ত্রী, কর্মজীবী বা শিক্ষার্থী হিসেবে সম্মান পান, সেখানে ঘরে ফিরে তাঁর সেই পরিচয়ের কোনো মর্যাদা থাকে না। বরং তিনি সহ্য করেন অব্যাহত নির্যাতন, যা অনেক সময় তাকে পরিণত করে চুপচাপ সহ্য করে যাওয়া এক ‘শিকারী’তে।

বরিশাল ও খুলনার পর চট্টগ্রামে ৭৬ শতাংশ, ময়মনসিংহে ৭৫, রাজশাহীতে প্রায় ৭৫ এবং রংপুরে ৭৪ শতাংশ নারী ঘরোয়া সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এমনকি তুলনামূলকভাবে ‘কম’ সহিংসতার অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত সিলেট ও ঢাকা বিভাগেও যথাক্রমে ৭৩ শতাংশ নারী এমন সহিংসতার শিকার। অর্থাৎ দেশের কোনো বিভাগেই এই হার ৭০ শতাংশের নিচে নামেনি।

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, বাংলাদেশের নারীদের জীবদ্দশায় সহিংসতার গড় হার ৭০ শতাংশ। শুধু গত এক বছরেই ৪১ শতাংশ নারী এই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তবে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতায় এই সংজ্ঞা কিছুটা সম্প্রসারিত করলে চিত্র আরও ভয়াবহড়জীবদ্দশায় ৭৬ শতাংশ নারী এবং গত বছরে ৪৯ শতাংশ নারী পারিবারিক সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে- প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলিতে নারীদের প্রতি সহিংসতার হার আরও বেশি। ঘরের ছাদ যেমন হারায়, তেমনি নারীর নিরাপত্তা, সম্মান ও মানবাধিকারও সংকটে পড়ে। দুর্যোগের সময় নারীদের লড়তে হয় কেবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে নয়, বরং ঘরের ভেতরের অমানবিকতা, দারিদ্র্যের চাপ, বাস্তুচ্যুতি এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধেও।

বাংলাদেশে আইনের শাসন না

৯ পৃষ্ঠার পর

এই গুজব দ্রুত বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশ থেকে বিভিন্ন বয়সী কয়েক শ নারী-পুরুষ স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। তাদের মারধর থেকে রক্ষা করতে তাসলিমাকে স্কুলের দোতলায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষে নিয়ে রাখা হয়। এর মধ্যে কয়েকজন বিদ্যালয়ের কলাপসিবল গেট ভেঙে দোতলায় প্রধান শিক্ষকের কক্ষে যান। তারা তাসলিমাকে টেনেহিঁচড়ে নিচে নামিয়ে পেটাতে শুরু করেন। প্রায় আধা ঘণ্টা নির্যাতনের পর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তাসলিমা। এ ঘটনায় তাসলিমার ভাগনে সৈয়দ নাসির উদ্দিন অজ্ঞাতনামা চার-পাঁচ শ ব্যক্তিকে আসামি করে মামলা করেন।

২০২০ সালের ৭ সেপ্টেম্বর ১৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে ২০২১ সালের ১ এপ্রিল ১৩ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন আদালত। গত বছরের ৯ অক্টোবর এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন আট আসামি। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তির নাম হৃদয় ইসলাম মোল্লা ওরফে ইব্রাহীম ওরফে নয়ন মোল্যা। তিনি আগে থেকেই কারাগারে আছেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া চারজন হলেন আবুল কালাম আজাদ, কামাল হোসেন, রিয়া বেগম ও আসাদুল ইসলাম। এই চারজন জামিনে ছিলেন। রায় ঘোষণার পর তাদের কারাগারে পাঠানো হয়”

কুমিল্লায় তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা

কুমিল্লার মুরাদনগরে ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার একই পরিবারের তিনজনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার বাঙ্গরা থানার আকবপুর ইউনিয়নের কড়ইবাড়ি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- রুবি বেগম (৫৮), তার ছেলে রাসেল (৩৫) ও মেয়ে জোনাকি আক্তার (২৭)। এই ঘটনায় আহত অপর মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মুরাদনগর উপজেলার বাঙ্গরা বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘প্রাথমিক তদন্তে আমরা যেটা জানতে পেরেছি, দীর্ঘদিন ধরে এই পরিবারটি মাদক কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত। এ নিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের একটা বিরোধ ছিল। এর প্রেক্ষিতেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে”

কেউ কি মবের মাধ্যমে আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে? জানতে চাইলে ওসি বলেন, ‘‘অবশ্যই না। এজন্য আমরা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালাচ্ছি। পুলিশ পৌঁছার আগেই ঘটনাটি ঘটে গেছে”

স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত তিন থেকে চার দিন আগে একটি মোবাইল চুরির ঘটনা নিয়ে রুবি আক্তারের পরিবারের সঙ্গে স্থানীয়দের ঝগড়া হয়। সে সময় রুবি ও তার ছেলে বেশ কয়েকজনকে মারধর করেন। এ ঘটনার সূত্র ধরেই কড়ইবাড়ি গ্রামে বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে রুবির বাড়িতে হামলা করে। ওই পরিবারের চার জনকে বেদম মারধর করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই রুবি, তার মেয়ে জোনাকি ও ছেলে রাসেল নিহত হয়। রুবির অপর মেয়ে রুমাকে পুলিশ গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। এলাকাবাসীর দাবি, মাদক ব্যবসা ও প্রতারণা করে এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করা রুবি ও তার পরিবারের প্রতি গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ ছিল। তার (রুবি) বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এছাড়াও সরকারি খাল দখল করে তার বিরুদ্ধে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণে অনেকদিন ধরে তাদের উপর ক্ষুব্ধ ছিল মানুষ।

উপজেলার আকবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শাহ আলম বলেন, ‘‘খোঁজ নিয়ে যতটুকু শুনেছি নিহত পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে মাদক কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ঘটনায় এলাকাবাসী ক্ষোভে সকালে ওই পরিবারের ৪ সদস্যকে গণপিটুনি দেন। এতে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান। একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে”

পিটুনিতে মৃত্যুর আরও কিছু ঘটনা

গত রবিবার গাজীপুরে চুরির অপবাদ দিয়ে কারখানায় এক শ্রমিককে রশি দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মারধরের ভিডিও সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়ার পর কারখানাটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় থানায় একটি হত্যা মামলা হলেও জড়িত কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি। এই ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শনিবার ভোরের দিকে গাজীপুর নগরের কোনাবাড়ীতে গ্রিনল্যান্ড লিমিটেড নামের কারখানায় ওই ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিক হৃদয় (১৯) টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার শুকতার বাইদ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি কারখানাটিতে মেকানিক্যাল মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন।

গত শনিবার বেশ কয়েকজন মিলে রাজধানীর দারুস সালাম এলাকায় দুই যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেন। স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, গত কয়েক দিন ধরে কিছু যুবক ধারালো অস্ত্রসহ ওই এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। তারা পথচারীদের ছিনতাই করত, বাসার দরজায় নক করত, নারীদের উত্ত্যক্ত করত এবং পুরো এলাকায় আতঙ্ক তৈরি করেছিল। ওই দিন সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তিনজন ধারালো অস্ত্রধারী যুবক আবারও এলাকায় আসে। স্থানীয় মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া হলে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। একপর্যায়ে গণপিটুনি দিলে দুই যুবকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। নিহতের নাম তোফাজ্জল হোসেন। চোর সন্দেহে একদল ছাত্র তাকে দফায় দফায় মারধর করে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তার মৃত্যুর কথা জানান। হল কর্তৃপক্ষ তোফাজ্জলকে প্রক্টরিয়াল মোবাইল টিমের কাছে হস্তান্তর করার পর টিমের সদস্যরা তোফাজ্জলকে হাসপাতালের পরিবর্তে প্রথমে শাহবাগ থানায় নিয়ে যান। এরপর পুলিশের পরামর্শে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তোফাজ্জলকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ছাত্রদের দাবি, হলে শিক্ষার্থীদের খেলা চলার সময় কয়েকজনের মোবাইল ফোন চুরি হয়। শিক্ষার্থীরা তোফাজ্জলকে চোর সন্দেহে আটক করে বেধড়ক মারধর করে।

মব তৈরির ঘটনা

সম্প্রতি সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদাকে ধরে এনে মবের নামে গলায় জুতোর মালা পরানো হয়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে একজনকে নুরুল হুদার মুখে জুতা দিয়ে আঘাত করতে দেখা গেছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই ঘটনাগুলোকে ‘মব’ বলতে রাজি নন। তার মতে, এগুলো জনরোষ। তার এমন বক্তব্য একধরনের ‘উসকানি’ বলে সামাজিক মাধ্যমে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলেন, ‘‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে দেশে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সরকার মুখে শক্ত কথা বললেও কার্যত এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি যে কারণে মানুষ ভয় পাবে। ফলে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে দেখাতে হবে যে তারা এ ব্যাপারে মুখে নয়, কাজে শক্ত”

পটিয়ায় ওসি প্রত্যাহার

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে পটিয়া শহীদ মিনার এলাকা থেকে রাঙামাটির একজন ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করে চট্টগ্রামের পটিয়া থানায় নিয়ে যায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা। থানায় গিয়ে ওই নেতাকে গ্রেপ্তার দেখাতে বলেন তারা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা থানা চত্বরে ওই নেতাকে ‘মারধরের চেষ্টা করলে’ পুলিশ বাধা দেয়। এসময় উত্তেজনার মধ্যে পুলিশের লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন আহত হয়।

যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে বিষয়টি আইন অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছিল। বিক্ষুব্ধরা পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং থানার জানালার আয়না ভাঙচুর করে। এর প্রতিবাদে সামাজিক মাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে থানা ঘেরাওয়ের কথা বলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। পরদিন অর্থাৎ বুধবার সকালে পটিয়া থানা ঘেরাও করা হয়। বিক্ষোভকারীরা বাইপাস এলাকায় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করেন। এছাড়া পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) প্রত্যাহারসহ দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে পুলিশের চট্টগ্রাম রেঞ্জের উপমহাপরিদর্শকের (ডিআইজি) কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা।

এক পর্যায়ে তাদের দাবির প্রেক্ষিতে বুধবার রাতে পটিয়া থানার ওসি আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূরকে প্রত্যাহার করা হয়। তাকে চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

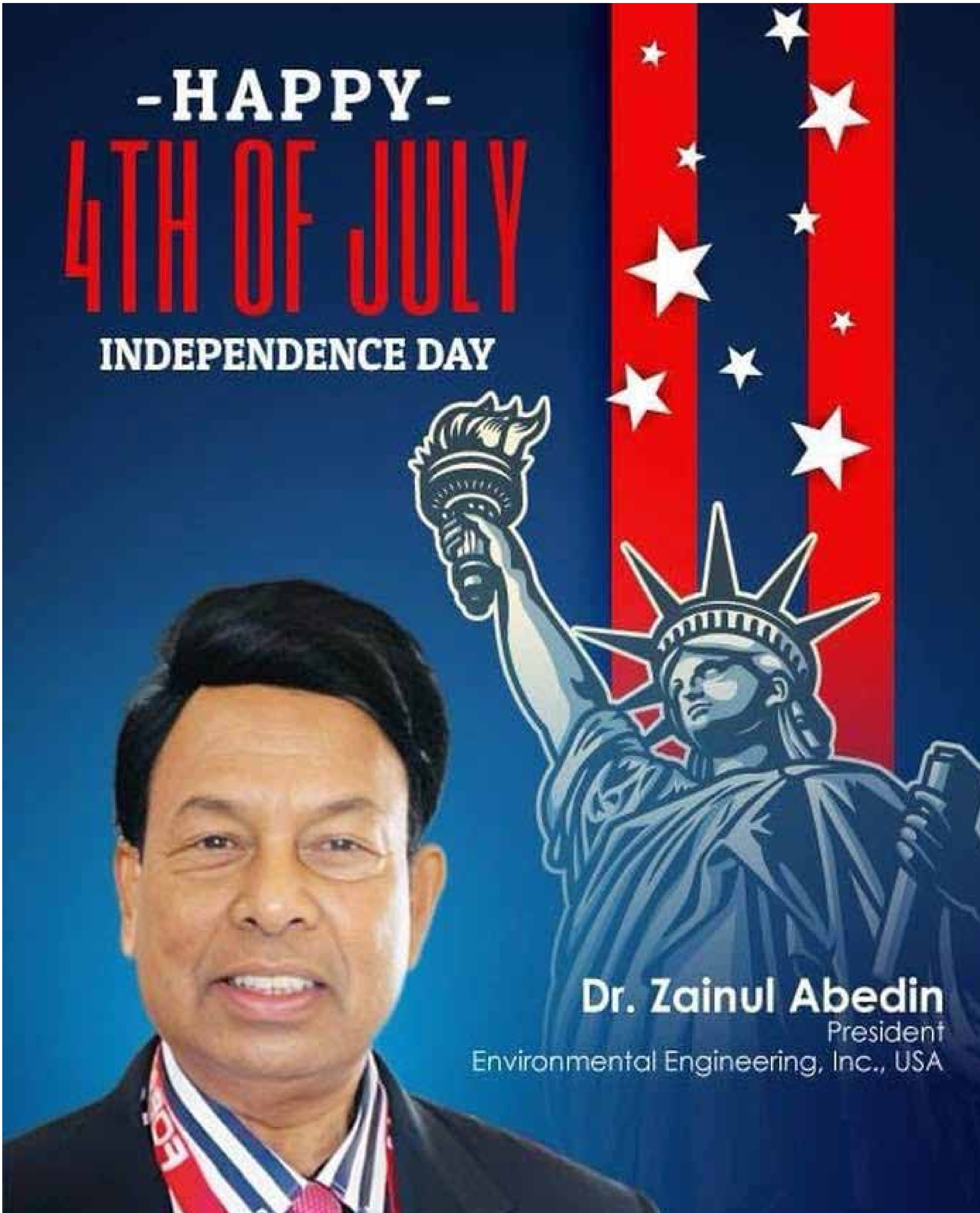
-HAPPY-
4TH OF JULY
INDEPENDENCE DAY
Dr. Zainul Abedin
President
Environmental Engineering, Inc., USA

বাংলাদেশে আইনের শাসন না

৪০ পৃষ্ঠার পর

মব তৈরির ঘটনা

সম্প্রতি সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদাকে ধরে এনে মবের নামে গলায় জুতোর মালা পরানো হয়। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে একজনকে নুরুল হুদার মুখে জুতা দিয়ে আঘাত করতে দেখা গেছে। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই ঘটনাগুলোকে ‘মব’ বলতে রাজি নন। তার মতে, এগুলো জনরোষ। তার এমন বক্তব্য একধরনের ‘উসকানি’ বলে সমাজিক মাধ্যমে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন বলেন, ‘‘আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে দেশে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। সরকার মুখে শক্ত কথা বললেও কার্যত এমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি যে কারণে মানুষ ভয় পাবে। ফলে সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়ে দেখাতে হবে যে তারা এ ব্যাপারে মুখে নয়, কাজে শক্ত।’’

কেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না? জানতে চাইলে এনসিপির যুগ্ম আহবায়ক মনিরা শারমিন বলেন, ‘‘সরকার আন্তরিক হলেও এখানে দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে। আমরাও বারবার বলেছি, সরকারকে এ ব্যাপারে আরো কঠোর হতে হবে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।’’

অনেকেই অভিযোগ করছেন, এনসিপি বিকল্প সরকার হিসেবে কাজ করছে। তারা যে দাবি করছে, সরকার সেটা মেনে নিচ্ছে। এই অভিযোগের ব্যাপারে মনিরা শারমিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, ‘‘এটা একেবারেই ভুয়া কথা। বরং সরকার বিএনপির দাবির প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী। একজন ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা যা বলছেন সরকার সেটা শুনছে। এমনকি অধিকাংশ থানার ওসি, ইউএনও তো বিএনপির কথায় উঠছে, বসছে। অনেকে আবার বিএনপি পরিবারের সদস্য বলে নিজেদের পরিচয় সামনে আনার চেষ্টা করছেন।’’

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হকবলেন, ‘‘সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। কেউ কোনো দাবি নিয়ে যমুনার সামনে গেলেই সরকার সেটা মেনে নিচ্ছে। ফলে তারা তো বেপরোয়া হবেই। অন্যদিকে একজন উপদেষ্টা অস্ত্রের গুলি নিয়ে বিমানবন্দরে চলে যাচ্ছেন। সেখানেও কোনো আইন মানা হচ্ছে না। আবার তিনি বলছেন, ৫ আগস্ট সরকারের পতন না হলে আমরা অস্ত্র তুলে নিতাম। এখানে শব্দটা বলেছেন ‘আমরা’। এ বিষয়ে কি সরকার কোনো খোঁজ খবর নিয়েছে? তাহলে আইনের শাসন আপনি কীভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন? এমন ঘটনা তো ঘটতেই থাকবে।’’

পাটগ্রামে থানায় হামলা করে আসামি ছিনতাই

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম থানায় হামলা চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সাজা পাওয়া দুই আসামিকে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পুলিশের সঙ্গে একদল লোকের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গত ২রা জুলাই বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনার পর থেকে থানার সামনে বিজিবি মোতায়েন রয়েছে।

ছিনিয়ে নেওয়া দুই আসামি হলেন- পাটগ্রাম উপজেলার মমিনপুর গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে বেলাল হোসেন (৩৩) এবং একই উপজেলার মির্জারকোট গ্রামের সামসুল হকের ছেলে সোহেল রানা চপল (৩৫)। তারা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য বলে জানা গেছে।

পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উত্তম কুমার দাস বলেন, বুড়িমারী-রংপুর মহাসড়কে বিভিন্ন পাথর ও বালু বোঝাই ট্রাকে চাঁদাবাজির অভিযোগে উপজেলার সরেয়ার বাজার এলাকায় অভিযান চালনো হয়। এ সময় চাঁদাবাজির অভিযোগে বেলাল ও সোহেলকে আটক করা হয়। এ ছাড়া তাদের কাছ থেকে চাঁদার লক্ষাধিক টাকা জব্দ করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বাসিয়ে তাদের প্রত্যেককে এক মাস করে কারাদণ্ড দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয় বলে জানান তিনি।

পাটগ্রাম থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, ‘‘ওই দুজনকে কারাদণ্ড দেওয়ার খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে রাতেই একদল লোক পাটগ্রাম থানার সামনে জড়ো হয়। যাদের অনেকেই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। এ সময় কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাদের সঙ্গে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে টিয়ারসেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। এক পর্যায়ে হামলাকারীরা থানায় ঢুকে কিছু জিনিসপত্র ভাঙচুর করে দুই আসামিকে নিয়ে চলে যায়।’’

আসামি ছিনতাই ও থানায় হামলার ঘটনায় বিএনপির কেউ জড়িত ছিল না বলে দাবি করেছেন পাটগ্রাম উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউর রহমান সোহেল। ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি আমিনুল ইসলাম। এ সময় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, তাদের ছাড় দেওয়া হবে না। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।’’

- সংবাদসুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে আসছেন তুরস্কের

৯ পৃষ্ঠার পর

ড. মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও, তিনি পৃথক বৈঠকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম নাজমুল হাসান এবং বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খানের সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে।

শেখ হাসিনা সরকারের আমলে তুরস্কের প্রভাব বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আঙ্কারা ঢাকায় তাদের কৌশলগত উপস্থিতি জোরদারের চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ নিজস্ব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির পাশাপাশি রপ্তানির লক্ষ্যে দুটি প্রতিরক্ষা শিল্প কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে চাইছে, যেখানে তুরস্ককে প্রযুক্তিগত ও বিনিয়োগ সহযোগী হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জে দুটি প্রতিরক্ষা শিল্পাঞ্চল স্থাপনের পরিকল্পনা করছে, যেখানে তুরস্কের একাধিক প্রতিরক্ষা কোম্পানিকে পার্টনার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান তুরস্ক সফরে পাঁচদিনের একটি কর্মসূচি সম্পন্ন করেছেন।

এপ্রিলে তুরস্কে অনুষ্ঠিত অ্যান্টালিয়া ডিপ্লোমেসি ফোরামে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছিলেন, ‘‘বাংলাদেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অ্যারোস্পেস অংশীদার প্রয়োজন। আর তুরস্কের সঙ্গে সহযোগিতা হলে সেটি হবে দুই দেশের জন্যই লাভজনক।’’

সেই সফরকালে তৌহিদ হোসেন তুর্কি অ্যারোস্পেসের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেহমেত দেমিরোলুর সঙ্গেও বৈঠক করেন। উভয়ের মধ্যে উড়োজাহাজ প্রযুক্তি এবং সামরিক সরঞ্জাম সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

বাংলাদেশে তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প সরাসরি উপস্থিতি এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগ শুধু দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্কই মজবুত করবে না, বরং দেশের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও রপ্তানির নতুন দিগন্তও উন্মোচন করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

দেড় বছরে ১ লাখ ১৮ হাজার

৮ পৃষ্ঠার পর

পরিষদে বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। শনিবার (৫ জুলাই) জেনেভার বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।

অধিবেশনে রাখাইনে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ও ‘আরাকান আর্মি’র মতো সশস্ত্র গোষ্ঠীসমূহের মধ্যকার চলমান সংঘাত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং রোহিঙ্গাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তুলছে বলে বাংলাদেশের বক্তব্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এ সময় বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মানবাধিকার পরিষদকে অবহিত করে উল্লেখ করেন, রাখাইন রাজ্যে চলমান হত্যাযজ্ঞ, নিপীড়ন ও সহিংসতা এড়াতে শুধুমাত্র ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় এক লাখ ১৮ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে।

এ ছাড়া আগামী সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে রোহিঙ্গা বিষয়ে অনুষ্ঠেয় উচ্চ-পর্যায়ের সম্মেলনে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানকল্পে বাস্তবমুখী ও সময়াবদ্ধ সমাধানও খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের চলমান ৫৯তম অধিবেশনে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত রেজ্যুলেশনটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। রেজ্যুলেশনে রোহিঙ্গাদের জন্য ক্রমহ্রাসমান মানবিক সহায়তার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবিক সহায়তার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এ ছাড়া এতে জাতিসংঘ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থাসমূহকে রাখাইনে নিরবচ্ছিন্ন ও পর্যাপ্ত মানবিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

রেজ্যুলেশনটিতে রাখাইনে বিচারহীনতা ও দায়মুক্তির সংস্কৃতি অবসানের জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি রাখাইন রাজ্যের সব স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা মুসলমানদের অংশগ্রহণ ও অর্থপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন কাঠামো স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন শুরু হওয়া জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের চলমান ৫৯তম অধিবেশন আগামী ৯ জুলাই শেষ হবে।

বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট

৮ পৃষ্ঠার পর

নাগরিকদের এবং দেশের ভেতরে বিদেশি নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশিরা বিদেশে ভ্রমণ ও কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে কিছুটা সংযমী হয়ে উঠছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের এপ্রিলে বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা ৪৬৮ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এই পরিমাণ আগের মাস ফেব্রুয়ারির তুলনায় ২৯ দশমকি ৪৯ শতাংশ বেশি। মার্চে খরচ ছিল ৩৬১ কোটি টাকা। শুধু মাসিক ভিত্তিতেই নয়, গত বছরের একই মাসের তুলনায় এই খরচের পরিমাণে বড় ধরনের পার্থক্য দেখা গেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ডে বিদেশে খরচ হয়েছিল ৫০৬ কোটি টাকা, যা এ বছরের চেয়ে ১৪৫ কোটি টাকা বেশি।

চলতি বছরের এপ্রিলে ভারতে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড লেনদেন নেমে এসেছে মাত্র ৩১ কোটি টাকায়, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৮ দশমিক ৩৭ শতাংশ কম।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের এপ্রিলে মাসে ভারতে এই খাতে ব্যয় ছিল ৯৮ কোটি টাকা। বিশ্লেষকদের মতে, ভিসা জটিলতা, সীমান্ত পারাপারে কড়াকড়ি এবং অন্যান্য দেশের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়াই প্রতিবেশি দেশে কার্ডে খরচ কমার প্রধান কারণ। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডধারীদের লেনদেন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এসব দেশে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, প্রবাসী সংযোগ চাহিদা বাড়ার ফলে ক্রেডিট কার্ডে খরচও ক্রমেই বাড়ছে।

বর্তমানে বিদেশে ক্রেডিট কার্ডে বাংলাদেশিদের খরচের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এপ্রিলে দেশটিতে খরচ হয়েছে ৬৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা, মার্চে খরচ ছিল ৫৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং ফেব্রুয়ারিতে ৫২ কোটি ৩০ লাখ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা থাইল্যান্ডে খরচ হয়েছে ৪৭ কোটি টাকা। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর; এপ্রিলে দেশটিতে ৪৫ কোটি ৬০ লাখ টাকা খরচ করেছে। যুক্তরাজ্যে খরচ ৪৩ কোটি ৩০ লাখ টাকা এবং মালয়েশিয়ায় খরচ ৪৩ কোটি টাকা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, ব্যবসা, ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সন্তানদের পড়াশোনা বা চিকিৎসাড় যে কোনও কারণে আগে বাংলাদেশিরা একটি নির্দিষ্ট দেশের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিল।

তবে ভিসা জটিলতা থাকায় এখন তাদের খরচ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই অন্যান্য দেশে ক্রেডিট কার্ডের লেনদেন বাড়ছে। এটি একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিবর্তনের পেছনে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক টানাপড়েন একটি বড় কারণ। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই বাংলাদেশিদের জন্য ভারত পর্যটক ভিসা দেওয়া বন্ধ রেখেছে। কবে নাগাদ এই ভিসা চালু হবে সে বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো আশ্বাস পাওয়া যায়নি।

শুধু ভিসা নয়, ভারত কিছু পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি বন্ধ করেছে, এমনকি ভারত হয়ে অন্য দেশে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহনেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। ফলে বাংলাদেশের বহু নাগরিক, যারা প্রতি বছর কলকাতা, দিল্লি, দার্জিলিং, সিকিম বা মেঘালয়ে ভ্রমণে যেতেন, এখন আর সে সুযোগ পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতির কারণে ভারতের প্রতি নির্ভরতা কমে গিয়ে বাংলাদেশিরা এখন যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণ ও ব্যয় বাড়াচ্ছেন।

বিদেশে বাড়লেও দেশে ক্রেডিট কার্ডে খরচ কমেছে

বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বাড়লেও, দেশের মধ্যে ব্যবহার কমেছে।

মার্চের তুলনায় এপ্রিল মাসে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার কমেছে ১৯ দশমকি ৬৮ শতাংশ। মার্চে যেখানে লেনদেন ছিল ৩ হাজার ৭৫৫ কোটি টাকা, এপ্রিলে তা কমে ৩ হাজার ১৬ কোটি টাকায় নেমেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ভেতরে ১১টি খাতে সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, পরিষেবার বিল পরিশোধ, খুচরা কেনাকাটা, নগদ উত্তোলন, পোশাক কেনাকাটা, ওষুধ ও ফার্মেসি, অর্থ স্থানান্তর, পরিবহণ খাতে ব্যয়, ব্যবসায়িক ও পেশাদারি সেবা এবং সরকারি সেবার বিল প্রদান। বেশিরভাগ খাতেই এপ্রিলে খরচ কমেছে।

এছাড়া, ৭৫ শতাংশ লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে ভিসা কার্ড ব্যবহার করে, ১৫ শতাংশ মাস্টারকার্ড এবং ৯ শতাংশ এমেক্স কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে।

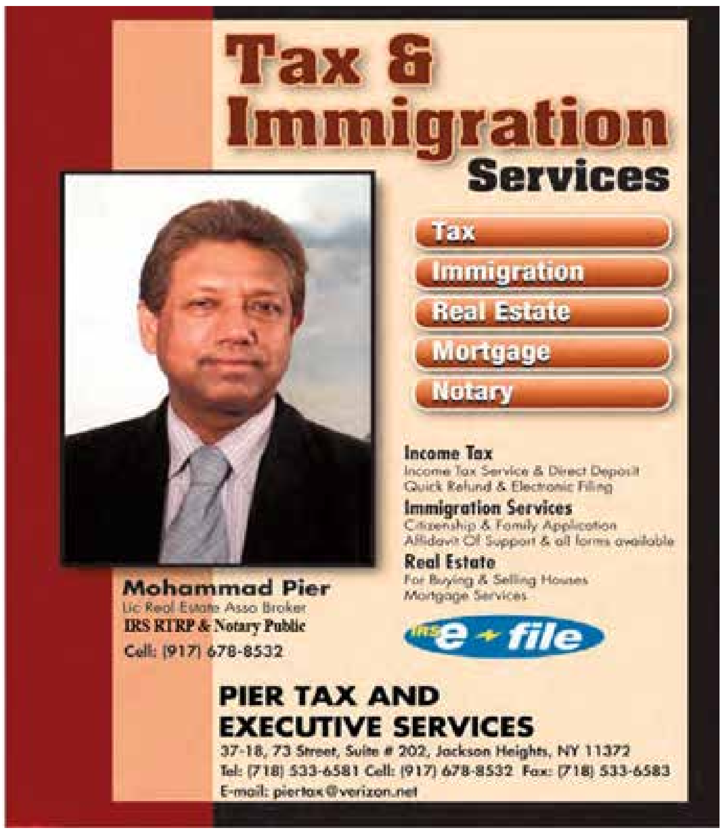

ডাক্তারদের চেয়েও নির্ভুল রোগ নির্ণয়

৫৬ পৃষ্ঠার পর

মালিকানাধীন ডিপমাইন্ড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ডিপমাইন্ডের একদল অভিজ্ঞ গবেষককে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই এআই টুল তৈরি করেছেন। ব্রিটিশ দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস (এফটি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

এই টুল মাইক্রোসফটের নতুন স্বাস্থ্যবিষয়ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইউনিটের প্রথম প্রকল্প। ইউনিটটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুস্তাফা সুলেইমান, যিনি গুগলের মালিকানাধীন ডিপমাইন্ড-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। ডিপমাইন্ডের একদল অভিজ্ঞ গবেষককে সঙ্গে নিয়ে তিনি এই এআই টুল তৈরি করেছেন। ব্রিটিশ দৈনিক ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস (এফটি) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

সিস্টেমটির কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন থেকে নেওয়া ৩০৪টি জটিল রোগের চিকিৎসাসম্পর্কিত গবেষণা বিশ্লেষণ করানো হয়। এ গবেষণাগুলোতে চিকিৎসকেরা কীভাবে রোগ নির্ণয় করেছেন এবং কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা বিশ্লেষণ করে টুলটির সঠিকতা ও যুক্তিবিজ্ঞান যাচাই করা হয়।

গবেষকরা 'চেইন অব ডিবেট' নামের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে এআইকে রোগ নির্ণয়ের প্রতিটি ধাপ ব্যাখ্যা করতে বাধ্য করা হয়। এতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনের যুক্তিগুলোও স্পষ্ট হয়।

এতে ব্যবহৃত লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (খখগ) এসেছে ওপেনএআই, মেটা, গুগল, অ্যানথ্রপিক, এক্সএআই এবং ডিপসিক-এর কাছ থেকে। সবচেয়ে ভালো ফল দিয়েছে ওপেনএআইয়ের 'ওথ্রি' রিজনিং মডেল, যা ৮৫.৫ শতাংশ কেসে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুলনামূলকভাবে, একই কেসে অভিজ্ঞ ডাক্তারদের সঠিকতা মাত্র ২০ শতাংশ। যদিও চিকিৎসকদের সেই পরীক্ষায় সহায়ক উপকরণ বা সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ ছিল না, যা থাকলে ফল ভিন্ন হতে পারত বলে উল্লেখ করেছে এফটি।

এআই সল্যুশনটির একটি সংস্করণ মাইক্রোসফট তার কোপাইলট চ্যাটবট ও বিং সার্চ ইঞ্জিনেও চালু করতে পারে, যেগুলো প্রতিদিন প্রায় পাঁচ কোটির মতো স্বাস্থ্যসম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে।

মামদানির জয় মার্কিন

১৬ পৃষ্ঠার পর

আফ্রিকান কর্মীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী সমালোচনা তুলে ধরেছেন। এসব আন্দোলন বিশ্বের অন্যান্য সংগ্রামকে প্রভাবিত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকান অভিবাসী অনেকের জীবন এই প্রতিরোধের ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। মামদানি ঋণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিউইয়র্ক সিটির ট্যাক্সি ড্রাইভারদের সঙ্গে শরিক হয়েছিলেন। মামদানি ও ওমর উভয়ে প্রান্তে ঠেলে দেওয়া সম্প্রদায়ের কথা শুনে এবং তাদের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলেছেন।

ট্রাম্প যুগের বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষ এবং বৈষম্যের কবলে থাকা এ জাতির মধ্যে নতুন এই নেতারা আশাব্যঞ্জক বিকল্প প্রস্তাব তুলে ধরছেন।

তারা অভিবাসী ও স্থানীয় বংশোদ্ভূত, মুসলিম ও অমুসলিম, কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান ও নতুন আগত আফ্রিকান এবং অন্যত্র থেকে আসা অভিবাসীদের দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের বিদ্যমান বিভেদের মধ্যে সংহতি গড়ে তুলছেন। তাদের এই সংহতি আত্তীকরণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। বরং অভিজ্ঞতাসঞ্চিত সংগ্রামের ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

রাজনৈতিক তাত্ত্বিক কোরি রবিন সম্প্রতি বলেছেন, মামদানি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের ছাঁচে একজন 'সুখী যোদ্ধা'। তিনি তীক্ষ্ণ, দৃঢ়; প্রকৃত বিতর্কে জড়াতে ভয় পান না। তিনি মুসলিম এবং দক্ষিণ এশিয়া থেকে বিশ্বব্যাপী অভিবাসনের মাধ্যমে রূপান্তরিত একটি শহরে ও জাতির মধ্যে তাঁর গুরুত্ব আরও জোরাল করে তোলেন।

তিনি আমূল পরিবর্তনকামী গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করেন, যা রক্ষণশীলরা ধরে রাখতে বা বুঝতে পারে না। শন জ্যাকবস নিউইয়র্ক সিটির দ্য নিউ স্কুলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক অধ্যাপক; আলজাজিরা থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

দেড় কোটি প্রবাসীর

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন না। তাই ভোটার তালিকা প্রস্তুতি সহজতর করা, বাংলাদেশি পাসপোর্ট, ফরেন পাসপোর্টে 'নো ভিসা রিকুইয়ার্ড' স্ট্যাম্প, জন্ম সনদ, এসএসসি সার্টিফিকেটসহ যেকোনো পাবলিক ডকুমেন্টে বাংলাদেশি নাগরিকত্ব দেখায়ড়তা দেখিয়ে ভোটার তালিকা তৈরি করা, প্রবাসীদের ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণে প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া, ব্রিটেনে বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে রিটার্নিং অথবা প্রিজাইডিং অফিসার নিযুক্ত করে প্রয়োজনীয় বুথ সরবরাহ করে ফিজিক্যাল ভোটের ব্যবস্থা করা।

প্রবাসী ভোটাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ, ইউকে পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ব্যারিস্টার নাজির আহমদ বলেন, নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে প্রবাসীদের ভোটাধিকার পদ্ধতি সহজ ও স্মার্ট করার প্রয়োজন।

বিশ্বের ১৫৭টি দেশে দেড় কোটির বেশি বাংলাদেশি অবস্থান করছেন।

তুরস্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা নিজেদের ভোট প্রয়োগ করতে পারেন।

তিনি আরও বলেন, অন্য দেশের প্রবাসীরা যদি ভোট প্রয়োগ করতে পারেন তাহলে আমাদের দেশের প্রবাসীরা কেন পারবেন না? আর দেরি নয়। প্রবাসীদের এই ন্যায্য দাবি মেনে তাদের ভোটাধিকার দিতে হবে এবং আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তা নিশ্চিত করতে হবে।

‘মব ভায়োলেন্স এবং জনদুর্ভোগ সৃষ্টি’ হলে কঠোর

৯ পৃষ্ঠার পর

ছাড়া ব্রিফিংয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযানসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

গুমের সঙ্গে সেনা সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে কর্নেল শফিকুল বলেন, সেনাবাহিনীর সদস্যদের ডেপুটেশনে পাঠালেও তাদের সেনাবাহিনী থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অভিযোগ উঠেছে, কয়েকজন সদস্য গুমের সঙ্গে জড়িত। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে এই সেনা কর্মকর্তা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবার যদি নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে সেনাবাহিনীর কাছে সহযোগিতা চান তাদের যথাযথভাবে সহযোগিতা করা হবে।

নির্বাচন প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কর্নেল শফিকুল জানান, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো নির্দেশনা আসেনি। তবে নির্দেশনা পেলে সেনাবাহিনী অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

থানাগুলোতে অস্ত্র লুট বিষয়ে তিনি বলেন, দেশে যেসব অস্ত্র লুট হয়েছে, তার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ ইতোমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি ২০ শতাংশ নির্বাচনের আগেই উদ্ধার হবে বলে আমরা আশাবাদী।

এবার চাকরি হারালেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট তাপসী

৮ পৃষ্ঠার পর

তাকে ‘চাকরি হতে বরখাস্তকরণ’ গুরুদণ্ড দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

তাপসী তাবাসসুমকে চাকরিচ্যুতির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গত বছরের ৬ অক্টোবর তিনি নিজ ফেসবুকে এক স্ট্যাটাসের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ও প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করায় তার বিরুদ্ধে ‘সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮’ এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক ‘অসদাচরণ’-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা হয়। এরপর তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। তিনি নিরাপত্তার কারণে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশ না নিয়ে লিখিতভাবে জবাব দেন। তার জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা অনুযায়ী তাকে গুরুদণ্ড দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়। এরপর তাকে দ্বিতীয়বার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়।

তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব, পারিপার্শ্বিকতা এবং বিভাগীয় মামলার নথি পর্যালোচনা তার বিরুদ্ধে ‘অসদাচরণ’ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে বিধিমালা অনুযায়ী ‘চাকরি হতে বরখাস্তকরণ’ সূচক গুরুদণ্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনও গুরুদণ্ড দিতে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের সঙ্গে একমত পোষণ করে পরামর্শ দেয়। রাষ্ট্রপতিও তাকে চাকরিচ্যুতির গুরুদণ্ড দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।

এর আগে, গত ৮ অক্টোবর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে শহীদ হওয়া রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক শহীদ আবু সাঈদ এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে তাপসী তাবাসসুম ঊর্মির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবু হানিফ।

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি

- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শটসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG

(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

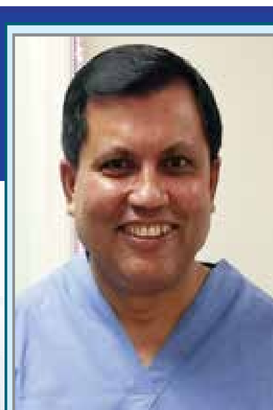

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস	ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
37-33 77TH STREET, JACKSON HEIGHTS NY 11372	1288 WHITE PLAINS ROAD BRONX NY 10472
TEL : 718-478-6100	TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
Aasha Home Care LHCSA
AHAD&CO
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

নিউইয়র্কে এনটিভির ২৩তম জন্মদিন উদযাপন

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভির ২৩তম জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে নিউইয়র্কে। গত ২রা জুলাই বুধবার জ্যাকসন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের স্বাগত জানান এনটিভির উত্তর আমেরিকা প্রধান ফরিদ আলম। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন এনটিভির সাবেক সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার শামসুন নাহার নিম্মি।

মধ্যরাতে আমেরিকায় জন্ম নেয়া বাংলাদেশি বংশদ্ভোত শিশু সাইফান নিহান ও নাজিহা কেক কেটে এনটিভির জন্মদিন উদযাপনের সূত্রপাত ঘটায়। এতে আমন্ত্রিত অতিথিরাও কেক কাটার আনন্দঘন মুহুর্ত্বে যোগ দেন। এ সময় এনটিভির থিম সং পরিবেশন করা হয়। এনটিভির জমজমাট এ আয়োজনে যোগ দিতে পেরে উচ্ছাস প্রকাশ করেন প্রবাসীরা।

অনুষ্ঠানে এনটিভিকে শুভেচ্ছা জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ, ডেমোক্র্যাটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য শম্মী আক্তার, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আল আমিন রাসেল, ফোবানার এক্সিকিউটিভ মেম্বার সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, বাংলাদেশ সোসাইটিরট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আহসান হাবিব, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট ফাহাদ সোলায়মান, বিএনপি নেতা জসিম ভূইঁয়া, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবীব, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট রাব্বী সৈয়দ, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ, ঠিকানার বার্তা সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, সাংবাদিক ড. কনক সরওয়ার, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, নিউইয়র্ক কাগজ সম্পাদক আফরোজা ইসলাম, আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান, যুবদলের কেন্দ্রীয় নেতা আবু সাইদ আহমদ, বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, আইবিটিভির কর্ণধার জাকারিয়া মাসুদ জিকো, সাংবাদিক সৌরভ ইমাম, ইউএনএ সম্পাদক সালাহ উদ্দিন আহমেদ, মুন লাইটের কর্ণধার মাসুম, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর, দেওয়ান কাউসার ও মনির, সাংবাদিক জাহিদা আলম, তরুণ প্রজন্মের প্রতিনির্ধি সাজিদ সীমান্ত, ফারদিন রহমান, সাবাব হোসেন ও জাকিয়া চৌধুরী, সাংবাদিক মুশফিকুর রহমান প্রমুখ। এনটিভি পরিবারের সাবেক এবং বর্তমান সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সুলতানা রহমান পুতুল, শাহেদ আলম, নাজনীন আক্তার, শাহাব উদ্দিন সাগর, দিদার চৌধুরী, আরিফুর রহমান, আসহান পলাশ, আরিফুজ্জামান আরিফ, আজাদ, তানভীর আজহার সুকি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শাহ মাহবুব ও শশী। অনুষ্ঠানে এনটিভির দর্শক ফোরামের পক্ষ থেকে ফরিদ আলমের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন এম ডি সায়েম মিয়া। অনুষ্ঠানের অডিও/ভিডিওর দায়ত্বে ছিল আরিফুজ্জামান আরিফ এর প্রতিষ্ঠান পিংক নয়েজ।

উৎসবমুখর পরিবেশে দোহার উপজেলা সমিতির বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৯ জুন রবিবার আনন্দঘন, উৎসবমুখর পরিবেশে লং আইল্যান্ডের হ্যাম্পস্টেড লেক স্টেট পার্কের ফিলিপ স্কট প্যাভিলিয়নে প্রতিবারের মত এবারও কমিউনিটির অন্যতম সফল আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠন দোহার উপজেলা সমিতি ইউএসএ'র বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবারের বনভোজনে দোহার উপজেলাবাসী ও শুভানুধ্যায়ী ছাড়াও কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ,ধামরাইসহ ঢাকা জেলা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ৬ শতাধিক নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরীদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বনভোজন প্রাঙ্গন।

প্রাণবন্ত এই বনভোজনের বেলুন উড়িয়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংগঠনের সম্মানিত ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিবিদ গিয়াস আহমেদ। এসময় সাথে ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদ হোসেন, সংগঠনের সভাপতি দুলাল বেহেদু ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হাফিজুর রহমান গিনি, সালাউদ্দিন আহমেদ খোকন, আব্দুর রাজ্জাক (এম আনোয়ার), বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর ভুইয়া, এবারের বনভোজনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আছিয়া আক্তার, আহবায়ক শাহিনুর রহমান বিপ্লব ও সদস্য সচিব রবিউল আলম প্রমুখ। বনভোজন আয়োজনে কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি তত্ত্বাবধানে সহযোগিতা করেছেন যুগ্ম আহবায়ক সাইফুর রহমান টুটুল, সমন্বয়কারী সুয়েব আক্তার, সুমন মাহমুদ, ইমরান আহমেদ পরশ, যুগ্ম সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন এস শফিকুর রহমান তপন, শোয়েব আক্তার। ব্যস্ততম জীবনের ফাঁকে বনভোজনের একটি দিন ছিল সকলের কাছেই দারুন উপভোগ্য।

এবারের বনভেজনে দুপুরের আপ্যায়নের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন জাকির হোসেন কাঞ্চন। সকালের নাস্তা বিতরণের পর দুপুরে সকলের জন্য ছিল মজাদার বাঙালি খাবারের ব্যাবস্থা। নানা ধরণের সুস্বাদু খাবারে সাজানো হয়েছিল মধ্যাহ্ন ভোজের মেন্যু। যার স্বাদ উপভোগ করেছেন উপস্থিত সকলেই।

এবারের বনভোজন ছিল বিভিন্ন ইভেন্টে ভরপুর। শিশু কিশোরদের দৌড় প্রতিযোগিতা,মহিলাদের পিলো পাসিং, বল নিক্ষেপ, ফুটবল খেলাসহ নানা ইভেন্টে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করেন।বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মহিলাদের পিলো পাসিংয়ে অংশগ্রহণকারী সকলকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বনভোজনের সাংস্কৃতিক পর্ব পরিচালনা করেছেন নুরুন নাহার হ্যাপি ও ডালিয়া রহমান। প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখেন হাফিজুর রহমান গিনি, রায়ান তাজ ও প্রমি তাজ, মোস্তফা কামাল মুকুল, ডালিয়া রহমান, মাসুদ আহমেদ, মোস্তাক রহমান প্রমুখ।

এবারের উপভোগ্য এই বনভোজনের সর্বশেষ রাফেল ড্র ছিল একটি আকর্ষণীয় পর্ব। দুই হাজার ডলারের স্বর্ণালংকার সেট ছিল প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ১০০০ ডলার, তৃতীয় পুরস্কার নতুন আইফোন, চতুর্থ পুরস্কার নগদ ৫০০ ডলারসহ সর্বমোট ১০টি র‍্যাফেল ড্র বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। সন্ধ্যার পূর্বে বিজয়ীদের হাতে পুরষ্কার তুলে ধরেছেন সংগঠনের উপদেষ্টাসহ এবং সমিতি ইউএসএ'র নেতৃবৃন্দ। র‍্যাফেল ড্র ইভেন্টটি ছিল টান-টান উত্তেজনাপুর্ণ ও আনন্দঘন। পুরস্কার হাতে নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ে বিজয়ীরা।

সমিতির সভাপতি দুলাল বেহেদুর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল মুকুল।

এ সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন করেন বিশিষ্ট কমিউনিটি অ□্যাক্টিভিস্ট, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, জেবিবিএ সভাপতি, দোহার উপজেলা সমিতির ট্রাস্টি প্রধান গিয়াস আহমেদ, সমিতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস□্য হাফিজুর রহমান হাফিজ, শেখ সালাহউদ্দিন আহমেদ খোকন, আব্দুর রাজ্জাক (এম আনোয়ার), আলমগীর ভূঁইয়া, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুগ্ম সম্পাদক দেওয়ান কাউছার প্রমুখ।

এবারের বনভোজনে অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মো: মঞ্জুরুল হক, জামালপুর জেলা সমিতির সহ সভাপতি শামসুন্নাহার নিম্মি, নিউ ইয়র্কবাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সেক্রটারী মশিউর রহমান মজুমদার প্রমুখ
বনভোজন চলাকালে বিভিন্ন সময়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন করেন অতিথি হিসেব উপস্থিত বিশিষ্ট কমিউনিটি অ□্যাক্টিভিস্ট নূরুল আজিম, তারেক হাসান খান, আহসান হাবিব, তোফায়েল আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমিসহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া দোহার উপজেলা সমিতির নেতৃবৃন্দসহ অতিথিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। এ সময় সবার মাঝে বৈকালিক নাস্তা পরিবেশন করা হয়। শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চিপস। ছিল চায়ের ব□্যবস্থা।

বনভোজনের সার্বিক সহযোগিতায় আরো ছিলেন মো: নিজাম উদ্দিন খান, মোহাম্মদ মোস্তাকুর রহমান খান, আলমগীর কবির সেন্টু,ওয়াহিদুর রহমান খান মুক্তি,লিমন সিকদার প্রমুখ। দিনভর হই হুল্লোড়, কুশল বিনিময়, আনন্দ-উল্লাসে কাটানোর পর পড়ন্ত বিকেলে বাড়ি ফেরার পালা। দিনব্যাপী বনভোজনে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সংগঠনের সভাপতি দুলাল বেহেদু আগামীতেও আবার মিলিত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সহ সভাপতি এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিনের পিতা হাজী ডা. মো: গিয়াস উদ্দিন (নামদার মিয়া) এবং মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ'র সমাজকল্যাণ সম্পাদক জাবেদ আহমদ এর পিতা মরহুম মোঃ ছুরুক মিয়া সহ দেশ ও প্রবাসে সাম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার সকল জান্নাতবাসী এবং মৌলভীবাজারবাসীদের মধ্য বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়েছে। মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ সোমবার (৩০ জুন) বাদ মাগরিব এস্টোরিয়ার আল আমীন মসজিদে এই মাহফিলের আয়োজন করে। খবর ইউএনএ'র।

মাহফিলে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন আল আমীন মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা লুৎফর রহমান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আল আমীন মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জালাল চৌধুরী, মৌলভীবাজারের ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি সোয়ান আহমেদ টুটুল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল, উপদেষ্টা সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ, এজাজ আহমেদ ও মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, সাবেক সভাপতি তজমুল হোসেন, সাবেক সম্পাদক সৈয়দ মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা এমাদ চৌধুরী, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও সাধারণ সম্পাদক মইনুর রহমান শোয়েব, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জিল্লুর রহমান খান, স্থানীয় ১১৪ পুলিশের প্রিসেঙ্কটের কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স পুলিশ অফিসার গ্যাব্রিয়েল টোভার, সহকারী পুলিশ ক্যাপ্টেন সৈয়দ এনায়েত আলী, সহায়ক সার্জেন্ট আসমত, আজান, এপিও তেরিয়া, এপিও ক্যারি এবং মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদ রহমান তরফদার, সদস্য শাহীন হাসনাত, শাহিন আহমেদ, জালাল চৌধুরী, জুয়েল খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

র‍্যাংকিং চয়েস ভোট গণণায় জোহরান বিজয়ী

৫৬ পৃষ্ঠার পর

সিটির নির্বাচন বোর্ড। এর ফলে আসছে নভেম্বরের মেয়র নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন চূড়ান্ত হলো।

১লা জুলাই রাতে প্রকাশিত র‍্যাঙ্কড-চয়েস ভোটের (পছন্দের ক্রমানুযায়ী পাঁচজন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া) ফলাফলে দেখা গেছে, জোহরান তৃতীয় ধাপে ৫৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয় নিশ্চিত করেছেন। অথচ তুলনামূলকভাবে অপরিচিত নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য হিসেবে ভোটের প্রচার শুরু করেছিলেন তিনি। র‍্যাঙ্কড-চয়েস ভোটেজয় পেতে একজন প্রার্থীকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। নিউইয়র্কে ২০২১ সাল থেকে শুরু হয় র‍্যাঙ্কড চয়েস ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ।

ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিসেবে জোহরান নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে বর্তমান মেয়র অপর ডেমোক্র্যাট এরিক অ্যাডামসের মুখোমুখি হবেন।

২০২১ সালে প্রথমবারের মতো মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হিসেবে জয় পান অ্যাডামস। তবে এবার তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়বেন। দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হলেও পরে বিচার বিভাগ খারিজ করে দেন। এরপরই দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা একটি নতুন ভিডিওতে জোহরান তাঁর প্রাইমারিতে পাওয়া জয়কে ২০২১ সালে অ্যাডামসের নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মামদানি বলেন, 'আমরা সব সময় ভেবেছি, আমাদের বিজয় আসবে র‍্যাঙ্কড-চয়েস ভোটের একাধিক ধাপের পর। প্রথম রাউন্ডেই যখন আমরা এত ভোট পেলাম, যা এরিক অ্যাডামস গত নির্বাচনে সাত রাউন্ড মিলিয়েও পাননিড় এটা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল।'

ভারতীয় বংশোদ্ভূত ৩৩ বছর বয়সী মামদানি একজন মুসলিম, জন্ম উগান্ডায়। তিনি নিজেকে গণতন্ত্রপন্থী সমাজতান্ত্রিক হিসেবে পরিচয় দেন। প্রাইমারিতে মধ্যপন্থী অভিজ্ঞ রাজনীতিক অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়েছেন তিনি। জোহরানের জয় ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। তাঁদের উদ্বেগের কারণ, নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে মামদানি রিপাবলিকানদের আক্রমণের সহজ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন।

নতুন ভিডিওতে জোহরান বলেন, তাঁর লক্ষ্য মানুষের সমর্থন রিপাবলিকান দল থেকে আবার ডেমোক্রেটিক দলের দিকে ফিরিয়ে আনা। উল্লেখ্য, জোহরান নিউইয়র্ক সিটির এমন কয়েকটি এলাকায় জয়ী হয়েছেন যেখানকার বাসিন্দারা গত বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিলেন।

নির্বাচন বোর্ড থেকে জোহরানের জয় নিশ্চিত করার পর ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি মামদানি চূড়ান্ত নির্বাচনে জেতেন ও মেয়র হিসেবে নিউইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের গ্রেপ্তারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তখন তিনি কীভাবে তা সামলাবেন।

জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'তাহলে তো তাঁকে আমাদের গ্রেপ্তার করতেই হবে। দেখুন, আমাদের দেশে কমিউনিস্টের কোনো দরকার নেই। যদি কেউ থাকে, তবে আমি দেশের পক্ষ থেকে খুব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর ওপর নজর রাখব।'

জোহরান এর আগে বলেছিলেন, অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলো লোকজনকে ভীত করে তুলছে এবং যেসব এজেন্ট এসব অভিযান পরিচালনা করছেন, তাঁরা আইন মেনে চলার কোনো আগ্রহই দেখান না।

গত সপ্তাহে প্রাইমারির প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণার পর, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জোহরানকে ফোন করে প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন। চূড়ান্ত গণনায় কুমো ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন।

দলীয় প্রাইমারিতে হেরে গেলেও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারেন কুমো। তবে এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে এটি নিয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

অ্যাডামসের পাশাপাশি জোহরান রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাটর্নি জিম ওয়াল্ডেনের মুখোমুখি হবেন।

যৌন হয়রানির অভিযোগে নিউ ইয়র্কের গভর্ণর

৫৬ পৃষ্ঠার পর

পর অভি নিজেই পদত্যাগের ঘোষণা দেন।

সূত্র জানিয়েছে, গত ১৬ জুন গভর্নরের সব কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি রিট্রিট বা কর্মশালার সময় এই অভিযোগের বিষয়টি জানাজানি হয়। অভিযোগটি গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হলে সঙ্গে সঙ্গেই আভি স্মলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়।

গভর্নর হোকুলের কমিউনিকেশনস ডিরেক্টর অ্যান্থনি হোগ্রেব এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, গভর্নর হোকুল নিউইয়র্ক স্টেটের কোনো কর্মীর অনিয়ম বা অপেশাদার আচরণের প্রতি সহনশীল নন। তিনি স্টেটের ইতিহাসে সবচেয়ে কঠোর কর্মস্থল সুরক্ষা এবং প্রশিক্ষণ নীতিমালা চালু করেছেন। আমরা চলমান তদন্ত নিয়ে মন্তব্য করতে পারি না, তবে অভিযোগ আসার পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্মীকে সাময়িকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

সূত্র অনুযায়ী, পুরো বিষয়টি বর্তমানে বাইরের একটি আইন পরামর্শদাতা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করা হচ্ছে।

লিঙ্কডইনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আভি স্মল ২০২৩ সালের জুলাই থেকে হোকুলের প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছেন। এর আগে তিনি ২০২১ সালে হোচুল গভর্নর হওয়ার পরপরই প্রথম ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ পান।

জোহরানের জয়ে কেন ক্ষিপ্ত মোদি-ভক্তরা

৫৬ পৃষ্ঠার পর

অনেকেই তাঁকে 'জিহাদি' ও 'ইসলামপন্থী' আখ্যা দিয়েছেন। কেউ কেউ আবার বলছেন, তিনি হিন্দুবিরোধী ও ভারতবিরোধী।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব অর্গানাইজড হেট' (সিএসওএইচ)-এর গবেষণা পরিচালক কায়লা ব্যাসেট মনে করেন, জোহরানকে আক্রমণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে পুরো মুসলিম সম্প্রদায়কেই নিশানা করা হচ্ছে।

কায়লা বলেন, 'এটা (হিন্দুত্ববাদীদের জোহরানের সমালোচনা) শুধু একজন ব্যক্তি নিয়ে নয়। এটি একধরনের বর্ণনাকে জোরদার করার চেষ্টা যেড্মুসলিম মানেই "সন্দেহের পাত্র" অথবা তাঁরা আমেরিকান হতে পারেন না।'

মোদির দল থেকেই তীব্র সমালোচনা

নিউইয়র্কের ভোটারদের মধ্যে নিজের সমর্থন বাড়াতে কাজ করে চলেছেন জোহরান মামদানি। কিন্তু ওই নেতিবাচক প্রচার তাঁর প্রচারাভিযানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

নভেম্বরে জোহরান লড়বেন সুপরিচিত ও অভিজ্ঞ প্রার্থীদের সঙ্গে। ধারণা করা হচ্ছে, চূড়ান্ত ভোটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে তাঁর প্রতিপক্ষ সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো এখনো স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা বাতিল করেননি।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বরাবরই মুখ খুলেছেন জোহরান মামদানি, তা গাজা হোক বা ভারতড়্সব জায়গার ব্যাপারেই। জোহরানের এ স্পষ্টবাদী অবস্থানে শুধু তাঁর দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরাই নন, বিদেশের অনেকেও সমালোচনা করেছেন। জোহরানের এসব বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সদস্যরাও, প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর মেয়র পদে উপযুক্ততা নিয়েও।

বিজেপির সংসদ সদস্য ও বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'তিনি (জোহরান) তো ভারতীয়র চেয়ে পাকিস্তানির মতো শোনাচ্ছেন।' এরপরই জোহরানের মা ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের হিন্দু পরিচয় টেনে এনে তিনি বলেন, 'তাঁর (জোহরান) হিন্দু পরিচয় বা বংশ যাই হোক; এখন দেখছি, তিনি হিন্দুধর্ম ধ্বংস করতেই উদগ্রীব।'

জোহরানের প্রাথমিক নির্বাচনী জয় পাওয়ার পরপরই বিজেপিপন্থী সুপরিচিত ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'আজ তক' একটি প্রতিবেদনে দাবি করে, তিনি এমন সব সংগঠন থেকে অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, যারা ভারতবিরোধী কাজ করে। প্রতিবেদনে নিউইয়র্কে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেড়এমন এক ধারণায় উদ্বেগ জানানোর পাশাপাশি পর্দায় আবৃত নারীদের ভিডিও চিত্রও দেখানো হয়।

প্রবাসী ভারতীয়দের দিক থেকে সমালোচনা

তবে শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই জোহরানের বিরুদ্ধে প্রচার। যুক্তরাষ্ট্রেও কিছু প্রবাসী ভারতীয় গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে।

নিউ জার্সিভিত্তিক সংগঠন 'ইন্ডিয়ান আমেরিকানস ফর কুমো' ৩ হাজার ৫৭০ ডলার খরচ করে নিউইয়র্ক শহরের আকাশে উড়োজাহাজ উড়িয়ে একটি ব্যানার প্রদর্শন করেছে। তাতে লেখা ছিল, 'গ্লোবাল ইন্তিফাদা (ইন্তিফাদা দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ বা অভ্যুত্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়) থেকে নিউইয়র্ককে বাঁচান। মামদানিকে প্রত্যাখ্যান করুন।'

মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচক

জোহরানের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের এই প্রতিক্রিয়ার পেছনে রয়েছে তাঁর সরব অবস্থান, বিশেষ করে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা।

২০২০ সালে টাইমস স্কয়ারে এক বিক্ষোভে অংশ নিয়ে জোহরান ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির নির্মাণের প্রতিবাদ জানান, প্রশ্ন তোলেন বিজেপির ভূমিকা নিয়ে। বলেন, 'আমি আজ এখানে প্রতিবাদ করতে এসেছি বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংসে ভূমিকা রেখেছে।' ১৯৯২ সালে হিন্দু উগ্রপন্থীরা মসজিদটি ধ্বংস করে দেন।

পরে ২০২৩ সালে মোদির নিউইয়র্ক সফরের আগে জোহরান জেলে থাকা ভারতীয় অধিকারকর্মী উমর খালিদের লেখা পাঠ করে শোনান। উল্লেখ্য, উমর খালিদ ২০২০ সাল থেকে বিচার ছাড়াই 'সন্ত্রাসবাদের' মামলায় কারাগারে আছেন। মোদি সরকারের সমালোচনা করেছিলেন উমর।

অতিসম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মেয়র প্রার্থীদের এক টাউন হলে জোহরানকে প্রশ্ন করা হয়, মোদি নিউইয়র্কে এলে তিনি দেখা করবেন কি না। তাঁর উত্তর ছিল স্পষ্ট, 'না, করবেন না। তিনি একজন যুদ্ধাপরাধী।'

জোহরান বলেন, ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গার সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মোদি সহিংসতা থামানোর জন্য কিছুই করেননি। সেই দাঙ্গায় হাজারখানেক মানুষ নিহত হন, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। ওই ঘটনার পর ধর্মীয় স্বাধীনতার চরম লঙ্ঘনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র মোদিকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

জোহরান বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি পরিকল্পিতভাবে গুজরাটে মুসলমানদের গণহত্যা ঘটিয়েছেন। *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

মাদারীপুর জেলা সমিতির বনভোজনে প্রবাসীদের মিলনমেলা

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে মাদারীপুর জেলা সমিতি ইউএসএর উদ্যোগে হয়ে গেল এক জমকালো পিকনিককের আয়োজন। ২৯ জুন নিউইয়র্কের অদূরে লং আইল্যান্ডের বেলমন্ট পার্কে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

শিশু থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের নানা শ্রেণীপেশার মানুষ এই আয়োজন উপভোগ করেন। বনভোজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন ছিল। এছাড়া ছিল র‌্যাফল ড্র। কোলাহল মুক্ত পরিবেশে আনন্দে মেতে উঠেন সবাই।

আয়োজনে ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে ছিল ইটারনাল কেয়ার সার্ভিস এর আশরাফ চৌধুরী খোকন, এম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির মোহাম্মদ সিদ্দিক তানভির, সাফায়েত খান, মেহেক এক্সক্লুসিভ কালেকশন, হেমায়েত হোসেন হিমু, জে আর নীট ফেব্রিক্স, সানাই রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি হল, ড্রিমস ডোর ফ্যাশন, রাজিব সজিব, নরসিংদী জেলা সমিতি ইউএসএ এবং রিঙ্কুস জুয়েলারি,জনাব সৈয়দ শফিকুল আলম ,টেষ্ট অফ বেংগল,আনন্দ ড্রাইভিং স্কুল বিগহেমন্টন। আরো ছিলেন বিষিষ্ট ব্যবসায়ী লিটন হাওলাদার, নিউজার্সি ও বাফলো থেকে আগত অতিথিবৃন্দ।

পিকনিক উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাদারীপুর জেলা সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন একটি পিকনিক আয়োজন করতে পেরেছি। আগামীতে আরও সুন্দরভাবে সবার পরামর্শ নিয়ে পিকনিকের আয়োজন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী জেলা সমিতি, ইউএসএ ইনক-এর সভাপতি শামিম গফুর এবং সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক বাবুল। শামিম গফুর বলেন, প্রবাসে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখতে চাই। এহসানুল হক বাবুল বলেন, প্রবাসে থেকেও আমরা মাদারীপুরবাসীর পাশে থাকতে চাই। মাদারীপুর জেলা সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক রাসেল আকন্দ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন মো. আক্তারুজ্জামান, হেমায়েত হোসেন হাওলাদার, আবুল কালাম খান, অ্যাডভোকেট শহীদ আকতার, হাফিজুল করিম, ডাক্তার মোহাম্মদ আলী, ডাক্তার মশিউর রহমান, মোতাহার হোসেন, মতিউর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি সৈয়দ মাহবুব আলম, সহ-সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এনায়েত হোসেন, সহ-সভাপতি সৈয়দ শফিকুল আলম, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, সহ-সভাপতি এইচ এম সাইয়েদ আহমেদ, সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত হোসেন হিমু, সহ-সাধারণ সম্পাদক সেরাজুল ইসলাম মিল্টন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান গোলাপ, দপ্তর সম্পাদক মোঃ মাসুদুর রহমান, প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুরাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোশারফ হাওলাদার, ক্রীড়া সম্পাদক নাজমুল হাসান শান্ত, সব ক্রীড়া সম্পাদক নাহিয়ান আকতার, ধর্ম বিশ্বাস সম্পাদক মোঃ শহীদ শরীফ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সায়মা সুলতানা, সদস্য রফিকুল কিবরিয়া, খোকন মল্লিক, মাহমুদুল হাসান, হুমায়ুন আকতার, নিশাদ খান, মোহাম্মদ সজীব, মামুন মীর, মোঃ শহীদুজ্জামান ও বেলাল হোসেন।

এছাড়াও সমন্বয়ক হিসাবে আছেন এ এস এম গোলাম মাওলা আকন্দ ,আব্দুল হাই হাওলাদার ,নাহিদ হাওলাদার।

এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশি মাদারীপুর বাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের আয়োজন প্রবাসে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজনে সক্রিয় থাকার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেন। - জলি আহমেদ প্রেরিত

সৌজন্যে: আশরাফ চৌধুরী খোকন, ইটারনাল হোমকেয়ার সার্ভিস, নিউ ইয়র্ক

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভায় সিদ্ধান্ত

২৫ বছর পূর্তী পালনের প্রস্তুতি, ফ্যামিলি বার্বিকিউ পার্টি ২ আগষ্ট ও ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচী ২২ আগষ্ট

পরিচয় ডেস্ক : ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী পালন করা হবে। এজন্য চলছে প্রস্তুতি। অপরদিকে সংগঠনের 'ফ্যামিলি বার্বিকিউ পার্টি' আগামী ২ আগষ্ট শনিবার কার্নিংহাম পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচীর আয়োজন করা হবে আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের এক সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ মেজ্জান রেষ্টুরেন্টে মঙ্গলবার (১ জুলাই) সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত ফ্রেন্ডস সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সভায় প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি সহ অন্যান্য উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তারা উপস্থিত

ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী। সভায় ২ আগষ্ট শনিবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে (পার্কের অনুমতি পাওয়া সাপেক্ষে) 'ফ্যামিলি বার্বিকিউ পার্টি', ২২ আগষ্ট শুক্রবার আয়োজন করা হবে 'ব্যাক টু স্কুল' কর্মসূচী এবং অক্টোবর মাসে দু'দিনব্যাপী সংগঠনের '২৫ বছর পূর্তী' অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়।

'ফ্যামিলি বার্বিকিউ পার্টি' সফল করতে সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি-কে আহবায়ক ও কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী পালন আয়োজক কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়েছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী এবং সদস্য সচিব মনোনীত হয়েছেন সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। কর্মসূচীগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। খবর ইউএনএ'র।

পৃথিবীর ঘূর্ণনে বদল, চলতি মাসেই কমছে দিনরাতের

৫৬ পৃষ্ঠার পর

বলা হচ্ছে, জুলাই এবং আগস্টের মোট তিনটি দিন পৃথিবী একটু বেশি গতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবে। যার জেরে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যে ফারাক হবে। যদিও তা নগণ্য কয়েক মিলিসেকেন্ড মাত্র। এমনটা হওয়ার কারণ কী? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, জলবায়ু বদলের একাধিক প্রভাবের জেরে এই বিরল ঘটনা ঘটতে চলেছে।

বিজ্ঞানীদের নতুন গবেষণা অনুযায়ী, জুলাইয়ের ৯, ২২ এবং আগস্টের ৫ তারিখ পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি একটু বাড়বে। মূলত চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আমাদের গ্রহের এই দ্রুত ঘূর্ণন। আর তার জেরে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যে খুব সামান্য বদল হবে। হিসেব বলছে, ১.৫১ মিলিসেকেন্ড সময়ের হেরফের হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী জুডা লেভাইনের মতে, "পৃথিবীর ঘূর্ণনগতি বৃদ্ধির পূর্বাভাস যেমন আছে, তেমন পৃথিবীর গতি শ্লথ হতে পারে, তাও বলা যায়। এই ভারসাম্যটা জরুরি। আর তার প্রভাবে যা ঘটতে চলেছে, তা কিন্তু বেশ বিস্ময়কর।"

বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা, এই যে জুলাই ও আগস্টের তিনদিন ১.৫১ মিলিসেকেন্ড করে সময়ের ফারাক হবে, বিশ্বের ঘড়িতে সামগ্রিকভাবে তার প্রভাব টের পাওয়া যাবে সেই ২০২৯ সালে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞানীর কথায়, "এটা আমাদের ভাবনার বাইরে। পৃথিবীর গতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়া বা আচমকা কমে যাওয়ার কোনও ব্যাখ্যা নেই। অনেকে মনে করেন, এটা পৃথিবীর অভ্যন্তরের কিছু ঘটনার জন্য বলেই মনে হয়।"

তবে তিনি যাই বলে থাকুন, বিশ্লেষণ করেছেন বিজ্ঞানীদের আরেকাংশ। বলা হচ্ছে, এই তিনটি দিন পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর চাঁদের অবস্থান থাকে সবচেয়ে কম দূরত্বে। ফলে টান বাড়ে। এদিকে, মেরুপ্রদেশের হিমবাহ গলন, এল-নিনোর প্রভাবে আবহাওয়া বদলের কারণে পৃথিবীর ভরবেগে পরিবর্তন হচ্ছে। সবমিলিয়ে আমাদের গ্রহের ঘূর্ণনগতির হ্রাস-বৃদ্ধির নেপথ্যে এসব কারণ রয়েছে বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

জালালাবাদ ল'সোসাইটির বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৮ জুন শনিবার সিলেট জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সহ-সভাপতি-১(২০২৪) এডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন -কে নিয়ে নিউইয়র্ক -এর জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্ট-এর পার্টি হলে জালালাবাদ ল'সোসাইটি ইউএসএ- এর বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ ল' সোসাইটি ইউএসএ-এর সভাপতি এডভোকেট এমাদ উদ্দিন।এডভোকেট মোঃ আতিকুর রহমান শাবু-এর সাবলীল উপস্হাপনায় সভায় বক্তব্য রাখেনঃ- জালালাবাদ ল' সোসাইটির উপদেষ্টা এডভোকেট শাহ ফরিদ আহমেদ, জালালাবাদ ল'সোসাইটির সহ-সভাপতি এডভোকেট আব্দুল হাই কাইয়ূম, এডভোকেট মঈন উদ্দীন আহমেদ, এডভোকেট ওলিউল্লাহ আল মারুফ, এডভোকেট মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন, সাবেক ব্যাংকার মুকিম উদ্দিন, সংবর্ধিত অথিতি এডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন ও জালালাবাদ ল' সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী। সভাশেষে চা-নাস্তা আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদ প্রেরক সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মহিলা ট্রেন অপারেটর

হিসেবে কাজ করছেন এক বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত মহিলা আসমা সোনিয়া, যা সেপটার ১২৫ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত, মহিলা মুসলিম হিসেবে প্রথম। চট্টগ্রামের মেয়ে আসমা সোনিয়া, যিনি প্রবাস জীবনের বিভিন্ন চড়াই উতরাই পেরিয়ে আজ সফলতার শীর্ষে অবস্থান করছেন। আসমা সোনিয়া শুধু পেনসেলভেনিয়ার বাংলাদেশিদের নয়, সমগ্র বাংলাদেশের গর্ব। তাঁকে অনুসরণ করে ভবিষ্যতে বাংলাদেশী মহিলারা এই ধরণের চ্যালেন্‌জিং কাজে যোগদানে উৎসাহিত বোধ করবেন।

১২ দেশের জন্য ট্রাম্পের চূড়ান্ত শুল্কহার প্রস্তুত,

৫৬ পৃষ্ঠার পর

হবে, তা জানা যায়নি। তিনি বলেছেন, সোমবার এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে।

এর আগে, গত ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন, প্রথম দফার চিঠিগুলো শুক্রবারেই পাঠানো হবে। তবে ৪ জুলাই শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ছুটি থাকায় তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধে আর্থিক বাজার অস্থির হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন দেশের নীতিনির্ধারকেরা নিজেদের অর্থনীতি রক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে গত এপ্রিল মাসে ট্রাম্প ঘোষণা করেন, অধিকাংশ দেশের পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ১০ শতাংশ হারে বেসিক শুল্ক আরোপ করবে। পাশাপাশি কিছু দেশের ক্ষেত্রে শুল্কহার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তবে ১০ শতাংশের বেশি যেসব শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়েছিল, তা ৯০ দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল, যাতে এই সময়ের মধ্যে সমঝোতার সুযোগ থাকে। এই ৯০ দিনের সময়সীমা শেষ হচ্ছে ৯ জুলাই। তবে শুক্রবার ভোরে ট্রাম্প বলেন, শুল্কহার আরও বাড়তে পারে। সেটা ৭০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। বেশির ভাগ শুল্কই কার্যকর হবে ১ আগস্ট থেকে।

ট্রাম্প বলেন, 'আমি কিছু চিঠিতে সই করেছি। সেগুলো ৭ জুলাই সোমবার পাঠানো হবে। সম্ভবত ১২টা চিঠি। বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপ করা হবে।'

ট্রাম্প ও তাঁর শীর্ষ সহযোগীরা শুরুতে বলেছিলেন, তাঁরা বিশ্বের অনেক দেশের সঙ্গে শুল্ক নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাবেন। তবে জাপান ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বড় বাণিজ্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনায় একের পর এক ব্যর্থতার পর ট্রাম্প সে অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

৪ জুলাইশুক্রবার রাতে ট্রাম্প বলেন, 'চিঠি পাঠানো অনেক সহজ...আলোচনা করার চেয়ে ভালো।' ৯ জুলাইয়ের সময়সীমার আগেই কিছু বিস্তৃত বাণিজ্য চুক্তি হবে বলে যে আশাবাদ তিনি করেছিলেন, ৪ জুলাই শুক্রবার সে বিষয়ে কিছু বলেননি। হোয়াইট হাউসের কৌশল বদলের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, শুল্ক থেকে শুরু করে কৃষিপণ্য আমদানির নিষেধাজ্ঞার মতো নানা অশুল্ক বাধা নিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে সফলভাবে আলোচনা শেষ করা বেশ কঠিন। বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি করতে সাধারণত বছরের পর বছর সময় লাগে।

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র শুধু দুটি দেশের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছাতে পেরেছে। ব্রিটেনের সঙ্গে মে মাসে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ১০ শতাংশ বেসিক শুল্ক বহাল থাকবে। এ ছাড়া গাড়ি ও বিমান ইঞ্জিনের মতো কিছু খাতে ব্রিটেন বিশেষ সুবিধা পাবে। ভিয়েতনামের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী দেশটির অনেক পণ্যের ওপর শুল্ক ৪৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হবে। অন্যদিকে অনেক মার্কিন পণ্য ভিয়েতনামে শুল্কমুক্তভাবে প্রবেশ করতে পারবে।

ভারতের সঙ্গে যে চুক্তির আশা করা হচ্ছিল, তা শেষ পর্যন্ত হয়নি। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিকরা শুক্রবার বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য আলোচনা সফল হয়নি। তারা আপাতত শুল্ক বৃদ্ধির ঝুঁকি এড়াতে বর্তমান অবস্থা বজায় রাখার চিন্তা করছেন।

নিউইয়র্কে মুগ্ধতা ছড়িয়েছে কৃষ্টি আয়োজিত তিনদিনের নাট্যোৎসব

পরিচয় ডেস্ক : আয়োজনের নান্দনিকতা সবার হৃদয় কেড়েছে। দর্শকের উপস্থিতি ও উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। নিউইয়র্কের মঞ্চনাটকের জন্য যা রীতিমতো ভীন্ন একটি মাত্রা যুক্ত করেছে। কৃষ্টির আয়োজনে তিনদিনের নাট্য উৎসবে ছিল জমজমাট একটি আবহ, যা নাট্যপ্রেমীদের মোহিত করে রাখে। উৎসবে ছিল ছয়টি নাটকের সফল মঞ্চায়ন, সেমিনার, নাটকের গানসহ আরও অনেক কিছু।

নিউইয়র্কে প্রথমবারের মতো তিনদিন ব্যাপী নাট্যোৎসবের আয়োজন করে কৃষ্টি ইউএসএ। কৃষ্টির এই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস্ এন্ড লার্নিং (জেক্যাল), ১৬১-৪ জ্যামাইকা এভিনিউ, জ্যামাইকা ভবনে। গত ২৭ জুন শুক্রবার এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন আইটিআই বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ও বিশিষ্ট নাট্য অনুবাদক প্রফেসর আব্দুস সেলিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেক্যাল এর আর্টিস্টিক ডিরেক্টর কোর্টনি ফ্রান্স। প্রয়াত নাট্যকর্মী ইশরাত নিশাত স্মরণে কৃষ্টি এই উৎসব উৎসর্গ করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলা নাটকের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা দেয়া হয়। সম্মাননা পাওয়া দু'জন হলেন রেখা আহমেদ এবং মুজিব বিন হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া রফিক বেবি, মাসুম রেজা, মিথুন আহমেদ, ড. বাবুল বিশ্বাস, স্বপ্না কাওসার, টিটু গাজী, আবীর আলমগীর, খায়রুল ইসলাম পাখি, মোমেনা চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ কবীর। কৃষ্টির প্রতিষ্ঠাতা সীতেশ ধর এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে নাট্যোৎসবের উদ্বোধনের পর ড. জীবন বিশ্বাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় নাটকের গান শীর্ষক ভীন্নধর্মী একটি পরিবেশনা। পরে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, সাইকোসিস এবং দ্য গেইম।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন "বাংলা নাটকের চেনা অচেনা অভিমুখ" শীর্ষক একটি সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন নাট্যকার ও কবি বদরুজ্জামান আলমগীর। এছাড়া সেদিন "তিন মাতালের কাণ্ড" এবং "সংকটে শয়তান" নামে দুটি নাটকের মঞ্চায়ন হয়।

উৎসবের শেষের দিন প্রয়াত নাট্য ব্যক্তিত্ব ইশরাত নিশাত স্মরণে একটি বিশেষ পর্বের আয়োজন করা হয়। এসময় সেখানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা। শেষ দিনে এট ডাস্ক বা গোধুলী বেলায় এবং হ্যামলেট এন্ড অফিলিয়া নামে দুটি নাটকের মঞ্চায়ন হয়। ২৯ জুন রবিবার আয়োজিত উৎসবের শেষ দিনে অংশ নেয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কৃষ্টির প্রাণপুরুষ সীতেশ ধর। একই সঙ্গে যারা এই আয়োজনে সহায়তা করেছেন, তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

ব্রঙ্কসে নান্দনিক সাজসজ্জায় চালু হচ্ছে খলিল ফাইন ডাইনিং

পরিচয় ডেস্ক : ভোজন রসিক মানুষের কাছে যে খাবারটি আকর্ষণের শীর্ষে তার নাম বিরিয়ানী। আর সুস্বাদুতম এই খাবারটি প্রবাসে যিনি জনপ্রিয়তার চুড়ায় পৌছে দিয়েছেন তার নাম শেফ খলিলুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অংকে অনার্স সহ মাস্টার্স খলিল রন্ধনবিদ্যায়ও ডিপ্লোমা নিয়েছেন আরেক বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান নিউইয়র্কের "কুলিনারী ইন্সটিটিউট" থেকে। এরপর ব্রঙ্কসে গড়ে তুলেছেন নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান "খলিল বিরিয়ানী হাউস"। নিজকে উজাড় করে দিয়েছেন তার এই প্রতিষ্ঠানে। তার শ্রম, মেধা আর অভিজ্ঞতা অল্প সময়ে তাকে পৌছে দিয়েছে এক অনন্য উচ্চতায়। খলিলুর রহমান দেশে-বিদেশে রান্না বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিচারক ও মেন্টর হিসাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন। কাজের স্বীকৃতি হিসাবে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রেরর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। ভূষিত হয়েছেন বৃটিশ কারী এ্যাওয়ার্ড ও ভারতের গুজরাটের কিংশেফ এ্যাওয়ার্ডে। কোলকাতার অভিজাত প্রতিষ্ঠান 'রয়েল বেঙ্গল মাস্টার শেফ' এর কাছ থেকে পেয়েছেন- 'গোল্ডেন হ্যাট' পুরস্কার। ইন্ডিয়ান কুলিনারী ফেডারেশন থেকে অর্জন করেছেন 'মাস্টার শেফ' সার্টিফিকেট।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হকুল থেকে শুরু করে মেয়র এরিক অ্যাডামস, সিনেটে মেজোরিটি লিডার চাক শুমার, কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও, কংগেসম্যান টম সোজি, সিটি কম্পট্রোলার স্কট স্টিংগার, ষ্টেট সিনেটর লুইস সিপুলভিদা, অ্যাসেম্বলিওমান কারিনা রয়েস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার আমান্ডা ফারিয়াস, সিটি কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ সহ দেশী-বিদেশী অনেক সেলিব্রেটি তার খাবার খেয়ে এতই আপ্লুত হন যে তারা তাকে প্রক্লেমেশন, সাইটেশন এবং বিশেষ সম্মাননায় ভূষিত করেছেন বহুবার। তিনিএকাধিক বার সম্মাননা পেয়েছেন ইউএস কংগ্রেসে বিরোধী দলীয় নেতা হাকিম জেফরির কাছ থেকেও।

নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের ইউনিয়ন পোর্ট রোডে রয়েছে তার বিশাল ফুড কোর্ট। এক ছাদের নীচে হরেক রকম খাবার নিয়ে খলিল ফুড কোর্ট এখন জমজমাট। এটি খলিল বিরিয়ানী হাউসের একটি সহ প্রতিষ্ঠান।

খলিল ফুড কোর্টে বাংলাদেশী নিয়মিত ঐতিহ্যবাহী খাবারের বাইরেও আছে নানা রকম হালাল ফাস্ট ফুড। পাওয়া যায় ফুচকা, চটপটি, শর্মা, টার্কিশ গ্রীল, বাবলটি, আইসক্রিম, নানা ধরনের পেস্ট্রি, বার্গার, কেক, ওয়াফেল ইত্যাদি।

প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী শেফ খলিলুর রহমান বলেন, এখানে এক ছাদের নীচে বসে গ্রাহকরা নানাবিধ খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন। জায়গার পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক মানের খাবারও পরিবেশনা করা হবে।

খলিলুর রহমান বলেন, এই সামার-কে সামনে নিয়ে ফুড কোর্টকে সাজানো হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গীকে। নান্দনিক পার্টিসান দিয়ে ফুডকোর্টের ভেতরেই আলাদাভাবে তৈরি করা হচ্ছে ফাইন ডাইনিং। গতানুগতিক চেয়ার-টেবিলের জায়গায় স্থান পাবে আরামদায়ক সোফা। প্রতিটি ফ্যামিলি প্রাইভেটলি বসে আমাদের মজাদার খাবারের স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন।

খলিলুর রহমান বলেন, আমার নিজস্ব রেসিপিতে তৈরি বাইডেন বিরিয়ানী ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী ক্রতাদের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। এর সাথে এবার যুক্ত হবে হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানী। ঐতিহ্যবাহী হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানীর সাথে আমার নিজস্ব রেসিপি যুক্ত হয়ে ভোজনবিলাসীদের কাছে টানবে বলে আমার বিশ্বাস। বলা হয়ে থাকে এই বিরিয়ানীটি এসেছে হায়দ্রাবাদের নিজাম বংশীয় মুসলিম নবাবদের রান্নাঘর থেকে। ভারতীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের রান্নার এক অপুর্ব মিশ্রনে

সৃস্টি এই বিরিয়ানী। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে এই বিরিয়ানীর জয় জয়কার।

খলিলুর রহমান বলেন, আশা করা যাচ্ছে আগামী সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্য ইনটেরিয়াম ডেকোরেশন শেষ হলে 'খলিল ফাইন ডাইনিং' গ্রাহকদের সেবা দিতে সক্ষম হবে। ক্রেতারা নতুন আঙ্গীকে সজ্জিত রেস্টুরেন্টের ভেতর আরামদায়ক পরিবেশে বসে অন্যান্য খাবারের সাথে 'খলিল ফাইন ডাইনিংয়ে'র মুখরোচক খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন।

খলিলুর রহমান বলেন, প্রতি বছরের মত এবারও উইকেন্ডে পিকনিকের জন্য প্রচুর কেটারিং অর্ডার পাচ্ছি। আমি নিজ হাতে রান্না করে খাবারগুলো পৌছে দিচ্ছি পিকনিক স্পটে। আমরা কোয়ালিটি খাবারে বিশ্বাস করি। যারা আমাদের খাবার দিয়ে পিকনিকের আনন্দকে আরো জমজমাট করতে চান তারা আগেভাগে অর্ডার দিলে আমরা সুস্বাদু খাবার যথাসময়ে পৌছে দেবার জন্য নিশ্চিত করবো। গ্রাহকরা তাদের সুবিধার্থে আমাদের জ্যাকসন হাইটস শাখায়ও খাবারের অর্ডার দিতে পারবেন। গত বছরের অক্টোবর থেকে এই শাখাটিও আমার একক মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

হাবিব রহমান প্রেরিত

বিলিয়নারদের অর্থে জোহরান মামদানীর বিরুদ্ধে

৫৬ পৃষ্ঠার পর

ঠেকানোর জন্য যত অর্থ প্রয়োজন তিনি দেবেন এবং তাঁর মতে এসময় একমাত্র এরিক এডামসই পারেন নভেম্বরে জোহরান মামদানীর বিজয় ঠেকাতে।

নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে বেশ পিছিয়ে পড়া মেয়র এরিক এডামসের জন্য বিলিয়নার একম্যান যেন দেবদুত হিসেবে আবিভুর্ত হয়েছেন। নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহে অনিয়মের কারণে ম্যাচিং ফান্ড থেকেও বঞ্চিত এরিক এডামস, যদিও মামলার হুমকি দিয়েছেন ম্যাচিং ফান্ড ফিরে পাওয়ার জন্য। তবে মামলায় জিতেন বা হারেন, জোহরান মামদানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এরিক এডামসের নির্বাচনী তহবিলে আর সঙ্কট থাকছেনা। শধু মি. একম্যানই নন, আরো কয়েকজন ধনকুবেরও এরিক এডামসকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কারণ তারা মনে করেন জোহরান মামদানী মেয়র নির্বাচিত হলে তাঁদের পক্ষে নিউ ইয়র্কে বসবাস সম্ভব নাও হতে পারে। ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীর পরপরই মেয়র এডামস তাঁর নির্বাচনী প্রকারণা শুরুও করে দিয়েছেন নিজেকে সিটির ব্লু কলার শ্রমিকদের বন্ধু হিসেবে পরিচয় দিয়ে।

আক্রমন করতে শুরু করেছেন জোহরান মামদানীর বিভিন্ন র্কর্মসূচির বিরুদ্ধে। যেমন ফ্রী বাস, বাড়ী ভাড়া ফ্রিজ করে দেওয়া, সিটির অধীনে পরিচালিত গ্রোসারী স্টোরে ইত্যাদি। মেয়র এডামস বলেছেন নিউ ইয়র্কবাসী জানে, কে তাদের বেশী হিতাকাঙ্খী , কে বেশী যোগ্য তাই নভেম্বের তাঁরা ভুল করবেন না। তিনি আরো বলেন কোন ফ্রি সেবাই মর্যাদাপুর্ণ নয়। মেয়র পদে একজন রিপাবলিকান প্রার্থীও আছেন, আছেন আরো একজন ঘোষিত স্বতন্ত্র প্রার্থী। তা সত্ত্বেও মূল লড়াই হবে আবারও দুই ডেমাক্রেট এরিক এডামস ও জোহরান মামদানীর মধ্যে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রতি ১০ জন ভোটারের মধ্যে ৮ জনই ডেমাক্রেট হিসেবে তালিকাভুক্ত।

বগুড়া সোসাইটি'র নতুন সভাপতি সাইফুল, সাধারণ সম্পাদক রুবেল

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন 'বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ'র বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে গত রোববার, ২৯ জুন, ২০২৫ নিউইয়র্কের হিল সাইডের খলিল বিরিয়ানি হাউজে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আয়োজনে বিপুল সংখ্যক সদস্য ও গুণীজন উপস্থিত ছিলেন। যা বিদেশের মাটিতে বগুড়ার ঐতিহ্য ও সংহতিকে আরও সুদৃঢ় করেছে। সংগঠনের সভাপতি মহব্বত আলী আকন্দের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডঃ শাহজাহান বীর। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বগুড়া সদরের সাবেক সংসদ সদস্য ও সংগঠনের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সাইফুর রহমান ভান্ডারী রাজ। তাঁর বক্তব্যে তিনি প্রবাসে বগুড়ার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

এছাড়াও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা বাবু পাইকার, ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যবৃন্দ রাইছুল হক, আলী সৈয়দ টিপু, শাহ আফজাল হোসেন, আব্দুল মান্নান, আজিজুল হক মুন্না, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রাফেল তালুকদার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি ও বগুড়া সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আতোয়ারুল আলম এবং উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য তরিকুল হাসান মহব্বত, সাইফুল ইসলাম মান্না, মোহাম্মাদ আলী, মর্তুজা আলী বুলবুল, মোস্তফা আলমগীর তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁদের বক্তব্যে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা, সদস্যদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ডঃ জাকিরুল ইসলাম। নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তাঁকে সহযোগিতা করেন মোঃ সাইফুল ইসলাম(কুইন্স) ও কাজী আজাদ রহমান সেলিম। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানানো হয়। নির্বাচনের ফলাফলে নবীন ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়েছে।

নবনির্বাচিত সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ সাইফুল ইসলাম। সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ জাকিরুল ইসলাম। সহ-সভাপতি মণ্ডলী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন জহুরুল ইসলাম তালুকদার লিটন, তালুকদার শামিম সবুজ, জাহাঙ্গীর আলম লিপন, আব্দুল্লাহ আল সাদী, বজলুর রহমান আকন্দ, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম সানা, মাহমুদুল হক।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন খাদেমুল ইসলাম রুবেল। সহ-সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাশেদ আল হেলাল রতন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা নাজাত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কামরুল হাসান। কোষাধক্ষ্যের দায়িত্ব পেয়েছেন জুয়েল আহমেদ।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে হেমিকা রহমান অবন্তি, ক্রীড়া সম্পাদক ইসমাইল হোসেন ইমন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক আল আমিন সোহাগ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়ান তাজ, সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক আব্দুর রাকিব খান আরিফ, প্রচার সম্পাদক মোঃ নাফিউস সাদিক, দপ্তর সম্পাদক শাপিনুর রহমান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মুরাদ মোরশেদ হায়দার বিপ্লব, মহিলা সম্পাদিকা জীবন নাহার মালা, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক, সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এসএম আরমান হোসেন, আপ্যায়ন সম্পাদক কামরুজ্জামান লালু সহ-আপ্যায়ন সদস্য এনামুল হক, সাহিত্য সম্পাদক এ এস এম পারভেজ শাহী, তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রঘুনাথ বসাক, যোগাযোগ সম্পাদক মোঃ হেলাল উদ্দিন, এবং সহ-আপ্যায়ন সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন।

সদস্য মন্ডলী মহব্বত আলী আকন্দ, মোঃ সাইফুল ইসনাম (কুইন্স), শফিকুল ইসলাম, শাহ আলী রেজা, আফরোজা বেগম রুজি, আলমগীর হোসেন, গাওছুল আজম রিগান, মাকসুদুল আলম ডাইমন্ড, মাহিনুর ইসলাম স্মরণ, শাহ কামাল মানি, আল আমিন, মোঃ ওবাইদুল হক, রাজু শাহ, নুর আলম, নিতাই বাগচী, এ এস ম হাসান লিপন, লিপ এবং সহ-আপ্যায়ন সদস্যবৃন্দ নির্বাচিত হয়েছেন লিটন আলী, মোহাম্মদ আব্দুল মালেক, মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, মোহাম্মদ আব্দুল সবুর, মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, আবুল কে মাজেদ, জান্নাতুল ভুবন।

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক প্রবাসে বগুড়ার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আরও বিকশিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই নির্বাচন বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, যা আগামী দিনগুলোতে সংগঠনটিকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করে তুলবে। সবশেষে নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি সাইফুল ইসলাম, নতুন কমিটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি কমিউনিটির বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যয় ব্যাক্ত করেন। পরবর্তীতে আমন্ত্রিত অতিথিদের নৈশ ভোজের আমন্ত্রন জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

ট্রাম্প 'অ্যাটেনশন সিকার' বললেন জার্মানির সবেক চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল

৫৬ পৃষ্ঠার পর

এটাই চান: তিনি বিভ্রান্ত করতে এবং সবাইকে তার দিকে মনোযোগ দিতে।'

তিনি বলেন, 'শুল্ক নিয়ে তিনি যা করছেন তা আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত, তাকে মার্কিন জনগণের জন্য ভালো ফলাফল দিতে হবে। তাকে তার ক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে, অন্তত তার নিজের দেশের জন্য।'

তিনি আরও বলেন, 'ইউরোপীয়দের একতাবদ্ধ থাকতে হবে এবং ট্রাম্প যখন ব্লকের ওপর আরও শুল্ক আরোপ করেন তখন ভয় পাওয়া উচিত নয়, তবে আমাদের নিজস্ব শুল্ক দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া উচিত।' মার্কেল বলেন, 'আমি বলছি না যে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত, কিন্তু আমাদের অবশ্যই আলোচনা করতে হবে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রও একা টিকে থাকতে পারবে না।'

৩৯তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৫

বাফেলো ও নায়াগ্রাবাসীর সঙ্গে স্টিয়ারিং কমিটির মতিবিনিময়

পরিচয় ডেস্ক : আগামী ২৯, ৩০ ও ৩১ আগস্ট, লেবার ডে উইক্যান্ডে নিউইয়র্কের পর্যটক আকৃষ্ট নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৩৯তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৫। এ সম্মেলন সফল করতে ফোবানা স্টিয়ারিং কমিটি নানা পদেক্ষপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে গত ৩০ জুন, সোমবার ফোবানার স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধি দল সম্মেলনের ভেন্যু পরিদর্শন এবং বাফেলো ও নায়াগ্রাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করে।

২৭৯ গিলফোর্ড স্ট্রিট, বাফেলোতে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান ও ফোবানা সম্মেলন ২০২৫ এর চেয়ারম্যান এডমিন গিয়াস আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফোবানার সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হোসেন খান। বক্তব্য রাখেন সাবেক চেয়ারম্যান আলী ইমাম শিকদার, স্টিয়ারিং কমিটির এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম, স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বার ফরহাদ খন্দকার। স্টিয়ারিং কমিটির মেম্বার সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন সাগর মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন। এসময় তাকে সহযোগিতা করেন ব্যবসায়ী সোহেল হাওলাদার। অন্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি আব্বাস উদ্দিন দুলাল, মির্জা মামুন, জসিম উদ্দিন, প্রমোটার এনামুল হক, আবদুল লতিফ, এটর্নি রাকিব, এডভোকেট শহীদুল ইসলাম প্রমুখ। বক্তারা নায়াগ্রায় অনুষ্ঠিতব্য ফোবানা সম্মেলন সফল করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এদিকে প্রতিনিধি দল গত ১ জুলাই, মঙ্গলবার দুপুরে সম্মেলনের ভ্যানু নায়াগ্রার শেরাটন হোটেল পরিদর্শন করে।

চলতি বছরের ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশনস অব নর্থ আমেরিকা-'ফোবানা' এর ৩৯তম সম্মেলন আগামী ২৯-৩১ আগষ্ট লেবার ডে ইউকেন্ডে নায়াগ্রার শেরাটন হোটেলের নান্দনিক ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'প্রবাসী নতুন প্রজন্মই হোক আগামী ফোবানার শক্তি'।

ফোবানা' (ফেডারেশন অব বাংলাদেশি এসোসিয়েশনস অব নর্থ আমেরিকা) প্রবাসের একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ সংগঠন। ফোবানা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীদের বৃহত্তম একটি সংগঠন। এটি মূলত: যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্য ও কানাডা থেকে পরিচালিত বাংলাদেশি সংগঠনগুলোর একটি সম্মিলিত প্ল্যাটফর্ম। ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রথম, ১৯৮৮ সালে বোষ্টনে এবংন ১৯৮৯ সালে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ সম্মেলন আয়োজনের পর নব্বইয়ের দশকের শুরুতে ফেডারেশন অফ বাংলাদেশী এসাসিয়েশানস অফ নর্থ আমেরিকা - সংক্ষেপে ফোবানার যাত্রা শুরু হয়।

ফোবানা সম্মেলনের মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি, বাংলাদেশি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং এর প্রচার ও প্রসার, বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন রচনা করা। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1636, Saturday, July 05, 2025

বিলিয়নারদের অর্থে জোহরান মামদানীর বিরুদ্ধে মেয়র পদে এরিক এডামসের লড়াই শুরু

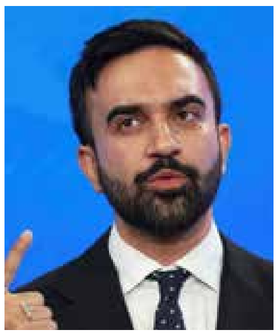

নাজমুল আহসান : অবশেষে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের ডেমোক্রেটিক প্রাইমারীতে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের সাবেক গভর্ণর এন্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন বর্তমানে নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের এসেম্বলীম্যান জোহরান মামদানী। নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র পদে নভেম্বরের চুড়ান্ত নির্বাচনে জোহরান মামদানীর প্রতিদ্বন্দ্বি হচ্ছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বর্তমান মেয়র এরিক এডামস, যিনি একজন ডেমোক্রেট হয়েও প্রাইমারীতে অংশ গ্রহণ করেন নি। পাশাপাশি প্রাইমারীতে সুস্পষ্ট ব্যবধানে হেরে যাওয়ার পর এন্ড্রু কুমো পুর্বে ঘোষণা দেওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ব্যালটে থাকবেন কিনা কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়। কুমো নানা হিসেব নিকেশ করে দেখছেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখের বিষয় হচ্ছে নিউ ইয়র্কের যে সকল ব্যবসায়ী, শ্রমিক ইউনয়ন ও ধনকুবেররা প্রাইমারীতে কুমোকে বিপুল অর্থ দিয়ে সমর্থন আর সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের বেশিরভাগই কুমোকে ক্ষান্ত হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁদের সমর্থন এবার এরিক এডামসের জন্য, বিশেষ করে ধনকুবের বিলিয়নরাররা। এঁদের মধ্যে একজন হেজফান্ড বিলিয়নার মি. একম্যান, যিনি এন্ড্রু কুমোকে ৫ লক্ষ ডলার দিয়ে প্রাইমারী নির্বাচনে সহায়তা করেছিলেন, তিনি কুমোকে আর নির্বাচনে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে প্রকাশ্যে বর্তমান মেয়র এরিক এডামসকে সমর্থন দিয়েছেন। মি. একম্যান জানিয়েছেন, জোহরান মামদানীর মেয়র পদে বিজয় বাকি অংশ ৫৩ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প 'অ্যাটেনশন সিকার' বললেন জার্মানির সবেক চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একজন 'অ্যাটেনশন সিকার' ব্যক্তি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন জার্মানির সবেক চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল। গ্রিক সংবাদপত্র ক্যাথিমেরিনি-এর প্রকাশিত তার স্মৃতিকথা 'ফ্রিডম'-এর গ্রিক অনুবাদ প্রচারের জন্য অ্যাথেন্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মার্কেল এমন মন্তব্য করেন। অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেন, 'ডোনাল্ড ট্রাম্প সব সময় নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। তিনি বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মহিলা ট্রেন অপারেটর

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে পেনসেলভেনিয়া ষ্টেটের প্রধান ট্রান্সপোর্টেশন কোম্পানি "সেপটা"র মার্কেট-ফ্রাংকফোর্ড লাইনে ট্রেন অপারেটর বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

জোহরানের জয়ে কেন ক্ষিপ্ত মোদি-ভক্তরা

আল জাজিরার বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কে আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হলে জোহরান মামদানি হবেন এ শহরের প্রথম দক্ষিণ এশীয় মেয়র। সেই সঙ্গে শহরটির প্রথম মুসলিম ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়রও হবেন তিনি। জোহরানের এ পরিচয় তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে অগ্রণী এক মুখে পরিণত করেছে। তবে এটিই আবার ভারত এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে।

গত ২৪ জুন ডেমোক্রেটিক পার্টির মেয়র পদপ্রার্থী নির্বাচনে (প্রাইমারি) ব্যাপক ব্যবধানে জেতার পর থেকেই জোহরানের প্রচারাভিযান ঘিরে একের পর এক বিদ্বেষমূলক মন্তব্য আসতে শুরু করেছে। এর একটি অংশ আসছে দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী মহল থেকে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব আক্রমণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমর্থক ও তাঁর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমালোচকদের মধ্যে, বিশেষত দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে দীর্ঘদিনের বৈরিতারই এক প্রতিফলন। এ আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জোহরানের ধর্মীয় পরিচয়। ৩৩ বছর বয়সী এ রাজনীতিক একজন মুসলিম। বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

ডাক্তারদের চেয়েও নির্ভুল রোগ নির্ণয় করবে মাইক্রোসফটের এআই টুল

পরিচয় ডেস্ক : মানুষের চেয়ে চার গুণ বেশি দক্ষড়এমন দাবি নিয়ে চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক রোগ শনাক্তকরণ টুল উন্মোচন করেছে মাইক্রোসফট। 'এআই ডায়াগনস্টিক অর্কেস্ট্রেটর' নামের এই অত্যাধুনিক টুলটি রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকদের পারদর্শিতাকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এই টুল মাইক্রোসফটের নতুন স্বাস্থ্যবিষয়ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইউনিটের প্রথম প্রকল্প। ইউনিটটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুস্তাফা সুলেইমান, যিনি গুগলের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যৌন হয়রানির অভিযোগে নিউ ইয়র্কের গভর্ণর হোকুলের প্রেস সেক্রেটারি বরখাস্ত

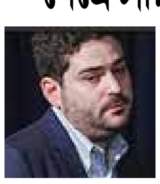

পরিচয় ডেস্ক : যৌন হয়রানির অভিযোগে নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুলের প্রেস সেক্রেটারি আভি স্মলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তের কয়েক ঘন্টা বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

১২ দেশের জন্য ট্রাম্পের চূড়ান্ত শুল্কহার প্রস্তুত, বাংলাদেশ কি আছে

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি ১২টি দেশের জন্য শুল্কহার চূড়ান্ত করেছেন। ওই সব দেশ যুক্তরাষ্ট্রে যেসব পণ্য রপ্তানি করে, সেগুলোর ওপর কত হারে শুল্ক আরোপ করা হবে তা

নির্ধারণ করে প্রস্তুত চিঠিতে সই করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ওই সব চিঠি আগামী সোমবার পাঠানো হবে। তবে এই তালিকায় বাংলাদেশ আছে কি না তা জানা যায়নি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়, ৪ জুলাই শুক্রবার নিউ জার্সিতে যাওয়ার আগে এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প একথা জানান। তবে কোন কোন দেশে এই শুল্কসংক্রান্ত চিঠি পাঠানো বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়

র‍্যাংকিং চয়েস ভোট গণণায় জোহরান বিজয়ী

পরিচয় ডেস্ক : প্রাইমারিতে মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির বিজয় গত ১ জুলাই মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেছে নিউইয়র্ক বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়

পৃথিবীর ঘূর্ণনে বদল, চলতি মাসেই কমছে দিনরাতের দৈর্ঘ্য!

পরিচয় ডেস্ক : বিরল মহাজাগতিক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে চলতি মাস। পৃথিবীর ঘূর্ণনগতিতে বদল আসছে। তার জেরেই এ মাসের দু'দিন দিনরাতের দৈর্ঘ্য কমবে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজির এক পদার্থবিজ্ঞানী জুডা লেভাইন হিসেবনিকেশ করে এমনই পূর্বাভাস দিয়েছেন। বাকি অংশ ৫২ পৃষ্ঠায়